উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলাঃ ফুলছড়ি, জেলাঃ গাইবান্ধা

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা

সমন্বয়ে

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (সি ডি এস)

আগষ্ট, ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে একটি দুর্যোগ পূর্ণ এলাকা, ব-দ্বীপ আকৃতি ও উপকুলবর্তী বহিগঠন হওয়ায় বাংলাদেশে দুর্যোগের প্রবনতা বেশী এবং আন্তর্জাতিক গবেষনা প্রতিষ্ঠান জার্মান ওয়াচ-এর ২০১০ খৃঃ প্রকাশিত গ্লোবাল ক্লাইমেট রিক্স ইন্ডেক্স অনুযায়ী জলবায়ূ পরিবর্তন জনিত কারনে ক্ষতির বিচারে ১০ টি ক্ষতিগ্রস্থ দেশের মধ্যে প্রথমেই অবস্থান করছে বাংলাদেশ। এদেশের দুর্যোগের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ১২ই নভেম্বর, ১৯৭০ সালের ও এপ্রিল, ১৯৯১ সালের প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস যা বাংলাদেশের উপকুলীয় জেলা সমূহের যানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এছাড়াও নভেম্বর, ২০০৭ সালের প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় (সিডর), ২০০৯ এর প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় (আইলা) এবং ২০১৩ প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় (মহাসেন) কারণেও উক্ত অঞ্চল সমূহে যানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় । উপকুল অঞ্চল ছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা সমূহ প্রতি বছরই কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে যানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে যা এতদঞ্চলের তো বটেই তথা দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে ঋনাত্নক প্রভাব ফেলছে। উত্তর অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত জেলা গুলোর মধ্যে গাইবান্ধা জেলা উল্লেখযোগ্য। এই জেলায় প্রতি বছরই কোন না কোন প্রকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানছে বিশেষ করে বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি যার ফলে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা এবং ক্ষতি হচ্ছে সম্পদের। বসত-বাটি, সহায়-সম্বল ও কর্মসংস্থান হারিয়ে অনেকেই চলে যাচ্ছে বিভিন্ন জেলা শহরে আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের সন্ধানে এবং করছে মানবেতর জীবন যাপন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত কারণে যানমালের ক্ষতির পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনীতির যে ক্ষতি সাধিত হয সেটা হ্রাস করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়, কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) এর আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সম্পৃক্ত করে সকলের অংশগ্রহনের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরীর এক মহতী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যা প্রশংসার দাবিদার। সেই সাথে উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে ইউকে এইড, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, নওরোজিয়ান এ্যাম্বেসি, সুইডিস এ্যাম্বেসি, অস্ট্রেলিয়ান এইড ও ইউএনডিপি এই পরিকল্পনা তৈরীতে বাংলাদেশ সরকারকে যে সহযোগীতা প্রদান করছে সেটাও সমভাবে প্রশংসার দাবিদার।

এই ধরনের একটি কার্যক্রম গ্রহনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সমূহকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। **"সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস"** (সিডিএস) এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয়কারী সংস্থা হিসাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার বিভিন্ন কর্মকর্তার সহযোগীতা নিয়ে মাঠ পর্যায় থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সন্নিবেশিত করে যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরী করেছে সে জন্য তাদের জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সহ স্থানীয় পর্যায়ের সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগন যারা এই কার্যক্রমে তথ্য প্রদানের পাশাপাশি পরিকল্পনা তৈরীতে সক্রিয় অংশ গ্রহনের মাধ্যমে সহায়তা করেছেন তাদেরকেও জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
উপজেলা চেয়ারম্যান ও
সভাপতি, উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে একটি দুর্যোগ পূর্ণ এলাকা। ব-দ্বীপ আকৃতি ও উপকূলবর্তী বহির্গঠন হওয়ায় বাংলাদেশে দুর্যোগের প্রবণতা বেশী এবং আর্ন্তজাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান জার্মান ওয়াচ-এর ২০১০ খ্রিঃ প্রকাশিত গেস্নাবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স অনুযায়ী জলবায়ূ পরিবর্তন জনিত কারণে ক্ষতির বিচারে ১০ টি ক্ষতিগ্রস্থ দেশের মধ্যে প্রথমেই অবস্থান করছে বাংলাদেশ। এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিনিয়তই হচ্ছে। অতীতেও এদেশের দুর্যোগের ইতিহাস উল্লেখ করারমত। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২৯-অক্টোবর, ১-নভেম্বর, ১৮৭৬ সালে প্রচন্ড জলোচ্ছ্বাসে পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার ৪ লৰ প্রাণির জীবন ধ্বংস এবং অপরিমেয় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। অক্টোবর ১৮৯৭ সালে প্রচন্ড হ্যারিকেন ও জলোচ্ছ্বাস চট্টগ্রাম ও কুতুবদিয়া দ্বীপের ১ লক্ষ ৭৫ হাজার প্রাণির জীবন ধ্বংস হয়। নভেম্বর, ১৯৭০ সালে প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে খুলনা-চট্টগ্রাম উপকূলবর্তী অঞ্চলে আঘাত হানে এতে প্রায় ৫ লক্ষ প্রাণের ধ্বংস এবং অগণিত গবাদি পশু মারা যায় এবং বিশাল এলাকার শস্য ও সম্পদ নষ্ট হয়। এপ্রিল, ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পটুয়াখালী-কক্সবাজার উপকূলবর্তী অঞ্চলে আঘাত হানে এতে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার লোক, ৭০ হাজার গবাদি পশু মারা যায় এবং প্রচুর শস্য নষ্ট হয়। এছাড়াও নভেম্বর, ২০০৭ সালের প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় (সিডর) আঘাতে বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর ও বাগেরহাটে যেখানে মারা যায় ৩৪০৬ জন, নিখোঁজ হয় ১০০৩ জন, এবং প্রায় ৫৫ হাজার লোক আহত হয়। ২০০৯ এর প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ের (আইলা) কারণে ৮ হাজার কোটি টাকার ফসল ও সম্পদের ৰতি হয় এবং ২০১৩ প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় (মহাসেন) কারণেও ১৫ লক্ষাধিক মানুষ ক্ষতির সম্মুখিন হয়, প্রায় ৪৫,০০০ ঘর-বাড়ী সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়।

উপকূল অঞ্চল ছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা সমূহ প্রতি বছরই কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় যেমন বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে যানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে যা এতদাঞ্চলের তো বটেই সারা দেশের সার্বিক অর্থনীতিতেও ঋনাত্নক প্রভাব ফেলছে। উত্তর অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত জেলা গুলোর মধ্যে গাইবান্ধা জেলা উল্লেখযোগ্য। এই জেলায় প্রতি বছরই কোনো না কোনো প্রকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানছে বিশেষ করে বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি যার ফলে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা এবং ৰতি হচ্ছে সম্পদের। বসত-বাটি, সহায়-সম্বল ও কর্মসংস্থান হারিয়ে অনেকেই চলে যাচ্ছে বিভিন্ন জেলা শহরে আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের সন্ধানে এবং সেখানে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তবে বাংলাদেশের জনগণ ও সরকার সকল দুর্যোগ বেশ সফলতা ও দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করে আসছে যা বিশ্ববাসীর কাছে প্রশংসিত ও অনুকরনীয় হয়েছে।

প্রতি বছর দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে ৰতির সম্মুখিন হয় সেটা হ্রাস করতে পারলে দেশের অর্থনীতি যে পর্যায় এসে দাড়িয়েছে তা বেড়ে অচিরেই একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়, কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) এর আওতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৰয়-ৰতি হ্রাসের উদ্দেশ্যে সকলের অংশগ্রহনের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

সরকারের দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় এ ব্যপারে যে ব্যাপক উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহন করেছে তা প্রশংসার দাবিদার সেই সাথে উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে ইউকে এইড, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, নওরোজিয়ান এ্যাম্বেসি, সুইডিস এ্যাম্বেসি, অস্ট্রেলিয়ান এইড ও ইউএনডিপি এই পরিকল্পনা তৈরীতে যে সহযোগীতা প্রদান করছে সেটাও সমভাবে প্রশংসার দাবিদার। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয়কারী সংস্থা **"সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস"** (সিডিএস) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার বিভিন্ন কর্মকর্তার সহযোগীতা নিয়ে মাঠ পর্যায় থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সন্নিবেশিত করে যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরী করেছে যা ভবিষ্যতে দুর্যোগোর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসে সহায়ক হিসাবে কাজ করবে সে জন্য তাদের জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগন যারা এই কার্যক্রমে তথ্য প্রদানের পাশাপাশি পরিকল্পনা তৈরীতে সক্রিয় অংশ গ্রহনের মাধ্যমে সহায়তা করেছেন।

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
ফুলছড়ি উপজেলা,
গাইবান্ধা।

সূচীপত্র

সূচীপত্র			৪-৫
মুখবন্ধঃ		**উপজেলা চেয়ারম্যান ও সভাপতি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটি, ফুলছড়ি,** গাইবান্ধা।	২
		উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা, **ফুলছড়ি,** গাইবান্ধা।	৩
প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি			৬-২৩
১.১		পটভূমি	৬
১.২		পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	৬
১.৩		স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	৬
১.৩.১		জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	৬
১.৩.২		আয়তন	৬
১.৩.৩		জনসংখ্যা	৬
১.৪		অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা থাকতে হবে	৬
১.৪.১		অবকাঠামো	৭-১০
১.৪.২		সামাজিক সম্পদ	১১-২০
১.৪.৩		আবহাওয়া ও জলবায়ু	২১
১.৪.৪		অন্যান্য	২১-২৩
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা			২৪-৩৫
২.১		দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	২৪
২.২		উপজেলার আপদ সমুহ	২৪
২.৩		বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্রবর্ননা	২৪-২৫
২.৪		বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	২৫
২.৫		সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	২৫
২.৬		উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ	২৬-২৮
২.৭		সামাজিক মানচিত্র	২৯
২.৮		আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	৩০
২.৯		আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩১
২.১০		জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩১
২.১১		জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৩২
২.১২		খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	৩২-৩৪
২.১৩		জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৩৪-৩৫
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস			৩৬-৫০
৩.১		ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৩৬-৩৭
৩.২		ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৩৭-৩৮
৩.৩		এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৩৮
৩.৪		দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৩৯
৩.৪.১		দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৩৯-৪০
৩.৪.২		দুর্যোগ কালীন	৪১
৩.৪.৩		দুর্যোগ পরবর্তী	৪২
৩.৪.৪		স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	৪৩-৪৭
চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান			৪৮-৫৬
৪.১		জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)	৪৮

৪.১.১		জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা	৪৮
৪.২		আপদ কালীন পরিকল্পনা	৪৮-৫০
৪.২.১		স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৫০
৪.২.২		সতর্কবার্তা প্রচার	৫০
৪.২.৩		জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি	৫০
৪.২.৪		উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান	৫০
৪.২.৫		আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	৫০
৪.২.৬		নৌকা প্রস্তুত রাখা	৫০-৫১
৪.২.৭		দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ	৫১
৪.২.৮		ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	৫১
৪.২.৯		শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৫১
৪.২.১০		গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	৫১
৪.২.১১		মহড়ার আয়োজন করা	৫১
৪.২.১২		জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC)পরিচালনা	৫১
৪.২.১৩		আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ	৫১
৪.৩		জেলা/উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা	৫২
৪.৪		আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন	৫৩-৫৪
৪.৫		উপজেলার সম্পদের তালিকা	৫৪
৪.৬		অর্থায়ন	৫৪-৫৫
৪.৭		কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ	৫৬
পঞ্চমঅধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা			৫৭-৫৯
৫.১		ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন	**৫৭-৫৮**
৫.২		দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার	৫৯
৫.২.১		প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা	৫৯
৫.২.২		ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার	৫৯
৫.২.৩		জনসেবা পুনরারম্ভ	৫৯
৫.২.৪		জরুরী জীবিকা সহায়তা	৫৯
সংযুক্তি			৬০-৬৭
সংযুক্তি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট			৬০
সংযুক্তি ২ জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি			৬১
সংযুক্তি ৩ জেলা/উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা			৬২
সংযুক্তি ৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা			৬৩-৬৫
সংযুক্তি ৫ এক নজরে জেলা/উপজেলা			৬৬
সংযুক্তি ৬ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী			৬৭

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

দূর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অর্ন্তভূক্ত করে জেলা , উপজেলা, পৌরসভার ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণের সুপারিশ করা হয়েছে। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারীতার, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য প্রনয়ণ করা হবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দূর্যোগ প্রবন দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই কম বেশী দূর্যোগে আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে গাইবান্ধা জেলা অন্যতম। গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলা একটি অত্যন্ত দূর্যোগ ঝুঁকি প্রবন এলাকা। নদীভাঙ্গন, বন্যা ও খরা, শৈতপ্রবাহ, কালবৈশাখী ঝড় এই এলাকার প্রধান দূর্যোগ। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে প্রতি বছর দূর্যোগ হয় এবং জন সাধারনের জীবন ও জীবিকার উপর বিরুপ প্রভাব ফেলে। প্রতি বছর বিভিন্ন দূর্যোগে পতিত হলেও জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কোন কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। সার্বিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি **ফুলছড়ি উপজেলার জন্য প্রনয়ণ করা হয়েছে।**

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দূর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করনে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেরা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাদিও বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।
- অপসারন, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপন ত্রান ও তাৎক্ষনিক পূর্ণবাসন ব্যবস্তার জন্য স্থানীয় ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।
- দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক, জাতীয় এনজিও, দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।
- দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রনয়ণে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দূর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.৩.১. জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান:

ফুলছড়ি উপজেলা গাইবান্ধা জেলাধীন ।
ভোগলিক অবস্থানঃ উত্তরে গাইবান্ধা সদর উপজেলা,পূর্বে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলা, দক্ষিণে সাঘাটা উপজেলা,পশ্চিমে গাইবান্ধা সদর উপজেলা। উপজেলার ০৭ টি ইউনিয়নের মধ্যে এরেন্ডাবাড়ী, ফজলুপুর ও ফুলছড়ি-এ তিনটি ইউনিয়ন সমপূর্ণভাবে ব্রক্ষ্মপুত্র অববাহিকার চরে অবস্থিত এবং গজারিয়া, উড়িয়া ও কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের অধিকাংশ এলাকা নদী ভাংগনের শিকার।

জনসংখ্যা ঃ

১,৬৫,৩৩৪ জন

ফুলছড়ি উপজেলার ইউনিয়নসমূহঃ

১। ১নং কঞ্চিপাড়া ইউনিয়ন
২। ২নং উড়িয়া ইউনিয়ন
৩। ৩নং উদাখালী ইউনিয়ন
৪। ৪নং গজারিয়া ইউনিয়ন
৫। ৫নং ফুলছড়ি ইউনিয়ন
৬। ৬নং এরেন্ডাবাড়ী ইউনিয়ন
৭। ৭নং ফজলুপুর ইউনিয়ন

১.৩.২ আয়তনঃ

গাইবান্ধা জেলাধীন ফুলছড়ি উপজেলা ৩০৬.৫২ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে গঠিত।

উপজেলা	ইউনিয়নের নাম	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজা
ফুলছড়ি	গজারিয়া	কাতলামারী, ঝনঝাইর, জিয়াডাঙ্গা, বারইকান্দি, কটোকগাছা, ভাজনডাঙ্গা, গলনা, গজারিয়া।
	ফুলছড়ি	পেপুলিয়া, ফুলছড়ি, বাজে ফুলছড়ি, কালুরপাড়া, খোলাবাড়ী, পারুল, টেংরা কান্দি, ঝপঝপিয়া, চৌভাটিয়া, ডাবগাছি, খঞ্চাপাড়া, বাগবাড়ী, দেলুয়াবাড়ী, জামিরা, ঘরভাঙ্গা।
	এরেন্ডাবাড়ী	আলগার চর, আনন্দবাড়ী, ভাটিয়াপাড়া, বুলবুলির চর, চর হরিচন্ডি, ডাকাতিয়ার চর, ঘাটুয়া , হরিচন্ডি, জিগাবাড়ী, কিশামতপুলী, মাগুরীঘাট, পাগলার চর, পাঠাধোয়াধুলী, সন্যাসীরচর, চর চৌমহী, তিন থোপা।
	ফজলুপুর	বাজে তৈলকপি, চন্দনশ্বর, চর কৃষ্ণমনী, চৌমোহন, চিকির পটল, দেবার পটল, গুপ্ত মনী, হেলেঞ্চা, কাউয়াবাধা, খাটিয়ামারী, কোচখালী, মানিকচর, মনোহরপুর, নিশ্চিতপুর, পুকুরিয়া বাড়ী, রহমতপুর, তানাঘাট, উজালের ডাঙ্গা।
	কঞ্চিপাড়া	ভাসার পাড়া, চন্দিয়া, ছাত্তার কান্দি, ভো্লদহ, হারডাঙ্গা, হোসেনপুর, জোরাবাড়ি, মদনের পাড়া, নোটিডাঙ্গা, রসুলপুর, কঞ্চিপাড়া, সৈয়দপুর।
	উড়িয়া	কাবিলপুর, কালাসোনা, রতনপুর, উড়িয়া।
	উদাখালী	বুড়াইল, সালিহা, হরিপুর, কাঠুর, সিংরিয়া, উদাখালী,

১.৩.৩. জনসংখ্যাঃ

ইউনিয়ন নং	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধী	মোট জনসংখ্যা	পরিবার / খানা	ভোটার
কঞ্চিপাড়া	১০১৭৭	১১১৯৮	৩০৪০	২১৯২	৪৬০	২৭০৬৭	৬৯৪৬	১৭৬০২
উড়িয়া	৬৩৫৫	৬৬২৮	২১৪৯	১২৯৬	৩০৭	১৭০৫৭	৪২৯৪	১০৫৭৮
উদাখালী	৯৪৭৭	১০৪৩১	২৮৫৯	১৯৭৪	৩০৪	২৫৩০৪	৬৩৭৭	১৬৯৮৮
গজারিয়া	৭৩৮৬	৭৫২২	২৩৫৭	১৩৭২	৪৬৪	১৯৩২২	৪৮৮৬	১১৩২৩
ফুলছড়ি	৯৩০৯	৮৮১২	৩৪৯০	১৫৯৬	২৭৪	২৪৯৩০	৫৫৪৪	১৪২০৭
এরেন্ডাবাড়ী	১০৪৭৭	১০৮৪৪	৩৯২৫	১৮৬১	৩২০	২৯০৭৬	৭০১২	১৬৩৩৮
ফজলুপুর	৮২০৭	৮০৬২	৩০৯৩	১৪২২	২৪৮	২২৫৭৮	৫৪৩০	১১৬০৯
মোট	**৫৮৫৭৮**	**৬০২৪৪**	**২০৯৯৭.৪**	**১১৫৭৩.৩**	**২৩১৪.৭**	**১৬৫৩৩৪**	**৪০৪৮৯**	**৯৮৬৪৫**

সোর্সঃ ভোটার সম্পকিত তথ্য প্রদানকারী মোঃ সাইদুর রহমান, উপজেলা নির্বাচন অফিস, ০১৭১৪৬৭৬৬৯৮।

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোরসংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননাথাকতে হবে

১.৪.১ অবকাঠামোঃ

বাঁধ:

ক্রঃ	ইউনিয়ন	কত কি.মি.	কোথা হতে কোথা পর্যন্ত	কোথায় বা কোন ওয়ার্ডে অবস্থিত	উচ্চতা	ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত বর্ননা
০১	কঞ্চিপাড়া	৩	**কঞ্চিপাড়া হতে হাড়ভাঙ্গা**	**৬ নং ও ৭ নং ওয়ার্ড**	**১২ ফিট**	বাঁধগুলো প্রবল বর্ষা এবং বন্যার কারণে বিভিন্ন স্থানে আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং নদী ভাঙ্গন এলাকার লোকজন এসে বাঁধের দুই ধারে বসতি গড়ে তোলায় বাঁধ অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
০২	উড়িয়া	২	উড়িয়া হতে গুনভরি	**১ নং ও ৩ নং ওয়ার্ড**	১১ ফিট	
০৩	উদাখালী	১	গুনভরি হতে সিংরিয়া	**৪ নং ওয়ার্ড**	১০ ফিট	
০৪	গজারিয়া	৫	কাতলামারী হতে গজারিয়া	**৬ নং ওয়ার্ড**	১১ ফিট	
০৫	ফুলছুড়ি	-	চর এলাকা	চর এলাকা	-	
০৬	এরেন্ডাবাড়ী	-	চর এলাকা	চর এলাকা	-	
০৭	ফজলুপুর	-	চর এলাকা	চর এলাকা	-	

স্লুইচ গেটঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়ন	কয়টি	কোথায় (ওয়ার্ড/গ্রাম) অবস্থিত	কোন নদী/খালের সংযোগস্থলে	কাজ করে কিনা	ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত বর্ননা
০১	কঞ্চিপাড়া	১	৬ নং ওয়ার্ড	ব্রক্ষপুত্র	হ্যাঁ	সুইচ গেটগুলো দীর্ঘ সময় ধরে মেরামত এবং রক্ষনাবেক্ষণর অভাবে অনেকটায় হুমকির মুখে। বর্ষা মৌসুমে (কঞ্চিবাড়ী ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার) বন্যার পানি যাতে খুব দূর্ত ঢুকে আবাদী জমির ফসল নষ্ট না করে, এবং এলাকার জানমালের ক্ষতি কম হয় এই দিক বিবেচনায় সুইচ গেটগুলো গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে।
০২	উড়িয়া	-	-	ব্রক্ষপুত্র	-	
০৩	উদাখালী	১	৪ নং ওয়ার্ড	ব্রক্ষপুত্র	হ্যাঁ	
০৪	গজারিয়া	১	৫ নং ওয়ার্ড	ব্রক্ষপুত্র	হ্যাঁ	
০৫	ফুলছড়ি	-	চর এলাকা	ব্রক্ষপুত্র	-	
০৬	এরেন্ডাবাড়ী	-	চর এলাকা	ব্রক্ষপুত্র	-	
০৭	ফজলুপুর	-	চর এলাকা	ব্রক্ষপুত্র	-	

ব্রীজঃ

ক্রঃ	ইউনিয়ন	কয়টি	কোথায় (ওয়ার্ড/গ্রাম) অবস্থিত	কোন নদী/খালের সংযোগস্থলে	কাজ করে কিনা	ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত বর্ননা
০১	কঞ্চিপাড়া	৩	বোয়ালমারী, গলাকাটি, চন্দিয়া	ব্রক্ষপুত্র	হ্যাঁ	বর্ষা এবং বন্যার কারণে বিভিন্ন স্থানে ব্রীজের দুই পাশ্বে আংশিক ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে। ব্রীজের সংযোগ রাস্তার দু ধারের মাটি বর্ষা ও বন্যা ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় যান-বাহন চলাচলের জন্য ঝিকিঁপূর্ণ হয়ে আছে। বর্ষা মৌসুমে (কঞ্চিপড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার) পানি নিস্কাশনে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে।
০২	উড়িয়া	২	উড়িয়া , কাটাছাড়া	ব্রক্ষপুত্র	হ্যাঁ	
০৩	উদাখালী	১১	গুনভরি-২,সিংরিয়া-৫, মসামারি-১, মাছের ভিটা-২, উদাখালী-১	ব্রক্ষপুত্র	হ্যাঁ	
০৪	গজারিয়া	১	গজারিয়া	ব্রক্ষপুত্র	হ্যাঁ	
০৫	ফুলছরড়	২	বাজে ফুলছরি, কালুরপাড়া	ব্রক্ষপুত্র	হ্যাঁ	
০৬	এরেন্ডাবাড়ী	২	আলগার চর, ভাটিয়াপাড়া	ব্রক্ষপুত্র	হ্যাঁ	
০৭	ফজলুপুর	১	পূর্ব খাটিয়ামারী	ব্রক্ষপুত্র	হ্যাঁ	

কালভার্ডঃ

ক্রঃ	ইউনিয়ন	কয়টি	কোথায় (ওয়ার্ড/গ্রাম) অবস্থিত	কোন নদী/ খালের সংযোগস্থলে	কাজ করে কিনা	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
০১	কঞ্চিবাড়ী	৪১	সমিতির বাজার-৫, বোয়ালমারী-৩, মদনেরপাড়া-৮, ভাটিয়াপাড়া-৫, চন্দিয়া-৩, কঞ্চিপাড়া-৩, সৈয়দপুর-৪, কঞ্চিপাড়া ইউপি রোড-৩, আনন্দবাজার রোড-৭	বিভিন্ন নালা, খাল রাস্তার পানি নিঃষ্কাশনে স্থাপন করা আছে।	হ্যাঁ	বর্ষা, বন্যার এবং মানুষের কারণে বিভিন্ন স্থানে কালভার্ডের দুই পাশ্বে আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বর্ষা মৌষমে (কঞ্চিবাড়ি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার) পানি নিস্কাশনে। গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে।
০২	উড়িয়া	১২	উড়িয়া-৫, মসামারি-৪, ভাটিয়াপাড়া-৩			
০৩	উদাখালী	২৭	গুনভরি-৮, সিংরিয়া-৬, উদাখালী বাজার রোড-৯, কাতলামারী-৪		হ্যাঁ	
০৪	গজারিয়া	৮	গজারিয়া-৩, বাউশি-৩, মাঝিপাড়া- ২		হ্যাঁ	
০৫	ফুলছরি	৫	খোলাবাড়ী-২, আদর্শগ্রাম-৩		হ্যাঁ	
০৬	এরেন্ডাবাড়ী	১২	হরিচন্ডি-২, আলগার চর-৫, জাামালপুর-৩, মোলস্নারচর-২		হ্যাঁ	
০৭	ফজলুপুর	১৬	দক্ষিণ খাটিয়ামারী-৪, খোলাবাড়ী-৩, নিশ্চিতপুর-২, পূর্ব খাটিয়ামারী-৫, গুচ্ছগ্রাম রোড-২		হ্যাঁ	

রাস্তাঃ

ক্রঃ	ইউনিয়ন	রাস্তা	কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত	উচ্চতা	কত কিলোমিটার বন্যা মুক্ত	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
০১	কঞ্চিপাড়া	পাকা রাস্তা	**সমিতির বাজার হতে বেরিবাধ পর্যন্ত ৮ কি.মি, চন্দ্রিয়া হতে একাডেমি ৫ কি.মি, সমিতির বাজার হতেআনন্দ বাজার ৩ কি.মি, সমিতির বাজার হতে মদনের পাড়া ৭ কি.মি, কঞ্চিপাড়া বাজার হতে বালাসি রোড ৫ কি.মি, কঞ্চিপাড়া বাজার হতে বেরিবাধ পর্যন্ত ৪ কি.মি,**	**৪ ফিট**	সব পাকা রাস্তাই বন্যামুক্ত	**বন্যা এবং বর্ষার কারণে কিছু এলাকার বাস্তার** দু ধারের মাটি ধ্বসে গিয়েছে।
		HBB রাস্তা	HBB রাস্তা নেই	-	-	
		কাচা রাস্তা	**ভাসার পাড়া হতে সাতার কান্দি ৩ কি,মি, রসুলপুর হতে কঞ্চিপাড়া ৩ কি.মি, জোরাবাড়ি হতে মদনের পাড়া ৩ কি,মি, ঘোলদহ হতে হার ভাংগা ৪ কি,মি, হোসেনপুর হতে জোরা বাড়ি ৫ কি,মি, ধনারপাড়া হতে কঞ্চিপাড়া ৪কি,মি, মদনের পাড়া হতে নটিডাংগা ৩ কি,মি,**	**৩.৫ ফিট**	২০ কি.মি রাস্তা **বন্যা** মুক্ত।	
০২	**উড়িয়া**	পাকা রাস্তা	**পাকা রাস্তা** উWরয়া ইউনিয়ন হেড কোয়াটার হতে কাতলা মারি বাজার ১ **কিলোমিটার।**	**৪ ফিট**	-	**চর এলাকা**
		HBB রাস্তা	HBB রাস্তা নেই	-	-	-
		কাচা রাস্তা	**উড়িয়া হতে রতনপুর ৫ কি.মি, রতনপুর কালাসোনা নদীর পাড় পর্যন্ত ৬ কি.মি, উড়িয়া হতে কাবিলপুর ৪ কি,মি,**	**৪ ফিট**	**সব পাকা রাস্তাই বন্যামুক্ত**	**চর এলাকা**
০৩	**উদাখালী**	পাকা রাস্তা	**উদাখালী ইউপি অফিস হতে বাদিয়াখালী ৭ কি.মি, উদাখালী বাজার হতে হাজিরহাট ৬ কি, মি, উদাখালী বটের তল হইতে বাঁধ পর্যন্ত ৫ কি.মি, উদাখালী বটের তল বোয়ালী সিমানা ৩ কি,মি, উদাখালী কালির বাজার হতে কঞ্চিপাড়া ইউপি সিমানা ৫ কি,মি,**	**৪ ফিট**	**সব পাকা রাস্তাই বন্যামুক্ত**	**বন্যা এবং বর্ষার কারনে কিছু এলাকার বাস্তার** দুধারের মাটি ধসে গিয়েছে।
		HBB রাস্তা	HBB রাস্তা নেই	-	-	
		কাচা রাস্তা	**বুরাইল হতে কাঠুর ৩ কি,মি, ছালুয়া হইতে চুনিয়া কান্দি ৭ কি,মি, হাজিরহাট হতে গুনভরি বাজার ২ কি,মি, হাজির হাট হতে সিংড়িয়া ৩ কি,মি, উদাখালী হতে মাছের ভিটা ৫ কি,মি, কাঠুর হতে হরিপুর ৬ কি,মি, বুড়াইল হতে ছালুয়া ৬ কি,মি**			
০৪	**গজারিয়া**	পাকা রাস্তা	**ফুলছরি কলেজ হতে ভরত খালী ইউপি সিমানা ৩ কি,মি, ভরতখালী ইউপি সিমানা হইতে কাতলামারি ৩ কি,মি.**	**৪ ফিট**	**সব পাকা রাস্তাই বন্যামুক্ত**	**বন্যা এবং বর্ষার কারনে কিছু এলাকার বাস্তার** দুধারের মাটি ধসে গিয়েছে।
		HBB রাস্তা	HBB রাস্তা নেই	-	-	
		কাচা রাস্তা	**কাতলামারি হতে ফুলছরি ৬ কি,মি, গজারিয়া হতে বাউশি পর্যন্ত ৩ কি,মি, কাতলামারি হতে বাড়াইকান্দি ৪ কি,মি,**		**১২ কিমি রাস্তা বন্যামুক্ত**	
০৫	**ফুলছড়ি**	পাকা রাস্তা	**বাজে ফুলছরি হতে টেংরাকান্দি বাজার ৩ কি,মি**	**৫ ফিট**	**সব পাকা রাস্তাই বন্যামুক্ত**	**বন্যা এবং বর্ষার কারনে কিছু এলাকার বাস্তার** দুধারের মাটি ধসে গিয়েছে।
		HBB রাস্তা	HBB রাস্তা নেই	-	-	
		কাচা রাস্তা	**বাজে ফুলছরি হতে পেপুলিয়ার চর ২ কি,মি, নদীরঘাট হতে টেংরাকান্দি মাদ্রাসার রোড ৪ কি,মি, এম,এ সবুর মাদ্রাসা হতে পারুল ২ কি,মি, টেংরাকান্দি হতে হানিফ মেম্বরের বাড়ী ৫ কি,মি, বাজে ফুলছরি হইতে কালুপাড়া পর্যন্ত ৫ কি,মি**	**৪ ফিট**	**৬ কিমি রাস্তা বন্যামুক্ত**	
০৬	**ফজলুপুর**	পাকা রাস্তা	**নাই**	**-**	**-**	**চর এলাকা**
		HBB রাস্তা	HBB রাস্তা নেই	-	-	-

ক্রঃ	ইউনিয়ন	রাস্তা	কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত	উচ্চতা	কত কিলোমিটার বন্যা মুক্ত	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
		কাচা রাস্তা	খাটিয়ামারি বাজার হতে দক্ষিণ খাটিয়ামারি ঘাট পর্যন্ত ৪ কি,মি, খাটিয়ামারি বাজার হতে নিশ্চিতপুর ৫ কি,মি, গুচ্ছগ্রাম হইতে হাসমত মেম্মরের বাড়ী ৩ কি,মি, খাটিয়ামারি বাজার হতে আনসার মেম্বরের বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে ঘাট ৪ কি,মি,	৪ ফিট	সব কাচাঁ রাস্তাই বন্যায় প্লাবিত হয়	চর এলাকা
০৭	এরেন্ডাবাড়ী	পাকা রাস্তা	এরেন্ডাবাড়ী হতে দেওয়ানগঞ্জ সিমানা পর্যন্ত ৪ কি,মি,	৪ ফিট	সব রাস্তাই বন্যায় প্লাবিত হয়	চর এলাকা
		HBB রাস্তা	HBB রাস্তা নেই	-	-	-
		কাচা রাস্তা	এরেন্ডাবাড়ী বাজার হতে জিগাবাড়ী পর্যন্ত ৫ কি,মি, আন্দবাড়ী হতে এরেন্ডাবাড়ী ৪ কি,মি, আলগার চর হতে জিয়াডাঙ্গা ৪ কি,মি, ডাকাতিয়ার চর হতে ভাটিয়াপাড়া ৫ কি,মি, হরিচন্ডি হতে ৬ নং হরিচন্ডি ৪ কি,মি, আনন্দ পুর হতে চর মোহন ৩ কি,মি, চরমোহন হতে সন্ন্যাসীর চর ৩ কি,মি	৪ ফিট	সব কাচাঁ রাস্তাই বন্যায় প্লাবিত হয়	চর এলাকা

সেচব্যবস্থা ঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	কয়টি গভীর নলকুপ	হস্ত চালিত নলকুপ	শ্যালো ম্যাশিনের সংখ্যা	সেচ ব্যাবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ননা
০১	কঞ্চিবাড়ী	৭	৬২৩৫	২৫০	ফুলছড়ি, এরেন্ডাবাড়ী, ফজলুপুর ইউনিয়ন গুলো চর এলাকায় হওয়ায় এখানে কোন গভীর নলকুপ নেই। বাকি সবগুলোর সেচ ব্যবস্থা সচল আছে।
০২	উড়িয়া	২	৪৫৩০	১১৫	
০৩	উদাখালী	৬	৫২৫০	১৭৫	
০৪	গজারিয়া	৪	৫১২০	২২০	
০৫	ফুলছড়ি	-	৪২৩৫	১৫০	
০৬	এরেন্ডাবাড়ী	-	৬৫২৩	২৭৫	
০৭	ফজলুপুর	-	৫৬২০	২৬৫	
	মোট	১৯			

হাটবাজারঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	হাট-বাজারের সংখ্যা	কবে হাট বসে	দোকান সংখ্যা	সমিতির সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
০১	কঞ্চিবাড়ী	৬	শনি ও মঙ্গলবার	২৭৫	২	দৈনিন্দন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যসামগ্রী যেমন চাল-ডাল, তৈল লবণ, শুকনো খাবার চিড়া, গুর, মুড়ি ইত্যাদি পাওয়া যায়। গৃহনিমাণ সামগ্রী ও ঔষধ-পত্র পাওয়া যায়।
০২	উড়িয়া	৩	বাজার প্রতিদিন বসে	১৪৫	৩	
০৩	উদাখালী	৫	বাজার প্রতিদিন বসে	২৩০	২	
০৪	গজারিয়া	৩	শনিবার হাট ও বাজার প্রতিদিন বসে	২২০	২	
০৫	ফুলছড়ি	২	বাজার প্রতিদিন বসে	১৫০	৩	
০৬	এরেন্ডাবাড়ী	২	বাজার প্রতিদিন বসে	১৭৫	১	
০৭	ফজলুপুর	১	বাজার প্রতিদিন বসে	১২০	১	

১.৪.২ সামাজিক সম্পদঃ

ঘরবাড়িt

ক্রঃ	ইউনিয়নের নাম	ঘর	কি কি দিয়ে তৈরী	মোট সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
০১	কঞ্চিবাড়ী	পাকা	ইট,সিমেন্ট, রড, বালু, কাঠ	২৩০	ফুলছুড়ি উপজেলার মোট ঘরবাড়ীর সংখ্যা প্রায় ৮০২০০ (আশি হাজার দুইশত) তার মধ্যে ২৫% ভাগ ঘরবাড়ী পাকা ৩০% ভাগ ঘর আধা পাকা এবং ৪৫% ভাগ ঘরবাড়ী কাচা। কাচা ঘরবাড়ী গুলো চর এলাকায় বেশী পাকা এবং আধা পাকা ঘরগুলো স্থায়ী বসতি এলাকায়।
		আধা পাকা	ইট,সিমেন্ট, রড, বালু, কাঠ ও টিন	৩০৫০	
		কাচা	টিন, কাঠ, বাশঁ, ছন, খর ইত্যাদি	৫৩১৫	
০২	উড়িয়া	পাকা	ইট,সিমেন্ট, রড, বালু, কাঠ	১০	
		আধা পাকা	ইট,সিমেন্ট, রড, বালু, কাঠ ও টিন	১৮৫০	
		কাচা	টিন, কাঠ, বাশঁ, ছন, খর ইত্যাদি	৩২৫০	
০৩	উদাখালী	পাকা	ইট,সিমেন্ট, রড, বালু, কাঠ	১৮৫	
		আধা পাকা	ইট,সিমেন্ট, রড, বালু, কাঠ ও টিন	২৩৫৬	
		কাচা	টিন, কাঠ, বাশঁ, ছন, খর, ইত্যাদি	৪২৩৬	
০৪	গজারিয়া	পাকা	ইট,সিমেন্ট, রড, বালু, কাঠ	১৫	
		আধা পাকা	ইট,সিমেন্ট, রড, বালু, কাঠ ও টিন	১৭৮৩	
		কাচা	টিন, কাঠ, বাশঁ, ছন, খর ইত্যাদি	৩৬০২	
০৫	ফুলছড়ি	পাকা	ইট,সিমেন্ট, রড, বালু, কাঠ	-	
		আধা পাকা	ইট,সিমেন্ট, রড, বালু, কাঠ ও টিন	-	
		কাচা	টিন, কাঠ, বাশঁ, ছন, খর ইত্যাদি	৬২৩০	
০৬	এরেন্ডাবাড়ী	পাকা	ইট,সিমেন্ট, রড, বালু, কাঠ	-	
		আধা পাকা	ইট,সিমেন্ট, রড, বালু, কাঠ ও টিন	-	
		কাচা	টিন, কাঠ, বাশঁ, ছন, খর ইত্যাদি	৫৭৮২	
০৭	ফজলুপুর	পাকা	ইট,সিমেন্ট, রড, বালু, কাঠ	-	
		আধা পাকা	ইট,সিমেন্ট, রড, বালু, কাঠ ও টিন	-	
		কাচা	টিন, কাঠ, বাশঁ, ছন, খর ইত্যাদি	৫৯৮২	

পানি ০ঃ

ক্রঃ	ইউনিয়নের নাম	খাবার পানির উৎস	নলকুপের সংখ্যা	ভাল নলকুপ সংখ্যা	বন্যা লেভেলে র উপরে সংখ্যা	বন্যার সময় কতগুলো ব্যবহার উপযোগী থাকে	কত শতাংশ লোক নলকুপের পানি ব্যবহার করে	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
০১	কঞ্চিবাড়ী	নলকুপ	৬২২০	৬২০৩	৫২০৩	৫২০৩	৯৫%	খাবার পানি এ এলাকায় প্রধান উৎস নলকুপ জন**স্বাস্থ্য** এবং উপজেলা পরিসংখ্যান দপ্তর অনুযায়ী ৩৭৬৬৫ নলকূপের প্রায় ৩৭৫০০ টি নলকুপ ভাল আছে। বাকী ১৬৫ টি নলকুপ নষ্ট ৩০২০০ টি নলকুপ বন্যা লেভেলের উপর আছে বাকী ৭৩০০ টি নলকুপ চর অঞ্চলে হওয়ায় বন্যার পানি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেলে নলকুপ গুলো পানির নিচে তলিয়ে যায়। প্রায় ৯৫% ভাগ অধিবাসী নলকুপ এর পানি ব্যবহার করে।
০২	উড়িয়া	নলকুপ	৪৩০১	৫৪৮৫	৪১২০	৪১২০	৯৫%	
০৩	উদাখালী	নলকুপ	৪৯৮৯	৪২৯০	৪০২০	৪০২০	৯৫%	
০৪	গজারিয়া	নলকুপ	৫৫৯৩	৪৯৭৮	৪৩০০	৪৩০০	৯৫%	
০৫	ফুলছরি	নলকুপ	৫১৮২	৫৫৮০	৪০০১	৪০০১	৯৫%	
০৬	এরেন্ডাবাড়ী	নলকুপ	৫৮৭৩	৫১৭৬	৪৪০৬	৪৪০৬	৯৫%	
০৭	ফজলুপুর	নলকুপ	৫৫০৭	৫৭৮৮	৪১৫০	৪১৫০	৯৫%	
	মোট		**৩৭৬৬৫**	**৩৭৫০০**	**৩০২০০**		**৯৫%**	

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সংখ্যা	বন্যা লেভেলের উপরে সংখ্যা	বন্যার সময় কতগুলো ব্যবহার উপযোগী থাকে	কত শতাংশ অধিবাসি স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করে	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
০১	কঞ্চিবাড়ী	৬২৮২	৪৪৬০	৪৪৬০	৯১%	ফুলছুড়ি উপজেলায় **স্বাস্থ্য** সম্মত পায়খানা মোট ৩৬৯৭৪ এর মধ্যে বন্যা লেভেলের উপর শত করা ৭১% ভাগ বাকী ২৯% ভাগ বন্যা লেভেলের নীচে। বন্যার সময় ব্যবহার হয় ২৬২৫১ টি। মোট ৯১.১৫% ভাগ লোক পায়খানা ব্যবহার করে।
০২	উড়িয়া	৪১১১	২৯১৯	২৯১৯	৯০%	
০৩	উদাখালী	৫২০০	৩৬৯২	৩৬৯২	৮৫%	
০৪	গজারিয়া	৫৩০০	৩৭৬৩	৩৭৬৩	৯১%	
০৫	ফুলছরি	৪৮৯০	৩৪৭২	৩৪৭২	৭৫%	
০৬	এরেন্ডাবাড়ী	৬০২০	৪২৭৪	৪২৭৪	৮৫%	
০৭	ফজলুপুর	৫১৭১	৩৬৭১	৩৬৭১	৭০%	
মোট		৩৬৯৭৪	৬২২৫১	২৬২৫১	৯১.১৫%	

তথ্য সোর্সঃ ইউপি সচিব, কঞ্চিপাড়া -০১৭২৭৯৮৯৩৫৬, ফুলছরি-০১৭১৮৭৫৭০৪০, ফজলুপুর-০১৭২০১৫৫৮৩৩ এরেন্ডাবাড়ী -০১৯১৬৫১০৪৮৪, উড়িয়া, উদাখালী, গজারিয়া,

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / পাঠাগারঃ

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান / ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
কলেজ	চন্দিয়া মহিলা কলেজ	১৪০	০৭	কঞ্চিপাড়া	না
	ফুলছড়ি ডিগ্রী কলেজ	৭০০	৩০	গজারিয়া	হ্যা
	বড়াইল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ	১৫০০	৫০	উদাখালী	না
মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়	কঞ্চিপাড় এম এ ইউ একাডেমী	৭১৪	১৩	কঞ্চিপাড়া	না
	কঞ্চিপাড়া এন এইচ এ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৪৭৭	১২	কঞ্চিপাড়া	না
	সৈয়দপুর দ্বি মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	৪০৭	১৩	কঞ্চিপাড়া	না
	মানিক কোড় জোর উচ্চ বিদ্যালয়	২৪৯	১০	কঞ্চিপাড়া	না
	ছালুয়া ফজলেরাব্বী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৩৪৮	১২	উদাখালী	না
	উদাখালী হাইস্কুল	৪১২	১২	উদাখালী	না
	উদাখালী আর্দশ বালিকা উচ্চ বিদ্যাঃ	২৪০	১৩	উদাখালী	না
	গলাকাটি দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	৫৪৫	১৯	উদাখালী	না
	ফুলছুড়ী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	৭২৩	১৩	গজারিয়া	না
	জমিলা আক্তার উচ্চ বিদ্যালয়	৪৫৩	১৩	গজারিয়া	না
	গুনভূরী দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	৬৯২	১৩	উড়িয়া	না
	চন্দনস্বর উচ্চবিদ্যালয়	১৯৩	০৪	ফজলুপূর	হ্যা
	জিয়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	৩২৩	১১	এরেন্ডাবাড়ী	না
	হরিচন্ডি উচ্চ বিদ্যালয়	৩৭৭	০৯	এরেন্ডাবাড়ী	না
	আলগারচর বলিকা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১১৭	০৪	এরেন্ডাবাড়ী	না
মাদ্রাসা	কঞ্চিপাড় খবিরিয়া আলিম মাদ্রাসা	১৩৯	১৫	কঞ্চিপাড়া	না
	দক্ষিন বুড়াইল আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা	৩৬৯	১৫	উদাখালী	না
	ফুলছড়ি সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা	৩০১	১৮	গজারিয়া	না
	টেংরাকান্দি এম এ সবুর দাখিল	৫০৯	১২	ফুলছুড়ি	না

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান / ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	মাদ্রাসা				
	উড়িয়া চিকির পটল রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩৪৩	১২	উড়িয়া	না
	রতনপুর রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৪৮	১৪	উড়িয়া	না
	ঘাটিয়ামারী নাজাতিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৩২	০৭	ফজলুপূর	হ্যা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কঞ্চিপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩৮	৭	কঞ্চিপাড়া ৫ নং ওয়ার্ড	না
	মদনের পাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩৯	৮	কঞ্চিপাড়া ১ নং ওয়ার্ড	না
	গৌরিপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২৩২	৬	কঞ্চিপাড়া ৬ নং ওয়ার্ড	না
	চন্দিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩২৬	৭	কঞ্চিপাড়া ৩ নং ওয়ার্ড	না
	কঞ্চিপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৪৪৮	৫	পূঃ কঞ্চিপাড়া ৬ নং ওয়ার্ড	না
	রসুলপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩৯	৭	উড়িয়া ৬ নং ওয়ার্ড	না
	সৈয়দপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩০১	৬	কঞ্চিপাড়া ৯ নং ওয়ার্ড	না
	কাইয়ার ঘাট সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৮৮	৪	কঞ্চিপাড়া ৬ নং ওয়ার্ড	না
	হাড়ডাঙ্গা সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৮৬	৪	১ নং উজালডাঙ্গা	না
	নাপিতের হাট সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৫০১	৯	উদাখালী ৬ নং ওয়ার্ড	না
	মাছের ভিটা সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২৩৩	৬	উদাখালী ৪ নং ওয়ার্ড	না
	গলাকাটি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৪০৪	৭	উদাখালী ১ নং ওয়ার্ড	না
	উদাখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৪১২	৮	উদাখালী ৮ নং ওয়ার্ড	না
	সিংরিয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২৯১	৬	উদাখালী ৯ নং ওয়ার্ড	না
	কাটুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৪৬	৪	উদাখালী ৫ নং ওয়ার্ড	না
	কাবিলপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩০৯	৬	৩ নং ওয়ার্ড উড়িয়া	না
	উড়িয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২৭০	৪	১ নং ওয়ার্ড উড়িয়া	না
	গুনভ্থরী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৪০২	৮	৫ নং ওয়ার্ড উড়িয়া	না
	রতনপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৪০	৪	৩ নং ওয়ার্ড উড়িয়া	না
	কালাসোনা সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৬৪	৪	৮ নং ওয়ার্ড উড়িয়া	না
	গজারিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৪০	৫	৪ নং ওয়ার্ডং উড়িয়া	না
	নবাবগঞ্জ সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩০৪	৫	৪ নং ওয়ার্ড কাতলামারী	না
	আংগারীদহ সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৬৪	৫	৫ নং ওয়ার্ড কটকগাছা	না
	বড়াইকান্দি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৪৬	৪	৪ নং ওয়ার্ড কটকগাছা	না
	ঝানঝাইর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৩১	৪	২ নং ওয়ার্ড গজারিয়া	না
	জামিরা সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২২৩	৪	৯ নং ওয়ার্ড ফুলছুড়ী	না
	সরদারের চর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১১৮	৬	৬ নং ওয়ার্ড ফুলছুড়ী	না
	ফুলছুড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৭৪	৪	৫ নং ওয়ার্ড ফুলছুড়ী	না
	ঘোলাবাড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৭২	৪	৩ নং ওয়ার্ড টেংরাকান্দি	না
	পারুল সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৮১	৬	৫ নং ওয়ার্ড ফুলছুড়ী	না
	এরেন্ডাবাড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২০১	৫	৮ নং ওয়ার্ড হরিচন্ডি-এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	কাবিলপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৮৪	৪	১ নং ওয়ার্ড ফজলুপুর	হ্যা
	কৃষ্ণমনি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৩০	৪	৪ নং ওয়ার্ড ফজলুপুর	না
	চৌমহন সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৮৯	২	২ নং ওয়ার্ড ফজলুপুর	না
	হেলেঞ্চ সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১২০	৩	৯ নং ওয়ার্ড উড়িয়া	না
	খাটিয়ামারি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৮৩	৪	৭ নং ওয়ার্ড ফজলুপুর	না

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান / ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	জিগাবাড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩১৩	৬	২ নং ওয়ার্ড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	আলগার চর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২৪১	৪	৩ নং ওয়ার্ড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	পঃ জিয়াবাড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৭০	৩	১ নং ওয়ার্ড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	কিসামতধালী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৬৭	৪	৬ নং ওয়ার্ড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	উঃ হরিচন্ডি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১১৭	৪	৭ নং ওয়ার্ড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	কেতকির হাট সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২৭৫	৬	৪ নং ওয়ার্ড কঞ্চিপাড়া	না
	ছাতারকান্দি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৮০	৪	৪ নং ওয়ার্ড কঞ্চিপাড়া	না
	কাতলামারী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৪৩	৬	১ নং ওয়ার্ড গজারিয়া	না
	মধ্যম কঞ্চিপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৬০	৪	৫ নং ওয়ার্ড কঞ্চিপাড়া	না
	সন্যাষির চর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৫২	৩	৬ নং ওয়াড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
					-
	বাউশি বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৫৩	৪	৯ নং ওয়াড ফুলছুড়ী	না
	বাজে ফুলছুড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২১০	৪	১নং ওয়াড ফুলছুড়ী	না
	দেলুয়াবাড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২৭০	৪	৮নং ওয়াড ফুলছুড়ী	হ্যা
	চরবোমহন সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৭৪	৪	৫নং ওয়াড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	আলগারচর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২২৪	৪	৩নং ওয়াড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	আনন্দবাড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৩১	৪	৫নং ওয়াড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	দঃ বড়াইল সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৬৭	৪	৩নং ওয়াড উদাখালী	না
	তিন থোবা সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩৪	৪	৯নং ওয়াড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	পূঃ উদাখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৭৪	৪	৫নং ওয়াড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	হরিপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৯৮	৪	৪নং ওয়াড উদাখালী	না
	জিয়াডাঙ্গা সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৯৪	৪	৬নং ওয়াড গজারিয়া	না
	ঘাটুরিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৯৮	৪	৩নং ওয়াড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	হরিপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৯৮	৪	৮নং ওয়াড উদাখালী	না
	মাঝিরঘাট সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১১৫	৪	৬নং ওয়াড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	গাবগাছি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২২৪	৪	৭নং ওয়াড ফুলছুড়ী	হ্যা
	নিলের ভিটা সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২১৫	৪	৪নং ওয়াড উদাখালী	না
	দঃ উদাখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৫৩	৪	৮নং ওয়াড উদাখালী	না
	দঃ চন্দীয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৫৩	৪	৩নং ওয়াড কঞ্চিপাড়া	না
	ভাষারপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৬০	৪	৮নং ওয়াড কঞ্চিপাড়া	না
	কালুর পাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৬৫	৪	১নং ওয়াড ফুলছুড়ী	না
	মিংরিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৫৫	৪	৯নং ওয়াড ফুলছুড়ী	না
	দঃ কাঠুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৫২	৪	৫নং ওয়াড উদাখালী	না
	বোচার বাজার সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৮৮	৪	১নং ওয়াড উদাখালী	না
	ডাকাতিয়ার চর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৬২	৪	৪নং ওয়াড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	ঘনারপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৪৭	৪	২নং ওয়াড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	পূর্ব কাবিরপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৯৪	৪	৯নং ওয়াড উড়িয়া	না
	দঃ রতনপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৫১	৪	৭নং ওয়াড উড়িয়া	না
	হোসেনপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৫৩	৪	২নং ওয়াড কঞ্চিপাড়া	না
	পূর্ব ছালুয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৭৫	৪	৫নং ওয়াড উদাখালী	না
	দঃ কৃষ্ণমনি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৫৬	৪	৯নং ওয়াড ফজলুপুর	না
	মোনহরপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২০০	৪	৩নং ওয়াড ফজলুপুর	না
	ঘোলদহ সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৯২	৪	৯নং ওয়াড কঞ্চিপাড়া	না
	পূঃ ঘাটিয়ামারি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২৯৫	৪	৫নং ওয়াড ফজলুপুর	না
	দঃ কাবিলপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৬০	৪	৮নং ওয়াড ফজলুপুর	না

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান / ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	দঃ ঘাটিয়ামারী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৪১	৪	৮নং ওয়াড ফজলুপুর	না
	চৌধুরীপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৬১	৪	২নং ওয়াড উড়িয়া	না
	উঃ ঘাটিয়ামারি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৩৩৩	৪	৬নং ওয়াড ফজলুপুর	না
	চরমোহন সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৮৬	৪	৫নং ওয়াড ফজলুপুর	না
	হরিচন্ডি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৯৬	৪	৭নং ওয়াড ফজলুপুর	না
	উঃ চরমোহন সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৭৪	৪	৫নং ওয়াড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	দঃ স্যামিরচর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৮৩	৪	৩নং ওয়াড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	কাউয়াবাধাঁ সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৮৪	৪	২নং ওয়াড ফজলুপুর	না
	পাগলারচর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২১৫	৪	৯নং ওয়াড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	দঃ হরিচন্ডি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৬০	৪	৭নং ওয়াড এ্যারেন্ডাবাড়ী	না
	ভাটিয়াপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২৩৪	৪	৫নং ওয়াড এ্যারেন্ডাবাড়ী	

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মসজিদ / মন্দির / গীর্জ	সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
	কঞ্চিপাড়া ১নং ওয়ার্ড।	**মসজিদ**	৫	পূর্ব মদনের পাড়া, পশ্চিম মদনের পাড়া, উত্তর মদনের পাড়া, দক্ষিণ মদনের পাড়া, মধ্য মদনের পাড়া,	
	কঞ্চিপাড়া ২নং ওয়ার্ড	**মসজিদ**	৩	হোসেনপুর, দক্ষিণ হোসেনপুর, ধনারপাড়া ।	
	কঞ্চিপাড়া ৩নং ওয়ার্ড	**মসজিদ**	৩	চন্দিয়া, ব্যাপারী পাড়া, হানিফ পাড়া,	
	কঞ্চিপাড়া ৪নং ওয়ার্ড	**মসজিদ**	৪	দক্ষিন কঞ্চিপাড়া, (কেতকির হাট), দক্ষিণ কঞ্চিপাড়া, টিয়ালার, দক্ষিন কঞ্চিপাড়া, ভাড়ারদহ, দক্ষিন কঞ্চিপাড়া, কারাদও	
	কঞ্চিপাড়া ৫নং ওয়ার্ড ।	**মসজিদ**	৬	কঞ্চিপাড়া মিয়া বাড়ী, কঞ্চিপাড়া সাদা মাষ্টারের, বাড়ী, কঞ্চিপাড়া খামার বাড়ী কঞ্চিপাড়া, রোজার ভিটা, পূর্ব কঞ্চিপাড়া মনি কবিরাজ এর বাড়ী, পূর্ব কঞ্চিপাড়া মতিয়ার মেম্বর এর বাড়ী।	
	কঞ্চিপাড়া ৬নং ওয়ার্ড	**মসজিদ**	৯	পূর্ব কঞ্চিপাড়া খলাইহারা, পূর্ব কঞ্চিপাড়া রেইল গেট, কাইয়ার হাট মধ্য কঞ্চিপাড়া দারগার বাড়ী, মধ্য কঞ্চিপাড়া, মন্ডলের পাড়া, উত্তর কঞ্চিপাড়া মৎস্য জীবি একাডেমি, কঞ্চিপাড়া মৎস্য জীবি,	
	কঞ্চিপাড়া ৭নং ওয়ার্ড	**মসজিদ**	৮	ছাতার কান্দি, ছাড়ো ডাঙ্গা, দক্ষিন রসুলপুর, পূর্ব পরিত্যক্ত ওয়াবদা বাঁধ,পাকা রাস্তা সংলগ্ন ইব্রাহীম এর বাড়ী, বালাসী রোড চৌরাস্তা মোড় পশ্চিম রসুলপুর, পাকা রাস্তা উত্তর পার্শে কবরস্থানে, দবির মেম্বার এর বাড়ী, পূর্ব ভাষার পাড়া সরকার বাড়ী, মধ্য ভাষার পাড় চেয়ারম্যান এর বাড়ী, উত্তর ভাষার পাড়া,	
	কঞ্চিপাড়া	**মন্দির**	৮	মদনেরপাড়া-৩, কেতকির হাট-১, কঞ্চিপাড়া-৩	
	উড়িয়া	**মসজিদ**	৩১	বিভিন্ন ওয়ার্ডে অবস্থিত-কাবিলপুরে ৭, নয়ান, সাত আনা, রেজা মেম্বর এর বাড়ী জোকার পাড়া আব্দুর রহমানের বাড়ী দঘির পাড়া, আ: রহমানের বাড়ী মশামারী, দারুস সালাম, কালাসোনা, কাবিলপুর , রতনপুর গরাইমারী, নাটিডাঙ্গা, দ: রতনপুর, আকন্দ পাড়া, গুনভরি,কালিয়া পড়া, কাটাদ্দারা, মুন্সীর ভিটা দাতিয়া ভিটা কালাসোনা , বিবু মেম্বরের বাড়ী, গুচ্ছ গ্রাম, কাবিলপুর ১নং, কাবলপুর ২নং কাবিলপুর গুচ্ছ গ্রাম, কাবিলপুর নুরনবীর বাড়ী, কালাসোনা এনতাজের	

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মসজিদ / মন্দির / গীর্জা	সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
				বাড়ী,	
		মন্দির	০১	রতনপুর	
	উদাখালী	মসজিদ	৪৫	বরাইল, ছালুয়া, হরিপুর, সিংড়িয়া, উদাখালী, বটের ভিটা, সারিয়াকান্দি, দ: কাঠুর, সারিয়াকান্দি, জোর ভিটা, বটের ভিটা বিভিন্ন ওয়ার্ডসহ উল্লেখিত জায়গার মসজিদ অবস্থিত।	
		মন্দির	৪	হরিপুর, কালির বাজার, নাপিতের হাট,প: ছালুয়া	
	গজারিয়া	মসজিদ	২১	গলনা, জিয়াডাঙ্গা, কাতলামারী, বাড়াইকান্দি,	
		মন্দির	৯	বসুনধরা -১, ফুলছড়ি- ২, বালুচর-২, নীলকুটি, নবাবগঞ্জ-১, কাতলামারী-১।	
	ফুলছড়ি	মসজিদ	৩৩	টেংরাকান্দি, সবুর নগর, পেপুলিয়া, পারুল, গাবগাছি, খঞ্চাপড়া	
		মন্দির		মন্দির নাই	
	এরেন্ডাবাড়ী	মসজিদ	৬৩		
		মন্দির		মন্দির নাই	
	ফজলুপুর	মসজিদ	৪৫	খাটিয়ামারিতে ২৮ টি মসজিদ কোচখালী, উজালের ডাঙ্গা, কাইয়াবাধা, চৌমহন , প: নিশ্চিন্তপুর, কৃষ্ণমনি, খাটিয়ামারী, নিশ্চিন্তপুর, চন্দনস্বর, চৌমহন, প্রভৃতি এলাকায় অবস্থিত্	
		মন্দির		মন্দির নাই	

ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ্)ঃ

ক্রঃ	ইউনিয়নের নাম	সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত এবং কয়টি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা (এখানে ঈদগাহ্র নাম উল্লেখ করা হল)
১	কণ্চিপাড়া	১০	মদনের পাড়া-১, হোসেনপুর-১, কেতকির হাট-১, কণ্চিপাড়া-২, সারিয়াকান্দি-১, রসুলপুর-২,	মদনের পাড়া ঈদগাহ মাঠ, হোসেনপুর তেতুলতলা ঈদগাহ মাঠ, চন্দিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠ, কেতকির হাট ঈদগাহ মাঠ, মধ্য কণ্চিপাড়া ঈদগাহ মাঠ, পূর্ব কণ্চিপাড়া ঈদগাহ মাঠ, সারিয়াকান্দি ঈদগাহ মাঠ, রসুলপুর ঈদগাহ মাঠ, ঘোলদহ ঈদগাহ মাঠ, রসুলপুর ঈদগাহ মাঠ ।
২	উড়িয়া	৮	কাঠুর-১, দাড়িয়ার ভিটা-১, কালাসোন-৩, গুনভরি-১, হাজীর ভিটা-১, কাবিলপুর-১	কাঠুর ঈদগাহ মাঠ, দাড়িয়ার ভিটা ঈদগাহ মাঠ, কালাসোন ঈদগাহ মাঠ, গুনভরি ঈদগাহ মাঠ, হাজীর ভিটা ঈদগাহ মাঠ, চর কালাসোনা ঈদগাহ মাঠ, চর কালাসোনা এন্তাজ মুন্সীর বাড়ীর ঈদগাহ মাঠ, দক্ষিণ কাবিলপুর ঈদগাহ মাঠ।
৩	উদাখালী	৭	ছালুয়া-১, করতীকুড়া-১, গলাকাটি-১, উদাখালী-১, সিংড়িয়া-১, মাছের ভিটা -১, কালির বাজার-১	প: ছালুয়া কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ, করতীকুড়া ঈদগাহ মাঠ, গলাকাটি ঈদগাহ মাঠ, উদাখালী ঈদগাহ মাঠ, সিংড়িয়া ঈদগাহ মাঠ, মাছের ভিটা ঈদগাহ মাঠ, কালির বাজার ইদগাহ মাঠ।
৪	গজারিয়া	৮	বাউসী-১, গলনা-১, কটোকগাছা-১, জিয়াডাঙ্গা-১, বাড়াইকান্দি-১, মিয়াপাড়া-১, কাদেচুরা-১, কাতলামারী-১	বাউসী ঈদগাহ মাঠ, গলনা ঈদগাহ মাঠ, কটোকগাছা ঈদগাহ মাঠ, জিয়াডাঙ্গা ঈদগাহ মাঠ, বাড়াইকান্দি ঈদগাহ মাঠ, মিয়াপাড়া ঈদগাহ মাঠ, কাদেচুরা ঈদগাহ মাঠ, কাতলামারী ঈদগাহ মাঠ।
৫	ফুলছড়ি	৮	টেংরাকান্দি-১, পিপুলিয়া-১, পারুল-১, গাবগাছি-২ ও অন্যান্য স্থানে।	টেংরাকান্দি ঈদগাহ মাঠ, পিপুলিয়া ঈদগাহ মাঠ, পূর্ব পারুল ঈদগাহ মাঠ, আলী আকবর এর বাড়ী সামনে ঈদগাহ মাঠ, ছালামের বাড়ীর সামনে ঈদগাহ মাঠ, আ: জোববারের বাড়ী সামনে ঈদগাহ মাঠ, পূর্ব গাবগাছি ঈদগাহ মাঠ, পশ্চিম গাবগাছি ঈদগাহ মাঠ
৬	এরেন্ডাবাড়ী	১৬	ধলিপাটাধোয়া , জিগাবাড়ী, আলগার চর, ভাটিয়াপাড়া,	ধলিপাটাধোয়া সরকারী বি: ঈদগাহ মাঠ, জিগাবাড়ী হাফিজিয়া মাদ্রাসা ঈদগাহ মাঠ, আলগার চর সরকারী প্রা: বি: ঈদগাহ মাঠ, প: আলগার চর

ক্রঃ	ইউনিয়নের নাম	সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত এবং কয়টি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা (এখানে ঈদগাহ্র নাম উল্লেখ করা হল)
			আনন্দ বাড়ী, মা গরিঘাট,	জামে মসজিদ ঈদগাহ মাঠ, মজিদের বাড়ীর সামনে ঈদগাহ মাঠ, ভাটিয়াপাড়া বে:স:প্রা:বি: ঈদগাহ মাঠ, হারুন **মেম্বর** এর বাড়ী ঈদগাহ মাঠ, আনন্দ বাড়ী স:প্রা:বি: ঈদগাহ মাঠ, কাদের সাহেবের বাড়ী পার্শ্বে ঈদগাহ মাঠ, শাহজাহানের বাড়ী সামনে ঈদগাহ মাঠ, নছেরের বাড়ী সামনে ঈদগাহ মাঠ, মাগরিঘাট বে:প্রা: ঈদগাহ মাঠ, আব্দুল আলিম হরিচন্দি হাইস্কুল মাঠ ঈদগাহ মাঠ, এরেন্ডবাড়ী স:প্রা:বি: ঈদগাহ মাঠ, আমিনুল **মেম্বর** এর বাড়ীর পার্শ্বে ঈদগাহ মাঠ, তিনথোপা স:প্রা:বি: ঈদগাহ মাঠ
৭	ফজলুপুর	১১	কৃষ্ণমনি-১, খাটিয়ামারী-৮, কাইয়াবাঁধা-১, চৌমহন-১,	দক্ষিণ কৃষ্ণমণি ঈদগাহ মাঠ, প: খাটিয়ামারী ঈদগাহ মাঠ, প: খাটিয়ামারী ঈদগাহ মাঠ-২, মধ্য খাটিয়ামারী মাষ্টার পাড়া ঈদগাহ মাঠ, মধ্য খাটিয়ামারী মন্ডল পাড়া ঈদগাহ মাঠ, পূর্ব খাটিয়ামারী হাজী ওমর আলীল বাড়ীর পার্শ্বে ঈদগাহ মাঠ, পূর্ব খাটিয়ামারী ছামছুলের বাড়ী, দক্ষিণ খাটিয়ামারী হোসেন আলীর বাড়ী, দক্ষিণ খাটিয়ামারী শতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা ঈদগাহ মাঠ, কাইয়াবাঁধা ঈদগাহ মাঠ, চৌমহন ঈদগাহ মাঠ

স্বাস্থ্যসেবাঃ

ইউনিয়ন	স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত	ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা	সেবার মান ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
কঞ্চিপাড়া	উপজেলা **স্বাস্থ্য** কমপ্লেক্স	-			সাধারণ চিকিৎসা ও সার্জিক্যাল কার্যক্রম হয়। প্রয়োজনে জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। বহিঃবিভাগে রোগী দেখা হয় ও চিকিৎসা প্রদান করা হয় ও বিনামূল্যে সাধারণ ঔষধ-পথ্য দেয়া হয়। ১ টি উপজেলা **স্বাস্থ্য** কমপ্লেক্স, ১ ইউনিয়ন **উপ-স্বাস্থ্য**কেন্দ, **৫ স্বাস্থ্য** ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ১৪ সিসি আছে। ডাঃ পদ সংখ্যা ৯ জন কিন্তু বাস্তবে আছে-৫ জন এবং নার্স এর পদ সংখ্যা ২১ বাস্তবে আছে ৬ জন। ১। মাঠ পর্যায়ে টিকা দান কর্মসূচী। ২। বিনামূল্যে যক্ষার কফ পরীক্ষা ও চিকিৎসা প্রদান। ৩। বিনামূল্যে কুষ্ঠরোগীর পরীক্ষা ও চিকিৎসা প্রদান। ৪। উপ-**স্বাস্থ্য** কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগীর চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান। ৫। কমিউনিটি ক্লিনিকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান। ৬। প্রতিবন্ধিদের সনদপত্র বিতরণ। ১৪ কমিউনিটি ক্লিনিক আছে। ফুলছুড়ি ও গজারিয়া ইউনিয়ন বাদে বাকী সকল ইউনিয়নে
	ইউনিয়ন **উপ-স্বাস্থ্য** কেন্দ্র	১	১ নং ওয়ার্ড		
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১	কঞ্চিপাড়া		
	কমিউনিটি ক্লিনিক	০৪	হোসেনপুর, চন্দ্রিয়া, কেতুকির হাট ও সমিতির বাজার যথাক্রমে ২, ৩, ৪ ও ৫ ওয়ার্ড		
উড়িয়া	উপজেলা **স্বাস্থ্য** কমপ্লেক্স	-			
	ইউনিয়ন **উপ-স্বাস্থ্য** কেন্দ্র	-			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	০১	গুনভড়ি		
	কমিউনিটি ক্লিনিক	০১	মশামাড়ি		
উদাখালী	উপজেলা **স্বাস্থ্য** কমপ্লেক্স	০১	উদাখালী	ডাঃ-৪ নার্সঃ-৫	
	ইউনিয়ন **উপ-স্বাস্থ্য** কেন্দ্র	-			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১	কালিরবাজার		
	কমিউনিটি ক্লিনিক	০২	বোচার বাজার, কাঠুর		
গজারিয়া	উপজেলা **স্বাস্থ্য** কমপ্লেক্স	-			
	ইউনিয়ন **উপ-স্বাস্থ্য** কেন্দ্র	-			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	-			
	কমিউনিটি ক্লিনিক	০২	গল্না, বাউসী		
ফুলছড়ি	উপজেলা **স্বাস্থ্য** কমপ্লেক্স	-			
	ইউনিয়ন **উপ-স্বাস্থ্য** কেন্দ্র	-			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	-			
	কমিউনিটি ক্লিনিক	০১	টেংড়াকান্দি		
এরেন্ডাবাড়ী	উপজেলা **স্বাস্থ্য** কমপ্লেক্স	-			
	ইউনিয়ন **উপ-স্বাস্থ্য** কেন্দ্র	-			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	০১	জিগাবাড়ী		

ইউনিয়ন	স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত	ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা	সেবার মান ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
	কমিউনিটি ক্লিনিক	০২	জিগাবাড়ী, ডাকাতিয়া		পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র আছে। এখানে পরিকার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবা কার্য প্রদান করা হয়। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা, এবং বিনা মুল্যে ঔসধ বিতরন, EPI প্রগ্রাম.(অর্থাৎ বিনা মুল্যে টিকা প্রদান) চালু আছে। এখান থেকে রোগীদের উপজেলা **স্বাস্থ্য** কমপ্লেক্সে রেফার করা হয়।
ফজলুপুর	উপজেলা **স্বাস্থ্য** কমপ্লেক্স	-			
	ইউনিয়ন **উপ-স্বাস্থ্য** কেন্দ্র	-			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১	পঃ খাটিয়ামারি		
	কমিউনিটি ক্লিনিক	০২	পশ্চিম ও দক্ষিণ খাটিয়ামারি		

ব্যাংক ঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়ন	কয়টি	কোথায়	সার্ভিস সম্পর্কে বর্ননা
০১	কঞ্চিবাড়ী	-	-	অর্থ লেন-দেন এর কাজ হয়ে থাকে। অর্থ জমা ও ঋণ প্রদান হয়। টিটি, ডিডি ও পে-অর্ডার এবং সোনালী ব্যাংকের অন লাইন সার্ভিস সুবিধা আছে। এফডিআর, এমডিএস ও ডিপিএস সার্ভিস সুবিধাও আছে। এই উপজেলায় সোনালী, গ্রামীন,অগ্রনী, জনতা ও কৃষি ব্যাংক তাদের সার্ভিস প্রদান করে। গজারিয়া ইউনিয়নে অগ্রণী ব্যাংক সার্ভিস প্রদান করে। দূযোগকালীন সময়ে এসব ব্যাংক খোলা থাকে।
০২	**উড়িয়া**	-	-	
০৩	**উদাখালী**	০৪	কালিরবাজার	
০৪	**গজারিয়া**	০১	ফুলছরি বাজার	
০৫	**ফুলছড়ি**	-	-	
০৬	**এরেন্ডাবাড়ী**	-	-	
০৭	**ফজলুপুর**	-	-	

পোষ্ট-অফিস ঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়ন	কয়টি	কোথায়	সার্ভিস সম্পর্কে বর্ননা
০১	কঞ্চিপাড়া	০১	সমিতির বাজার	ইউনিয়ন পর্যায়ে যেসকল সাব পোস্ট অফিস আসে তারা চিঠি-পত্র আদান প্রদান হয়। রেভিনিউ স্টাম্প বিক্রি করে। কোন স্থানে টাকা পাঠাতে চাইলে টাকা পাঠানো যায়। কিন্তু টাকা উত্তোলনের কাজ উপজেলা সদর পোষ্ট-অফিস থেকে করতে হয়। কেবল মাত্র উপজেলা সদর পোষ্ট-অফিসে সঞ্চয়-এর বিভিন্ন স্কিম কার্যক্রম আছে এবং বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী সাপসেল সুবিধা আছে।
০২	**উড়িয়া**	০১	গুনভরি বাজার	
০৩	**উদাখালী**	০১	কালিতলা	
০৪	**গজারিয়া**		গজারিয়া ফুলছরি বাজার	
০৫	**ফুলছড়ি**	০১	টেংরাকান্দি বাজার	
০৬	**এরেন্ডাবাড়ী**	০১	এরেন্ডাবাড়ী বাজার	
০৭	**ফজলুপুর**	০১	খাটিয়ামারী বাজার	

ক্লাব ঃ

ক্রঃনং	ইউনিয়ন	কয়টি	কোথায়	সমাজ সেবা বা উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করে কিনা ইত্যাদি
০১	কঞ্চিপাড়া	০২	সমিতির বাজার, কঞ্চিপাড়া বাজার	ক্লাব গুলো বিভিন্ন সময় যেমন শিতের সময় শীত বস্তও বিতরন করে থাকে, বন্যার সময় সেচ্ছাসেবকের কাজ করে ।
০২	উড়িয়া	-	-	
০৩	উদাখালী	০৩	কালির বাজার-২, উদাখালী বাজার	
০৪	গজারিয়া	০১	ফুলছড়ি বাজার	
০৫	ফুলছড়ি	-	-	
০৬	এরেন্ডাবাড়ী	-	-	-
০৭	ফজলুপুর	০১	খাটিয়ামারি বাজার	না

এনজিও / সেচ্ছাসেবী সংস্থা ঃ

ক্রঃনং	ইউনিয়ন	এনজিও	কি বিষয়ে কাজ করে	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদ
০১	কঞ্চিপাড়া	এস,কে,এস,	ঋণ কর্মসূচী, **স্বাস্থ্য** সেবা, শিক্ষা ইত্যাদি	৪৫২০	চলমান
		আশা	ঋণ কর্মসূচী,	১৪৫০	চলমান
০২	**উড়িয়া**	-			
০৩	**উদাখালী**	আশা	ঋণ কর্মসূচী, **স্বাস্থ্য** সেবা, শিক্ষা ইত্যাদি	৬৮৭৫	২ বছর ও ৫ বছর

		ব্রাক	ঋণ কর্মসূচী, **স্বাস্থ্য** সেবা, শিক্ষা ইত্যাদি	৫৬৮০	চলমান
		ঠেঙ্গামারা	ঋণ কর্মসূচী, **স্বাস্থ্য** সেবা, শিক্ষা ইত্যাদি	৪৯৮০	চলমান
		এস,কে,এস	ঋণ কর্মসূচী, **স্বাস্থ্য** সেবা, শিক্ষা ইত্যাদি	৬৫৮৭	চলমান
০৪	**গজারিয়া**	-	-	-	-
০৫	**ফুলছরি**	এস,কে,এস	ঋণ কর্মসূচী, **স্বাস্থ্য** সেবা, শিক্ষা ইত্যাদি	১৪২৩	চলমান
০৬	**এরেন্ডাবাড়ী**	-	-	-	-
০৭	**ফজলুপুর**	এস,কে,এস,	ঋণ কর্মসূচী, **স্বাস্থ্য** সেবা, শিক্ষা , সি,এল,পি,	২৮১৬	৩ বছর
		জি,ইউ,কে	ঋণ কর্মসূচী, **স্বাস্থ্য** সেবা, শিক্ষা ইত্যাদি	২৫৮০	চলমান

খেলার মাঠঃ

ক্রঃ	ইউনিয়ন	কয়টি	কোথায়	দূর্যোগের সময় কোন কাজে লাগে কিনা, কিভাবে ইত্যাদি
০১	কঞ্চিপাড়া	০১	একাডেমী স্কুল মাঠ	হ্যাঁ -দূর্যোগের সময় ত্রাণ বিতরণের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
০২	উড়িয়া			
০৩	উদাখালী	০১	উদাখালী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ	
০৪	গজারিয়া	০১	পাইলট স্কুল মাঠ	
০৫	ফুলছরি	-		
০৬	এরেন্ডাবাড়ী	-		
০৭	ফজলুপুর	-		
	মোট	৩		

কবর স্থান/শশ্মানঃ

ক্রঃ	ইউনিয়নের নাম	সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত	কবর স্থানের নাম	বন্যা লেভেরের উপরে কিনা
১	কঞ্চিপাড়া	১৬ টি **কবর স্থান**	১নং ওয়ার্ড -১৫, ঘোলদহ-১	পূর্ব মদনেরপাড়া কবর স্থান, দক্ষিণ মদনেরপাড়া কবর স্থান, মদনের পাড়া কবর স্থান, দক্ষিণ হোসেনপুর কবর স্থান, কঞ্চিপাড়া কবর স্থান, পূর্ব কঞ্চিপাড়া কবর স্থান, কাইয়ার হাট কবর স্থান, মধ্য কঞ্চিপাড়া কবর স্থান, মণ্ডল পাড়া কবর স্থান, ছাতার কান্দি কবর স্থান, বালাসী রোড কবর স্থান, পাকা রাস্তা উত্তর পার্শ্বে কবর স্থান, ভাষারপাড়া চেয়ারম্যান এর বাড়ী কবর স্থান, সৈয়দপুর কবর স্থান, রসুলপুর কবর স্থান, ঘোলদহ কবর স্থান ।	
২	উড়িয়া	১১ টি **কবর স্থান**	দাড়িয়ার ভিটা-১, উড়িয়া-২, ভথষির ভিটা-১, নাটিভাঙ্গা-১, রতনপুর-১, গুনছরি-১, মশামারি-১, কালাসোন-১, কাবিলপুর-১ এবং অণ্রান্য স্থানে	দাড়িয়ার ভিটা কবরস্থান, দারুস সালাম মাদ্রাসার কবরস্থান, উত্তর উড়িয়া কবরস্থান, ভূষির ভিটা কবরস্থান, সাত মাথা মসজিদের কবরস্থান, নাটিভাঙ্গা কবরস্থান, রতনপুর কবরস্থান, গুনছরি কবরস্থান, কাবিলপুর কবরস্থান, মশামারী কবরস্থান, কালাসোনা কবরস্থান, মধ্য উড়িয়া কবরস্থান।	
৩	উদাখালী	১৭ টি কবর কবর স্থান আছে।	দক্ষিন উদা খালী-১, পশ্চিম ছালুয়া-১, পুকুরিয়া-১ , চর কৃষ্ণমনির-১, খাটিয়ামারী-১৩,	দক্ষিন উদা খালী , পশ্চিম ছালুয়া, পুকুরিয়া,চর কৃষ্ণমনির আশরাফ আলীর বাড়ির কবর স্থান, জালাল মুন্সীর বাড়ির সামনে , পশ্চিম খাটিয়া মারি , পশ্চিম খাটিয়ামারী, মধ্য খাটিয়া মারী বীর মুক্তি জোদ্ধা, মধ্য খাটিযা মারী মেম্বর পাড়া, মধ্য খাটিয়া মারী , খাটিয়ামারী মৌজার ছাইফুল ইসলামের বাড়ীর পাশ্বে, আজিমুদ্দি মোল্লার বাড়ী, পুর্ব কখাটিয়ামারী মৌজার আছমত আলীর বাড়ী, পুব খাটিয়ামারী মৌজার আছমত আলীর বাড়ী, পুর্ব খাটিয়া মারী মৌজার মজিত প্রামানিকের বাড়ী, দক্ষিন খাটিয়ামারী রহমানের বাড়ির সামনে, শিতল মোল্লার বাড়ির পাশ্বে , কাউয়াবাধা কবর স্থান।	

৪	গজারিয়া	৮ টি **কবর স্থান**	গজারিয়া-১, গলনা-২, কাতলামারী-৪, কাজির ভিটা-১ ও অন্যান্য স্থানে	গজারিয়া শহীদ মিনার কবরস্থান,গলনা কবরস্থান, পূর্ব গলনা কবরস্থান, কাতলামারী কবরস্থান-২, কাতলামারী কবরস্থান-৩, কাতলামারী কবরস্থান-৪, কাতলামারী কাজির ভিটা কবরস্থান, কাজীর ভিটা কাজির ভিটা কবরস্থান।	....
৫	ফুলছড়ি	১৮ টি **কবর স্থান**	গাবগাছি-২ ও অন্যান্য স্থানে।	নাদের আলীর বাড়ীর সামনে কবরস্থান, এম. এ সুবুরের বাড়ী জামে মসজিদের সামনে কবরস্থান, পূর্ব ফুলছড়ি কবরস্থান, ফুলছড়ি মৌজার মফিজলের বাড়ীর জামে মসজিদের সামনে কবরস্থান, আবেদ আলী বাড়ীর সামনে কবরস্থান, মোবারক আলীর বাড়ীর সামনে কবরস্থান, আবুল শেখের বাড়ীল সামনে কবরস্থান, হাবিবুর এর বাড়ীর সামনে কবরস্থান, জিন্নাত হাজীর বাড়ীর সামানে কবরস্থান, ময়নালের বাড়ীর সামনে কবরস্থান, নাল মিয়ার বাড়ীর সামনে কবরস্থান, বৈশাখুর বাড়ীর বাড়ীর সামনে কবরস্থান, আইয়ুব আলী বাড়ীর সামনে কবরস্থান, সাহাব উদ্দিনের বাড়ীর সামনে কবরস্থান, পূর্ব গাবগাছি কবরস্থান, গাবগাছি কবরস্থান, পশ্চিম গাবগাছি কবরস্থান, ঝপঝপিয়া কবরস্থান।	....
৬	এরেন্ডাবাড়ী	১০ টি **কবর স্থান**	ভুইয়া বাড়ী,-১, জিগাবাড়ী-১, আলগারচর-১, ভাটিয়া পারা-১, হরিচন্ডি পাড়া-১, স্বণকার পাড়া-১, করিম সরকারের বাড়ী-১, মালেক চেয়ারম্যানের বাড়ী-১, হাজী বাড়ী-১, রমজানের বাড়ী -১	ভুইয়া বাড়ী, জিগাবাড়ী, আলগারচর, ভাটিয়া পারা, হরিচন্ডি পাড়া, স্বণকার পাড়া, করিম সরকারের বাড়ী, মালেক চেয়ারম্যানের বাড়ী, হাজী বাড়ী, রমজানের বাড়ী কবর স্থান	
৭	ফজলুপুর	১৪ টি **কবর স্থান**	কৃষ্ণমণি-১, খাটিয়ামারী-১০, কাইয়াবাঁধা-১,	চর কৃষ্ণমণি আশরাফ আলীর বাড়ী পার্শ্বে কবরস্থান, জালাল মুন্সীর বাড়ী কবরস্থান, পশ্চিম খাটিয়ামারী কবরস্থান, পশ্চিম খাটিয়ামারী গোলাপের বাড়ীর সামনে কবরস্থান, মধ্য খাটিয়ামারী মুক্তিযোদ্ধাপাড়া কবরস্থান, মধ্য খাটিয়ামারী মেম্বর পাড়া কবরস্থান, মধ্য খাটিয়ামারী কবরস্থান, খাটিয়ামারী মৌজার ছাইফহল ইসলামের বাড়ীর পার্শ্বে কবরস্থান, খাটিয়ামারী মৌজার আজিম উদ্দিন মোল্লার বাড়ী কবরস্থান, পূর্ব খাটিয়ামারী আছমত আলীর বাড়ী সামনে কবরস্থান, পূর্ব খাটিয়ামারী মৌজার মজিদ প্রামানিকের বাড়ীর সামনে কবরস্থান, দক্ষিণ খাটিয়ামারী রহমানের সামনে কবরস্থান, শিতল মেম্বরের বাড়ী পার্শ্বে কবরস্থান, কাইয়াবাঁধা কবরস্থান,	....

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যমঃ

উপজেলা হইতে জেলা যানবাহ যেমন, সি, এন,জি, অটো রিক্সা, এবং এই উপজেলার ইউনিয়ন গুলোতে বাহন হচ্ছে রিক্সা, ভ্যান, সি,এন,জি, অটো, কাঠবডি।

যানবাহনের ব্যবস্থা ঃ

এরেন্ডাবাড়ী ঃ ভ্যান-১৫ টি, ঘোড়ার গাড়ি ০৭ টি, নৌকা ১০ টি, মোট ৩৮ টি।
ফজলুপুর ঃ ভ্যান-৫টি, ঘোড়ার গাড়ি ৫টি, নৌকা ৬টি, মোট ১৬ টি।
ফুলছড়ি ঃ ভ্যান-১০টি, ঘোড়ার গাড়ি ৬ টি, নৌকা ১০টি, মোট ২৬ টি।
উদাখালী ঃ ভ্যান-৫০ টি, কাঠবডি (স্যালোমেশিন চালিত) ৪০টি, অটোরিক্সা ৩৫টি, সি,এন,জি ০৮টি, মোট ১৩৩ টি।
উড়িয়া ঃ ভ্যান-২০টি কাঠবডি (স্যালোমেশিন চালিত) ১৫টি, অটোরিক্সা ৫টি, নৌকা ০৩টি, মোট ৪৩ টি।
কঞ্চিপাড়া ঃ ভ্যান-৪৫ টি, কাঠবডি (স্যালোমেশিন চালিত) ২০টি, অটোরিক্সা ২০টি, মোট ৮৫ টি।
গজারিয়া ঃ ভ্যান-৪৮ টি কাঠবডি (স্যালোমেশিন চালিত)-১০ টি, অটোরিক্সা ঃ ১৫, নৌকা-০৫ টি মোট ঃ ৭৮ টি।

তথ্য প্রদানকারী ঃ ইউপি সচিব গজারিয়া ঃ ০১৭১৩৭১০৪০৬, ইউপি সচিব উড়িয়া ঃ ০১৭৪০২৬৮২৫৪, ইউপি সচিব ফজলুপুর ঃ ০১৭২০১৫৫৮৩৩

বন ও বনায়ন

ফুলছড়ি উপজেলায় উল্যেখ যোগ্য কোন বন নাই ।

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

বৃষ্টিপাতের ধারা

সচরাচর স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত একটু বেশী হয়, গ্রীষ্ম মৌসুমে মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত, কাল-বৈশাখি ঝড় ও ঘুর্নিঝড় হয় আবার মাঝে মাঝে শীলাবৃষ্টি হয় শীত মৌসুমে বৃষ্টিপাত হয়না বললেই চলে। কখনও কখনও বসন্ত কালে বৃষ্টিপাত একেবারেই হয়না এতে খরার সৃষ্টি হয় নদী-নালা, খাল-বিল ও পুকুর ডোবা শুকিয়ে যায় তখন কৃষি কাজ ব্যহত হয় এবং ফসল ও গাছপালার প্রচুর ক্ষতি হয়। **কিন্তু এ পরিবর্তনের ধারা জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে কিনা সে বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বৃষ্টিপাতের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় পিছিয়ে যাচ্ছে, ফলে কৃষি ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, উৎপাদন ব্যয় বেশি হচ্ছে এবং উৎপাদনও কম হচ্ছে। সেইসাথে ফসলে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ বেশি হচ্ছে। অসময়ে বৃষ্টিপাত বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আশ্বিন-অগ্রাহায়ন পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টি হয় যার ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া শীতমৌসুমেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় যার ফলে ফসলের চাষাবাদ ব্যাহত হয় এবং মানুষের জীবন-জীবিকার উপর বিরাট নেতিবাচক প্রভব পড়ে।**

তাপমাত্রা:

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমমন্ত এই মৌসুমে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে সাধারনত ৩৪°-৩৬° ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে ২৪°-২৫° ডিগ্রি পর্যন্ত আর শীত ও বসন্ত এই মৌসুমে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে সাধারনত ২৮°-৩০° ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে ৮°-১০° ডিগ্রি পর্যন্ত। তাপমাত্রা আগের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে আবার শীত মৌসুমে তাপমাত্রা মাঝে মাঝে- ৪°-৫° ডিগ্রিতে নেমে যায় এবং শৈত্য প্রবাহ শুরু হয় এতে মানুষ, গৃহপালিত পশু যেমন গরু ছাগল মারা যায় ও ফসলের ক্ষতি হয়।

ভূ-গর্ভস্থ পানির সস্মর:

ফুলছড়ি উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়নে পানির স্তর এক নয় কোথাও ২০-৩০ ফুট নীচে পানি পাওয়া যায় আবার কোথাও ২৫-৩০ ফুট নীচে পানির স্তর। খুব বড় ধরনের কোন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় নাই কারন আগেও পানির স্তর ছিল কোথাও ২০-২৫ ফুট নীচে পানি আবার কোথাও ৩০-৩৫ ফুট নীচে পানির স্তর, কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে খাবার পানির স্তর স্থান বেধে কোথাও ৩৫-৪০ ফুট নীচে আবার কোথাও ৪০-৪৫ ফুট নীচে চলে যায় । তখন শ্যালো মেশিন ও নলকূপে পানি কম উঠে । অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু নলকূপে পানিই উঠে না । এতে করে শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানি ও খাবার পানির তীব্র সংকট হয় এবং এই এলাকার মানুষের খাবার পানি ও রান্নাবারর পানির খুব কষ্ট হয়।

১.৪.৪ অন্যান্য ঃ

ভূমি ও ভহমির ব্যবহারঃ

ফুলছড়ি **উপজেলায়** ৫৬১১২ **একর জমি আছে। এর মধ্যে আবাদী জমির পরিমান** ২৬১৬১ **একর। অনাবাদী জমির পরিমান** ৩৯৫১ **একর। এক ফসলী জমির পরিমান** ১২৩০৬ **একর । দুই ফসলী জমির পরিমান** ১২০৭৭ **একর , তিন ফসলী জমির পরিমান** ১৭৭৮ **একর এবং মোট বসতি জমির পরিমান গড়** ১৪ **শতাংশ।**

ক্রঃ	উপজেলার নাম	মোট জমির পরিমাণ	আবাদী	অনাবাদী	এক ফসলী	দুই ফসলী	তিন ফসলী	চার ফসলী	বসতি এলাকার কত অংশী
১	কঞ্চিপাড়া	৪৮৭৯ একর	৪১২১	৭৫৮ একর	১৭০০	১৬৫৭	৭৬৪	-	১৬%
২	উড়িয়া	৩৮৯৬ একর	৩২৪৭	৬৪৯ একর	১৫২৫	১৫৭২	১৫০	-	১৭%
৩	উদাখালী	৪২৭৬ একর	৩৭৬৩	৫১৩ একর	২১৫৯	১৪১৩	১৯১	-	১২%
৪	গজারিয়া	৪১৩২ একর	৩৬১৬	৫১৬ একর	২৩৬৯	১০৭৬	১৭১	-	১৩%
৫	ফুলছড়ি	৪৩৫১ একর	৩৮১৯	৫৩২ একর	১৪৫৪	২২১৯	১৪৬	-	১২%
৬	এরেন্ডাবাড়ী	৪৪৫৩ একর	৩৯১৪	৫৩৯ একর	১৫১২	২২১৯	১৮৩	-	১৩%
৭	ফজলুপূর	৪১২৫ একর	৩৬৮১	৪৪৪ একর	১৫৮৭	১৯২১	১৭৩	-	১১%
	মোট	**৫৬১১২**	**২৬১৬১**	**৩৯৫১**	**১২৩০৬**	**১২০৭৭**	**১৭৭৮**		

কৃষি ও খাদ্য ০ঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	প্রধান প্রধান ফসল	উৎপাদনের পরিমাণ	ক্ষয়-ক্ষতির তথ্য	প্রধান খাদ্যসমূহ	খাদ্যাভাস ইত্যাদি
১	কঞ্চিপাড়া	ধান, পাট, গম	৭৬৩২ মেঃ টন	নাই	ধান, গম, ভুট্রা	ভাত, মাছ, ডাল, সবজি,ভথট্টা, আলু, রুটি ইত্যাদি
২	উড়িয়া	ধান, পাট, গম, ভুট্রা	৮৬৫৮ মেঃ টন	নাই	ধান, গম, ভুট্রা	
৩	উদাখালী	ধান, পাট, গম, ভুট্রা	৯৫০২ মেঃ টন	নাই	ধান, গম, ভুট্রা	
৪	গজারিয়া	ধান, পাট, গম, ভুট্রা	৮০৩৫ মেঃ টন	নাই	ধান, গম, ভুট্রা	
৫	ফুলছড়ি	ধান, পাট, গম, ভুট্রা	৮৪৮৬ মেঃ টন	নাই	ধান, গম, ভুট্রা	
৬	এরেন্ডাবাড়ী	ধান, পাট, মরিচ, ভুট্রা	৮৬৯৮ মেঃ টন	নাই	ধান, গম, ভুট্রা	
৭	ফজলুপূর	ধান, পাট, মরিচ, ভুট্রা	৮১৮০ মেঃ টন	নাই	ধান, গম, ভুট্রা	
	মোট		৬৯১৯১ **মেঃ টন**			

নদী ০ঃ

ক্রঃ	উপজেলার নাম	কয়টি	উপকার	অপকার	সংক্ষিপ্ত বর্ননা ইত্যাদি
১	কঞ্চিপাড়া	০১	নদীতে মাছ ধরে জেলেরা জীবিকা নির্বাহ করে। **নৈপথে যাতায়াত বিশেষ করে পণ্য বহন করা অনেক সাশ্রয়ী হয়, চাষাবাদে নদীর পানি ব্যাবহরি করা হয়।**	অতিরিক্ত বন্যায় নদীতে পানি বেশি হলে নদীভাংগন, ফসল তলিয়ে যায়, মানুষের দৈনিন্দ জীবন যাত্রার **ব্যাহত** হয়, অনেক পরিবার গৃহহীন হয়ে পরে ।	বর্ষার সময় নদীতে পানি বৃদ্ধির ফলে আশে পাশের এলাকা প্লাবিত হয়। নদী ভাংগনের সৃষ্টি হয় এবং শুকনা মৌসুমে নদীতে নৌকা চলা চল না করায় চর এলাকার মানুষের যাতায়াত সমস্যা সৃষ্টি হয়। সেচ ব্যবস্থা সহ ফসলী জমির ক্ষতি সাধিত হয়।
২	উড়িয়া	০১	ঐ		
৩	উদাখালী	০১	ঐ		
৪	গজারিয়া	০১	ঐ		
৫	ফুলছড়ি	০১	ঐ		
৬	এরেন্ডাবাড়ী	০১	ঐ		
৭	ফজলুপূর	০১	ঐ		

পুকুর ০ঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	কয়টি	ব্যবহার (কি কি কাজে)	উপকারীতা	সংক্ষিপ্ত বর্ননা ইত্যাদি
১	কঞ্চিপাড়া	**২৫৩**	মৎস চাষ , খরা মৌসুমে সেচের ও গোসলের কাজে পুকুরের পানি ব্যবহার করা হয়।	পুকুরে মৎস চাষ করে আর্থিক লাভবান করা হয়।	**৯০ শতাংশ পুকুরে মাছ চাষ করা হয় এবং গ্রীষ্ম কালে পুকুরের পানি নিচের স্তরে নেমে যায় ফলে মাছ চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।**
২	উড়িয়া	**৮৫**			
৩	উদাখালী	**৩১২**			
৪	গজারিয়া	**১৩২**			
৫	ফুলছড়ি	**১০**			
৬	এরেন্ডাবাড়ী	**২৫**			
৭	ফজলুপূর	**৮**			
		৮২৫			

খাল ০ঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	কয়টি	উপকার	অপকার	সংক্ষিপ্ত বর্ননা ইত্যাদি
১	কঞ্চিপাড়া	-			বর্ষা মৌসুমে এবং বন্যার সময় খাল গুলতে অতিরিক্ত পলি মাটি জমা হয়ে প্রায় সমতল
২	উড়িয়া	-			

৩	উদাখালী	০১	খালের পানি সেচ ব্যবস্থার কাজে ব্যবহার করা হয়।	নদীতে পানি বেশি হলে খালের মধ্যে পানি প্রবেশ করে ফলে অনেকটা ফসলের ক্ষতি হয়।	ভূমিতে পরিনিত হওয়ার অবস্থা । তাই খরা মৌসূমে খাল গুলতে পানি থাকেনা বল্লেই চলে । খাল গুলে তে পানি থাকা অবস্থায় মানুষ খাল হইতে জমিতে পানি সেচ, মৎস আহরন করে । এমত অবস্থায় সরকারী ভাবে পদক্ষেপ নিয়ে খাল গুলো খনন করা দরকার।
৪	গজারিয়া	-			
৫	ফুলছুড়ি	-			
৬	এরেন্ডাবাড়ী	-			
৭	ফজলুপূর	-			
	মোট	০১			

বিল ঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	কয়টি	ব্যবহার	উপকারীতা	সংক্ষিপ্ত বর্ননা ইত্যাদি
১	কঞ্চিপাড়া	০৫	মৎস চাষ, সেচ কাজে ব্যবহার করা হয়।	জেলেরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে এবং বিলের পানি সেচ কাজে ফসলের উপকারিতা হয়।	বিল গুলো খনন করা প্রয়োজন। বিলের পানি সেচ কাজে ব্যবহার হয় ।বিভিন্ন এলাকায় খরা মৌসূমে পানি না থাকায় কৃষকরা বিলের মাঝে পুকুর খনন করে পানি সংরক্ষন করে এবং মাছ চাষ করে।
২	উড়িয়া	০২			
৩	উদাখালী	০৬			
৪	গজারিয়া	০৩			
৫	ফুলছুড়ি	-			
৬	এরেন্ডাবাড়ী	-			
৭	ফজলুপূর	-			
	মোট	**১৬**			

দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাসঃ

গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলাটি খুব বেশী ঝুকিপ্রবন এলাকা নয় তবে প্রতিবছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সন্মুখিন হয়। বন্যা, নদী ভাঙ্গন, খরা, কাল বৈশাখী ঝড়, শৈত্য প্রাবাহ, সহ বিভিন্ন আপদে মানুষের স্বাভাবিক জিবন যাত্রা বিপন্ন এবং সম্পদের ব্যপক ক্ষতি সাধন হয়। ফুলছড়ি উপজেলা দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলোর নব্যতা কমে যাওয়ায় বন্যা মৌসুমে নদীর দুকুল ভাসিয়ে শহর সহ উপজেলার ব্যপক এলাকা প্লাবিত হয় তাছাড়া ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভাল না থাকায় বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টির ফলে উপজেলার নিমণ এলাকার বসতবাড়ীতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। যা প্রায় একমাস স্থায়ী থাকে । নদী ভরাট দিন দিন প্রকট হওয়ায় এ এলাকায় বন্যা ও জলাবদ্ধতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

ফুলছড়ি উপজেলার প্রধান আপদ বন্যা, নদী ভাঙ্গন , খরা, কাল বৈশাখি ঝড়, শৈত্যপ্রবাহ , ইত্যাদি। বন্যা আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ঘটে, অতিবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক কারনে বন্যা হয়। নদী ভাঙ্গন, আষাঢ়, শ্রাবন, ও ভাদ্র মাসে ঘটে। কাল বৈশাখি ঝড় বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে হয় এবং শৈত্যপ্রবাহ পৌষ-মাঘ মাসে হয় এবং খরা ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হয়। অতীতে বন্যার পানির উচ্চতা ৬-৮ ফুট হয়েছিল। ৫-৮ দিনের মধ্যে পুরো এলাকা প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। বন্যার পানি ২৫-৩০ দিন স্থায়ী হয়েছিল।বন্যার পানি ও কাল বৈশাখিঝড় সাধারনত দক্ষিন-পশ্চিম ও পূর্ব উত্তর কোন হতে প্রবাহিত হয়েছিল।

১৯৮৮ সালের বন্যায় ক্ষতি হয় প্রায় ৯৫ লক্ষ টাকা, নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হয় প্রায় ৮৯ লক্ষ টাকা, ২০১১ সালের কাল বৈশাখি ঝড়ে ক্ষতি হয় প্রায় ২৫ লক্ষ ও খরায় ক্ষতি হয় প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা শৈত্যপ্রবাহে ক্ষতি হয় প্রায় ৫ লক্ষ টাকার ।

১৯৮৭, ১৯৮৮, ২০১২,২০১৪ সালে বন্যা, ২০০০, ২০১২ সালের নদী ভাঙ্গন ২০০৫, সালে কাল বৈশাখিঝড়, ২০০৫, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে খরা ও ২০০৩, ২০০৪, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সালে শৈত্য প্রবাহ এতে মানুষের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, অবআঠামো নষ্ট হয়, ফসল নষ্ট হয়, যাতায়তের কষ্ট হয়, মানুষ ও গবাদিপশু মারা যায়, নিরাপদ পানির সমস্যা হয় ও মানুষ আশ্রয়হীন হয়।

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন্ কোন্ খাত/উপাদানক্ষতিগ্রস্থ হয়
বন্যা	১৯৮৮	৯৫,০০০০০/-	ফসল, গাছপালা,ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, গবাদীপশু পাখি বিভিন্ন অবকাঠামো ইত্যাদি।
বন্যা	১৯৮৭	৭৯,৭৫০০০/-	ফসল, গাছপালা,ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, গবাদীপশু পাখি বিভিন্ন অবকাঠামো ইত্যাদি।
বন্যা	২০১২	৫৫,০০০০০/-	ফসল, গাছপালা,ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, গবাদীপশু পাখি বিভিন্ন অবকাঠামো ইত্যাদি।
নদী ভাঙ্গন	২০১২	৮৯,০০০০	আবাদী জমি, বসত ভিটা, ফসল, গাছপালা, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, গবাদীপশু পাখি বিভিন্ন অবকাঠামো ইত্যাদি।
কালবৈশাখীঝড়	২০১১	২৫,০০০০০/-	ফসল, গাছপালা,ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, গবাদীপশু পাখি বিভিন্ন অবকাঠামো ইত্যাদি।

২.২ ইউনিয়নের আপদ সমুহ

উপজেলায় এবং ইউনিয়নের আপদ সমুহ

ক্রমিক নং	আপদ	ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার
০১	নদীভাঙ্গন	০১	বন্যা
০২	বন্যা	০২	নদীভাঙ্গন
০৩	খরা	০৩	কালবৈশাখী ঝড়
০৪	ঘুণিঝড়	০৪	খরা
০৫	কালবৈশাখী ঝড়	০৫	শৈত প্রবাহ
০৬	শৈত্য প্রবাহ		

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্রবিস্তারিত বর্ননাঃ

১. বন্যাঃ ব্যাপক মাত্রায় একটি বন্যা কবলিত এলাকা ফুলছড়ি উপজেলা। আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ঘটে। যার ফলে কৃষি ফসল, অবকাঠামো, গাছপালা, মৎস, আবাসন, ও শিক্ষা যোগাযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপকহারে ক্ষতি সাধিত হয়। । প্রতি বৎসর বন্যা হলেও ১৯৮৭, ১৯৮৮ ও ২০১২ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক।

২.নদী ভাঙ্গনঃ ফুলছড়ি উপজেলাটি একটি নদী বেষ্টিত উপজেলা। আষাঢ়, শ্রাবন, ও ভাদ্র মাসে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে। যার ফলে কৃষি ফসল, অবকাঠামো, গাছপালা, আবাসন, মৎস ও শিক্ষা যোগাযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপকহারে ক্ষতি হয়। আবাদি জমির পরিমান আনেক কমে গেছে । প্রতি বৎসর কমবেশি, নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে। তবে ২০০০, ২০১২ সালের নদী ভাঙ্গন ছিল সবচেয়ে ব্যাপক।

৩. কালবৈশাখী ঝড়ঃ মাঝে মাঝে ফুলছড়ি উপজেলায় কালবৈশাখি ঝড় আঘাত আনে। বৈশাখ জৈষ্ঠ্য মাসে কালবৈশাখি ঝড় আঘাত হানে। কালবৈশাখি ঝড়ে এলাকার কৃষি ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গাছপালার ব্যপক ক্ষতি সাধন হয়।এর মধ্যে ২০০৩, ২০০৯, ২০০৮, ২০১১ ও ২০১২ সালের কালবৈশাখি ঝড়ে এলাকার ব্যপক ক্ষতি হয়।

৪. খরাঃ মাঝে মাঝে এই ফুলছড়ি উপজেলায় খরা প্রকট আকার ধারন করে। খরা সাধারনত ফাল্গুন-চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হয়। খরার ফলে বৃষ্টিপাত হয় না তাপমাত্রা বেড়ে যায় এতে মানুষের কষ্ট বাড়ে, ফসলের ক্ষতি হয়, খাল বিল শুকিয়ে যায় ও মানুষ ও গৃহপালিত পশু অনেক সময় খাদ্যের অভানব মারা যায়। ২০০৩, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১ ও ২০১৩ সালের খরায় এই এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়।

৫. শৈত্য প্রবাহঃ মাঝে মাঝে ফুলছড়ি উপজেলায় শৈত্য প্রবাহ প্রকট আকার ধারন করে। শৈত্য প্রবাহ সাধারনত পৌষ-মাঘ মাসে হয়। শৈত্য প্রবাহের ফলে মানুষের কষ্ট বাড়ে, ফসলের ক্ষতি হয় ও মানুষ ও গৃহপালিত পশু মারা যায়। এর মধ্যে ২০০৩, ২০০৪, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সালের শৈত্য প্রবাহে এই এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতাঃ

বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবিলা করায় জনগোষ্ঠি অসমর্থ হয়ে থাকে। সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা পন্থা, যা মানুষ বা কোন সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকলূ অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে।

আপদ	বিপদাপন্ন	সক্ষমতা
১. বন্যা	❖ বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয়। ❖ যোগাযোগের কষ্ট হয়। ❖ ফুলছড়ি উপজেলার এরেন্ডাবাড়ী, ফজলুপুর, ফুলছড়ি, উড়িয়া ইউনিয়নের কবরস্থান ডুবে যায়। ❖ বন্যার সময় শিশু প্রতিবন্ধি, গর্ভবতী, বয়স্করা বেশি ঝুকিতে থাকে।	❖ ফুলছড়ি উপজেলার এরেন্ডাবাড়ী, ফজলুপুর, ফুলছড়ি, উড়িয়া ইউনিয়নের আশ্রয়কেন্দ্র আছে। ❖ কবরস্থান উচু আছে। ❖ বন্যার সময় শিশু, প্রতিবন্ধি বয়স্কদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সচেতনতা মূলক প্রোগ্রাম করা হয়।
২. নদীভাঙ্গন	❖ বাসস্থানের ক্ষতি হয়। ❖ আবাদী জমি নষ্ট হয়। ❖ রাস্তাঘাট ভেঙ্গে যায়।	❖ উপজেলায় নদীভাঙ্গন রোধে টি-বাঁধ আছে। ❖ পানি উন্নয়ন বোড নদী ভাঙ্গন রোধে পদক্ষেপ গ্রহন করেন।
৩. কালবৈশাখী ঝড়	❖ ঝড়ে গাছপালার ক্ষতি হয়। ❖ ঘরবাড়ি নষ্ট হয়।	❖ উপজেলা বনবিভাগ হইতে বেশি বেশি করে বনায়ন সৃষ্টি করা ❖ পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে কাচাঘর গুলোতে শক্ত খুটি লেগে মেরামত করা হয়।
৪. খরা	❖ ফসল পুড়ে যায়। ❖ গাছপালার ক্ষতি হয়।	❖ পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থা আছে।
৫. শৈত প্রবাহ	❖ ফসলের ক্ষতি হয়। ❖ গাছপালার ক্ষতি হয়। ❖ জীবন যাত্রার ব্যহত হয়।	❖ শৈত প্রবাহ একটি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। যার কারনে বেশি বেশি বনায়নের সৃষ্টি করা হচ্ছে। ❖ উপজেলায় শৈত প্রবাহ মোকাবেলায় শীত বস্ত্রের ব্যবস্থা আছে।

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্নজনসংখ্যা
বন্যা	এরেন্ডাবাড়ী ফজলুপুর, ফুলছড়ি, উড়িয়া, গজারিয়া, , উদাখালী, কঞ্চিপাড়া	নদীর উপকহলবর্তী এলাকা,নীচু ও চর এলাকা	৭৭৯৯৫
নদীভাঙ্গন	গজাড়িয়া, উড়িয়া, কঞ্চিপাড়া,	নদীর উপকুলবর্তী এলাকা।	৩৯৫২০
কালবৈশাখী ঝড়	ফজলুপূর, উড়িয়া, ফুলছড়ি, গজারিয়া, এরেন্ডাবাড়ী, উদাখালী, কঞ্চিপাড়া	জলবায়ু পরিবর্তন, মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে	৩৫,২৫০
খরা	ফজলুপূর, উড়িয়া, ফুলছড়ি, গজারিয়া, এরেন্ডাবাড়ী, উদাখালী , কঞ্চিপাড়া	জলবায়ুর পরিবর্তন, গাছপালা কমে যাওয়া	৩০,০০০
শৈত প্রবাহ	ফজলুপূর, উড়িয়া, ফুলছড়ি, গজারিয়া, এরেন্ডাবাড়ী, উদাখালী , কঞ্চিপাড়া	জলবায়ুর পরিবর্তন, গাছপালা কমে যাওয়া	২৯০০০

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ

উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজের ব্যাপারে অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এবং ভবিষ্যতের পূর্বাভাস ঠিক করে কর্মপন্থা ঠিক করার প্রক্রিয়ার ফল হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা।

প্রধান খাত সমুহ	বিসস্মারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাতে সমন্বয়
কৃষি	▪ ফুলছড়ি উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ফজলুপূর, উড়িয়া, ফুলছড়ি, গজারিয়া, এরেন্ডাবাড়ী, উদাখালীর মোট **২২০৪০** একর আবাদী জমির মধ্যে ৫৮৭০ একর জমির (আমন ধান, রবিশষ্য, শাক সবজি) ফসল চাষের ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। ▪ ফুলছড়ি উপজেলায় ২০১২ সালের মত নদী ভাঙ্গন হলে গজাড়িয়া, উড়িয়া, কঞ্চিপাড়া, ইউনিয়নের মোট **১০৯৮৪** একর ফসলী জমির মধ্যে ৩৮০০ একর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হবে এবং ২৫৪ জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে । ▪ ফুলছড়ি উপজেলায় ২০১১ সালের মত **কাল বৈশাখী** ঝড় আঘাত হানলে উড়িয়া, ফুলছড়ি, গজারিয়া, এরেন্ডাবাড়ী, উদাখালী, কঞ্চিপাড়া, ফজলুপুর **২৬১৬১** একর জমির মধ্যে ৩৫৮৯ একর জমির (আমন ধান, রবিশষ্য, কুল, পেয়ারা , শাক সবজি) ফসল চাষের ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। ▪ ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **শৈত প্রবাহ** হলে মোট আবাদী জমির মধ্যে ৩৫২১ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ▪ ফুলছড়ি উপজেলায় **খরার** কারণে ২৬১৬১ একর জমির মধ্যে ৩৫০৪ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।	• **আমন ধানের চারা উৎপাদনে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা** • **কলমের ফল গাছ (রুট কাটিং/খাসিকরণ) সরবরাহ** • **জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা** • কালবৈশাখী ঝড়ের **পূর্বে খাড়া ধান গাছ (পাকা) মাটির সাথে চাপা দেওয়া** • বন্যার পুর্বে **ভেড়ী-বাঁধ শক্ত ও মজবুত করা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা (ড্রেন)** উন্নয়ন করা । ▪ খরার পুর্বে **খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।** ▪ নদীগুলোতে যাতে পানি থাকে এর জন্য শুকনো মৌসুমে খনন করতে হবে।
মৎস্য	▪ ফুলছড়ি উপজেলাতে **বন্যার** কারণে ফজলুপুর, উড়িয়া, ফুলছড়ি, গজারিয়া, এরেন্ডাবাড়ী, উদাখালী, কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের মোট ৮২৫ টি পুকুরের মধ্যে ছোট-বড় ২১৯ টি পুকুরের বিভিন্ন জাতের মাছের ক্ষতি হতে পারে। ▪ **শৈতপ্রবাহের** কারনে সকল ইউনিয়নের ছোট, বড় ৮২৫ টি পুকুরের প্রায় ২০,০০০০০/- টাকার মাছ মারা যেতে পারে ।	▪ পুকুরের **পাড় মজবুত করা-** ▪ **বাঁধ মেরামত ও তৈরী করা** ▪ **মৎস্যচাষীদের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা** ▪ **প্রতিবছর** পুকুর সেচ দিয়ে **কাঁদা কালো হলে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ, ঘেরের বাঁধ উচু করা** ▪ ৩ **স্তর বিশিষ্ট মৎস্য চাষ করা** ▪ **ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র মৎস্যচাষীদের জন্য সহায়তা প্রদান করা মাছের বাজার উন্নতকরন**
পশুসম্পদ	▪ ফুলছড়ি উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের **বন্যা** হলে ৪২৫০ টি গরু, ৫৬৩১ টি ছাগল, ৩২১০ টি ভেড়া, ২৫টি মহিষ, ৫২৪১ টি হাঁস , ৯২৫৭টি মুরগী, বিভিন্ন রোগে, আক্রান্ত হয়ে আথবা ভেসে গিয়ে মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতি হওয়া সহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	▪ **মাটির কিল্লা নির্মান করা** ▪ **সরকারী পতিত জমিতে গবাদি পশুর চরনভুমি তৈরি করা** ▪ **পশুরখাদ্য তৈরি করার জন্য মিল তৈরি করার জন্য উদ্বুত করা** ▪ **পশাপশি জমিতে একত্রে পাতি হাঁস, মৎস্য, সবজি চাষ করা** ▪ **আপদ সহনশীল সংকর জাতীয় পশুপাখি চাষে উদ্বুত করা** ▪ **পশুর টিকা সরবারহ নিশ্চিত করা**

স্বাস্থ্য	▪ ফুলছড়ি উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত **বন্যা** হলে মোট জনসংখ্যা **১৬৫৩৩৪** এর মধ্যে ৬% লোক ডায়েরিয়া, ১০% লোক আমাশয় ২% টাইফয়েট ৪% লোকের জন্ডিস ৬% লোকের ডায়েরিয়া জনিত এবং ৬% লোক চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে উপজেলার পতিটি পরিবার বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ▪ ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **শৈতপ্রবাহ** হলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়েরিয়া, ২% লোক আমাশয় ১% টাইফয়েট ১% লোকের জন্ডিস ৫% লোকের ডায়রিয়া জনিত এবং ৩% লোক চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্বাভবনা রয়েছে ।	▪ স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ▪ দুর্যোগে স্বস্থ্যের ঝুকি বিষয়ে ডাক্তারদের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ▪ ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বস্থ্যকেন্দ্র ও কমেনিটি ক্লিনিকের সেবার মান বৃদ্ধি করা ▪ প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনিয় ওষধ সরবারহ নিশ্চিত করা ▪ বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা ▪ দুর্যোগের কারনে পঙ্গু ব্যক্তিদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা ▪ পর্যাপ্ত টিকা ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা
জীবিকা	▪ ফুলছড়ি উপজেলায় মোটামুটি ৫ ধরনের জীবিকার লোক আছে। যথা-কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও চাকুরীজীবি। ঝড় বা বন্যার কারনে কৃষিজীবী ৪০ % মৎস্যজীবী ১০% ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ী ৪০% শ্রমিক ও চাকুরীজীবি ১০ % প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	▪ **টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ।** ▪ **টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করা** ▪ **মহিলাদের জন্য বসতবাড়ীতে আয়ের ব্যবস্থা করা** ▪ **স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জীবিকা** ▪ **জনগোষ্টি ভিত্তিক বনায়ন সৃষ্টি করা** ▪ **সমাজিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা** ▪ **বিপদাপন্ন জনগোষ্টির জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য সহায়তা প্রদান করা**
গাছপালা	▪ ফুলছড়ি উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ৫৪২০টি ফলজ গাছ ২১৫০ ঔষধী গাছ সহ ৫০ টি নার্সারীর চারাগাছের ক্ষতি হতে পারে। ▪ ফুলছড়ি উপজেলাতে ২০১১ সালের মত **কালবৈশাখী ঝড়** হলে ২৫০ টি ফলজ গাছ, ৩০০ টি ঔষধী গাছ সহ ৪০ টি নার্সারীর চারাগাছের ক্ষতি হতে পারে।	▪ **রাস্তা ও বেড়ী বাঁধের দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ করা;** ▪ **বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করন।** ▪ **প্যারাবন সৃষ্টি করা;** ▪ **পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;** ▪ **অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা।** ▪ **বসত বাড়ীর ভিটা উচু করতে হবে। সাথে সাথে চারা রোপন করার জন্য মাটির মাদা তৈরী** (১.৫-২ **ফুট ব্যাসের) ও উচু করতে হবে** ▪ **নিচু জমিতে বড়গাছ যেমন - ছইলা, কাকড়া ও কেওড়া গাছ লাগাতে হবে।** ▪ **মাটির আদ্রতা রক্ষার জন্য গাছের গোড়ায় মাদা তৈরী করতে হবে। যা খরার সময় বাষ্পিভবন রোধ করবে।** ▪ **ঝড়ের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বসতবড়ীর চারপাশে গুল্ম জাতিয় গাছ বেশী করে লাগাতে হবে। সাথে সাথে ফলদ গাছের চারা শক্ত খুটি দিয়ে বাঁধতে হবে।**
অবকাঠামো	▪ ফুলছড়ি উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত **বন্যা** হলে ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৮টি মাদ্রাসা, ২০টি মসজিদ, ও সরকারী, বেসরকারী অফিস সহ ১টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৪টি ক্লিনিক, ২০টি কালভার্ট, ১৫টি ব্রীজ, ১৫ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ১০ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা বন্যার পানিতে তলিয়ে গিয়ে আংশিক বা সম্পুর্ন বিনষ্ট হতে পারে।	▪ রাস্তা উচু ও পাকা করা ▪ *বেড়িবাধ নির্মাণ ও সংস্কার করা;* ▪ প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ করা ▪ স্লুইজগেট নির্মান করা ▪ অবকাঠামো স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা; ▪ চর এলাকার বসত ভিটা উচু করা।

	▪ ফুলছড়ি উপজেলায় ২০১১ সালের মত **কালবৈশাখী ঝড়** হলে ৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩ টি মাদ্রাসা, ৫ টি মসজিদ, ও সরকারী, বেসরকারী অফিস আংশিক ধবংস অথবা সম্পুর্ণ ধবংস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	
ঘড়বাড়ী	• ফুলছড়ি উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত **বন্যা** হলে ৫৮০ টি কাঁচা ঘর , ৫৫ টি পাকা ঘর বন্যার পানিতে তলিয়ে গিয়ে আংশিক বা সম্পুর্ন বিনষ্ট হতে পারে। • ফুলছড়ি উপজেলায় ২০১১ সালের মত **কালবৈশাখী ঝড়** হলে ১২৮ টি কাঁচা ঘর , ১৫ টি পাকা আংশিক ধবংস অথবা সম্পুর্ণ ধবংস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	• বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা উপকুল হতে দুরে ও উঁচু স্থানে মজবুতভাবে নির্মাণ করা; • দুর্যোগ সহনশীল বাড়ী নির্মান করা • দুর্যোগ সহনশীল বাড়ী নির্মান করার জন্য সুদমুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা • *বেড়িবাধ নির্মাণ ও সংস্কার করা;* • বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা;
স্যানিটেশন	▪ ফুলছড়ি উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত **বন্যা** হলে ১৩০০ টি কাঁচা ২০০ টি আধাপাকা পায়খানা আংশিক কিংবা সম্পুর্ন বিনষ্ট হতে পারে। ▪ ১৫ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি আংশিক কিংবা সম্পুর্ন বিনষ্ট হতে পারে।	• **স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো** • **পকুর খনন ও সংরক্ষিত পুকুর পুন:খনন** • **পর্যাপ্ত পন্ড স্যান্ড ফিল্টার ও রেইন ওয়াটার হারভেস্টার স্থাপন করা ,** • **দুর্যোগ সহনশীল ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ করা** • **পানি ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা**

২.৭ সামাজিক মানচিত্র

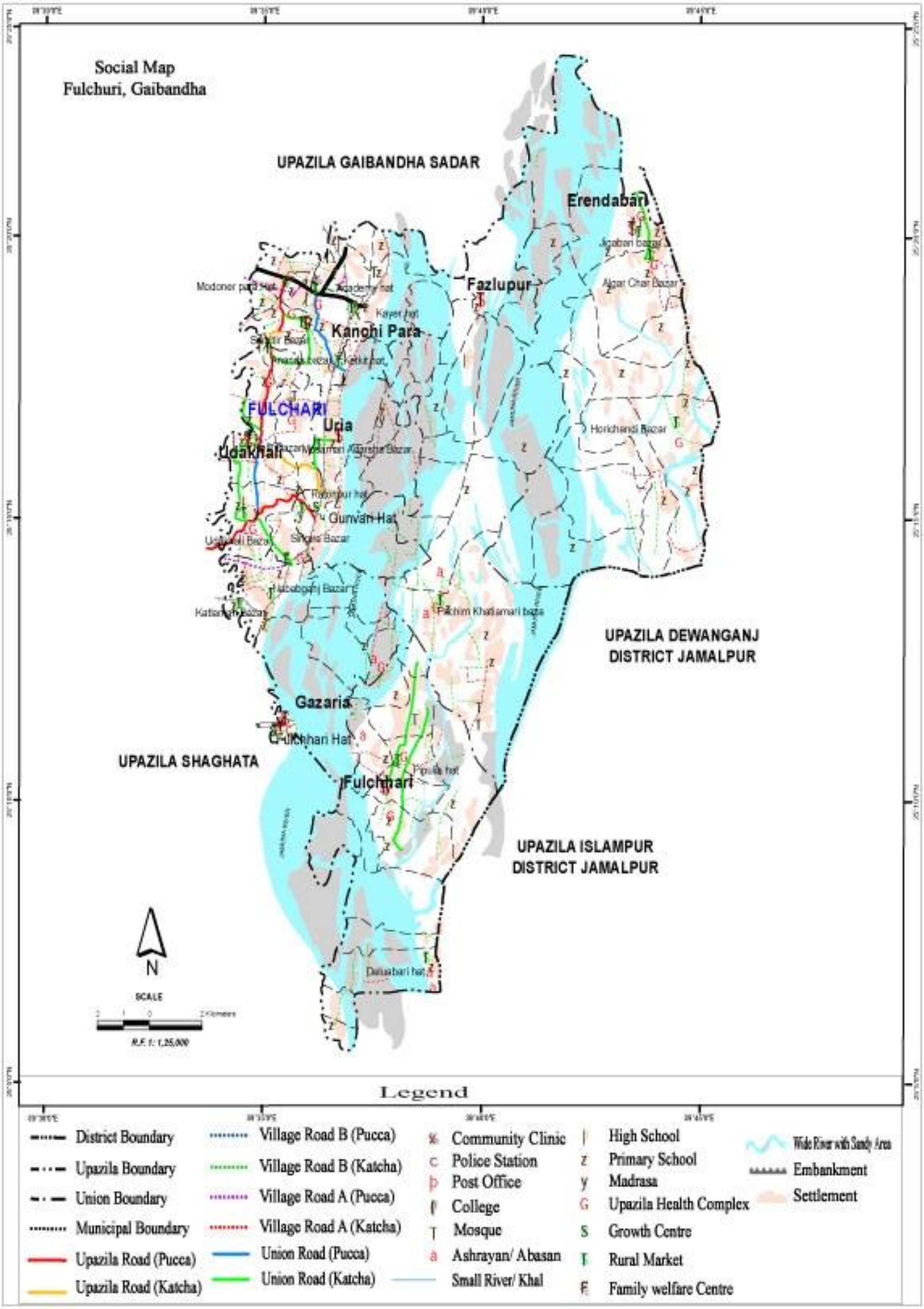

২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র

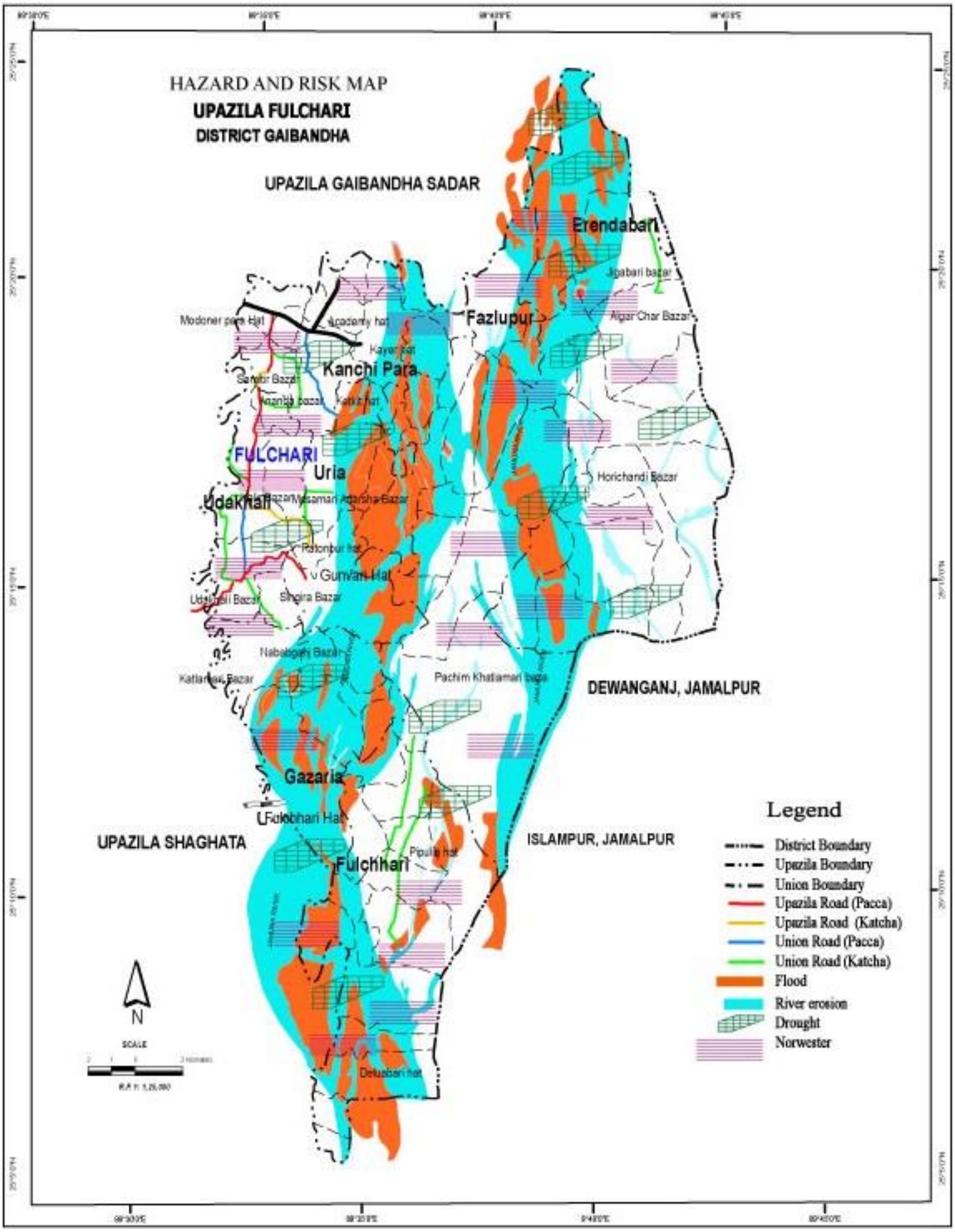

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপুঞ্জি

ক্রঃ নং	জীবিকাসমূহ	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রাহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
০১	বন্যা												
০২	নদীভাংগন												
০৩	কালবৈশাখী ঝড়												
০৪	খরা												
০৫	শৈত্য প্রবাহ												

দিনপুঞ্জি বিশ্লেষণ

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন্ কোন্ মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন্ কোন্ মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপুঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যামে জানা যায়:

- ফুলছড়ি **উপজেলার** ফজলুপূর, উড়িয়া, ফুলছড়ি, গজারিয়া, এরেন্ডাবাড়ী, উদাখালী, কঞ্চিপাড়া সকল **ইউনিয়নে কম বেশী বন্যা হয়** । তারমধ্যে ফজলুপূর, উড়িয়া, ফুলছড়ি ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষয় ক্ষতি বেশি হয়, জৈষ্ঠ্য **থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বন্যার প্রোকপ দেখা যায়।**
- ফুলছড়ি **উপজেলায়** ফজলুপূর, উড়িয়া, ফুলছড়ি,এই তিনটি উপজেলায় প্রতি বছরই কম বেশি জৈষ্ঠ্য থেকে কাতিক মাসে সাধারনত নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে।
- **কালবৈশাখী ঝড় আর একটি মারাত্মক আপদ। কালবৈশাখী ঝড় এই এলাকার ঘরবাড়ি, জমির ফসল ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি করে। কালবৈশাখী ঝড় সাধারনত ,বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য , মাস থেকে আষাড়, মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে।**
- ফুলছড়ি **উপজেলার খরা সংঘঠিত আপদের মধ্যে একটি। খরার কারণে এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। আবার এই খরার কারণে সংরক্ষিত পুকুরের পানি শুকিয়ে যাওয়ায় এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের চরম সংকট। ফাল্গুন থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত এই এলাকাতে খরা দেখা যায়।**
- **গাইবান্ধা জেলায় শৈত্য প্রবাহের প্রকোপ খুব বেশী। অগ্রাহায়ন, পৌষ, মাঘ মাষে সাধারনত শৈত্য প্রবাহ প্রবাহিত হয়। শৈত্য প্রবাহের ফলে মানুষ , গবাদী পশুপাখি গাছপালা এবং ফসলের ব্যপক ক্ষতি হয়।**

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপুঞ্জি

ক্রঃ	জীবিকাসমূহ	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রাহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
০১	কৃষক												
০২	মৎসজীবি												
০৩	দিনমজুর												
০৪	ব্যবসায়ী												

কৃষক ০ঃ কৃষকদের ক্ষেত্রে জৈষ্ঠ্য থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত বোর ধান লাগানোর কাজে ব্যস্ত থাকে এবং শ্রাবন, ভাদ্র, আশ্বিন মাস পর্যন্ত তাদের কোন কাজ থাকে না কার্তিক এর মাঝামাঝি থেকে অগ্রাহায়ন মাসে তারা ধান মারাই করার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় এবং মাঘ ফাল্গুন মাসে ইরি লাগানো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

মৎসজীবি ০ঃ জৈষ্ঠ্য আষাঢ় মাসে পুকুরে মাছ চাষ করা হয়। শ্রাবন ও ভাদ্র মাসে বন্যার আশংকা থাকে বন্যার কবল থেকে মাছের বাচ্চার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি রাখতে হয়। পৌষ মাঘ মাসে পানির স্তর নিচে যেতে থাকে যার কারনে মাছের বৃদ্ধি কম হয় এবং কম সময়ে মাছ বিক্রি করতে হয়। যার কারনে তাদের জীবিকার খানিকটা প্রভাব পড়ে।

দিনমজুর ০ঃ জৈষ্ঠ্য আষাঢ় মাসে এই এলাকায় ইরি ধান কাটার কাজ করে কার্তিক মাস পর্যন্ত তাদেরকে বসে থাকতে হয় যার ফলে তাদের চার মাস এলাকার বাইরে কাজের সন্ধানে যেতে হয়।

ব্যবসায়ী ০ঃ ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বৈশাখ জৈষ্ঠ্য আষাঢ় কার্তিক অগ্রাহায়ন পৌষ এই ছয় মাস পর্যন্ত ব্যবসা ভাল চললেও বাকী ছয় মাস এলাকায় কাজ না থাকায় এবং লোক জনের আয় কমে যাওয়ায় ব্যবসায় বেচা কেনা অনেকাংশে কমে যায়।

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

ক্রমিক নং	জীবিকাসমূহ	আপদ/দুর্যোগ সমূহ				
		বন্যা	নদীভাঙ্গন	শৈত প্রবাহ	খরা	কালবৈশাখী ঝড়
০১	কৃষক					
০২	মৎসজীবি					
০৩	দিনমজুর					
০৪	ব্যবসায়ী					

বন্যা ০ঃ বন্যায় কৃষি ফসল ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়। শুধুমাত্র কৃষিনির্ভর জনগণের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দরিদ্র কৃষক ও দিনমজুরদের কাচা ঘর-বাড়ি বন্যায় ক্ষতি হলে ঘর-বাড়ি মেরামতের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ যোগান দরিদ্রদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বন্যায় পুকুরের মাছ ও পোনা ভেসে যায়। এত মৎস্যচাষীদের ক্ষতি হয়। বন্যার কারণে দিমজুররা কাজ পায়না ফলে অর্থনৈতিকভাবে কষ্টে দিন কাটে। ব্যাবসায়ীদের ব্যবসার দ্রব্য-সামগ্রী বন্যার পানিতে ক্ষতি-গ্রস্থ হয় এতে ব্যবসায়ীর ব্যবসার ক্ষতি হয়। এছাড়া বেচা-কেনা কম হয়। ফরে ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হয়।

নদীভাঙ্গন ০ঃ নদী ভাঙ্গনে আবাদী জমিসহ ঘর-বাড়ি রাস্তা-ঘাট, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। দরিদ্র মানুষ ঘর-বাড়ী জায়গা-জমি হারিয়ে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে। সরকারী পর্যায়েও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হয়। কারণ সরকারকে আবার নদী গর্ভে বিলিন হওয়া প্রতিষ্ঠান পুনঃপ্রতিষ্ঠার দরকার হয়।

কাল বৈশাখী ঝড় ০ঃ কালবৈশাখী ঝড়ে ঘর-বাড়ি, গাছ-পালাসহ ফসলের ক্ষতি হয়। নতুন করে ঘর তৈরী ও মেরামত করতে হয়। ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া ফলনের ঘাটতি পড়ে। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অবকাঠামো পুনঃ নির্মাণ করা দরকার হয়।

খরা ০ঃ খরায় ফসলসহ গাছ-পলা, সবজি মরে যায়। ফলে অর্থনৈতিকভাবে সকলেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

শৈত প্রবাহ ০ঃ শৈত্য প্রবাহে কৃষি ফসলের ক্ষতি হয়। ফলে কৃষক আর্থিক সংকটে দিন জাপন করে। এছাড়া এসময়ে দিনমজুরের কাজের অভাব দেখা দেয়। এবং শৈত্য প্রবাহের কারণে দিনমজুরাও কাজে যেতে পারেনা। ফলে তারা আর্থিক সংকটে দিন কাটায়।

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা

উপজেলারনবিপদাপন্ন খাতসমূহচিহ্নিত করণ

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশু সম্পদ	মৎস সম্পদ	ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালার্ভাট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
বন্যা										
নদীভাঙ্গন										
শৈত প্রবাহ										
খরা										
কাল বৈশাখী ঝড়										

বন্যাঃ ফুলছড়ি উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে **এরেন্ডাবাড়ী ইউনিয়নের** মোট ৩৯১৪ একর ফসলী জমির মধ্যে ৮৬০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এবং ৮০ একর জমির পাট, ৪৫ একর জমির অন্য শষ্য, বীজতলা, ৫০০ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ২০০ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। ১২৪৫ টি গবাদী পশু, ৫২০ টি বসত বাড়ি , ৪৫ টি অবোকাঠাম ১ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ৭ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা, ৩ টি ব্রীজ, ৬ টি কালভাড, ৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয , ১ টি মাদ্রাসা, ২ টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৭৫০ টি নলকুপ পানিতে তলিয়ে য়েতে পারে । ৫৬০ টি স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দূষিত পানির কারনে ডায়রিয়া ৮% লোক। চর্ম রোগ ৩% ও জন্ডিসে ৪ %লোক আক্রান্ত হতে পারে । যার ফলে ২০১০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

ফুলছড়ি ইউনিয়নেরঃ আবাদী মোট ৩৮১৯ একর ফসলী জমির মধ্যে ৫৬০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ২৫০ টি গবাদী পশু , ৫৪০ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ২৫০ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। ২০ টি অবোকাঠাম ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয , ৬১০ টি বসত বাড়ি , ১৫০ টি স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ২৪০ টি নলকুপ পানিতে তলিয়ে যেতে পারে । এবং ৮০ একর জমির পাট, ২০ একর জমির অন্য শষ্য , ১০ টি পুকুরের মাছ চাষ

ব্যহত হবে। দুষিত পানির কারনে ডায়রিয়া ৭% লোক। চর্ম রোগ ২% ও জন্ডিসে ২%লোক আক্রান্ত হতে পারে । যার ফলে ২৯২০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

ফজলুপুর ইউনিয়নেরঃ ৩৬৮১ একর জমির মধ্যে ৯৫ একর আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ৩২০টি গবাদী পশু, ৫২২ বিভিন্ন জাতের ফল গাছ, (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ১৫০ টি ঔষধি গাছেসহ ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। ১৮৫ টি স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দুষিত পানির **কারণে** ডায়রিয়া ৫% লোক। চর্ম রোগ ২% ও জন্ডিসে ১ %লোক আক্রান্ত হতে পারে । যার ফলে ৩৫১৫ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

নদী ভাঙ্গনঃ **ফুলছড়ি উপজেলায় নদী ভাঙ্গনের কারণে উরিয়া ইউনিয়নের মোট আবাদী জমির** ২৯০ **একর জমি,** ১৬০ **টি ঔষধী এবং** ২৫০ **টি ফলের গাছ,** ২১০ **টি পশু, পাখি,** ৮**টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যহত ও ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে।** ২৬০ **টি কাচা ঘর,** ১৩**টি পাকা ঘর,** ৩ **কিলোমিটার কাচা রাস্তা,** .২ **কিলমিটার পাকা রাস্তা,** ৬ **টি কালভাট,** ১ **টি প্রাথমিক বিদ্যালয়,** ১ **মাদ্রাসা,** ৮০ **টি নলকুব** ৬০ **স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে। যার ফলে** ২৬৯ **টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে** ক্ষতিগ্রস্থ **হতে পারে।**

কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের ঃ মোট ৪১২১ **একর আবাদী জমির মধ্যে** ৪২৭ **একর জমির শষ্য,** ১ **টি প্রাথমিক বিদ্যালয়** ১ **টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়,** ১ **মাদ্রাসা,** ১**কিলোমিটার পাকা** ২**কিলোমিটার পাকা রাস্তা ,** ১১০ **টি কাচা ঘর ,** ৬০ **টি পাকা ঘর । অসংখ্য ঔষধী এবং ফলের গাছ ,** ২০ **টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যহত ও** ক্ষতিগ্রস্থ **হতে পারে।** ৮০ **টি নলকুব** ৬০ **স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নদী গর্ভে বিলিন হয়ে য়েতে পারে। যার ফলে** ২৩৭ **টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে** ক্ষতিগ্রস্থ **হতে পারে।**

গজারিয়া ইউনিয়নের ঃ মোট ৩৬১৬ **একর আবাদী জমির মধ্যে** ২১০ **একর জমির শষ্য ,** ১ **টি প্রাথমিক বিদ্যালয়** ২**কিলোমিটার কাচা রাস্তা ,** ২৫০ **টি কাচা ঘর, ঔষধী এবং ফলের গাছ ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে।** ৬৫ **টি নলকুব** ৭৫ **স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নদী গর্ভে বিলিন হয়ে য়েতে পারে। যার ফলে** ১৬৫ **টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে** ক্ষতিগ্রস্থ **হতে পারে।**

কালবৈশা**খী ঝড়ঃ** ফুলছড়ি উপজেলায় ঝড়ের **কারণে** কিংবা ২০১১ সালের মত ঝড় হলে ৭৫ একর জমির ইরি ধান ২০ একর জমির সবজি চাষ চাষ ব্যাহত হবে। ২১০ টি কাঁচা ১৫ পাকা ঘর ২ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি মসজিদ ৫ টি মুরগীর খামার, ২১৫৪ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ধবংস হয়ে যেতে পারে । ফুলছড়ি উপজেলাতে ২০011 সালের মত কালবৈশাখী ঝড় হলে ২৫০ টি ফলজ গাছ, ৩০০ টি ঔষধী গাছ সহ ৪০ টি নার্সারীর চারাগাছের ক্ষতি হতে পারে।

খরাঃ ফুলছড়ি উপজেলাতে খরার **কারণে** কিংবা ২০১০, সালের মত খরা হলে ফুলছড়ি উপজেলায় মোট ২৬১৬১ একর আবাদী জমির মধ্যে ১২৩৪ একর জমির ইরি ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৭৫ একর জমির পাট চাষ, ৩০ একর জসমর সবজি চাষ, ৬০ একর জমির আলু , ব্যহত হবে। ৬৭৫ ফলজ গাছ এবং ২১৪ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ৩৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, এবং প্রচন্ড খরার **কারণে** সমস্ত উপজেলাতে ৩ % লোকের ডায়রিয়া, ২% জন্ডিস, ৭% লোকের জ্বর এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ৩৪৫২ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

শৈত্যপ্রবাহঃ ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **শৈত প্রবাহ** হলে মোট আবাদী জমির মধ্যে ৩৫২১ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। শৈত প্রবাহের কারণে সকল ইউনিয়নের ছোট, বড় ৮২৫ টি পুকুরের প্রায় ২০,০০০০/- টাকার মাছ মারা যেতে পারে । ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের মত শৈতপ্রবাহ হলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়েরিয়া, ২% লোক আমাশয় ১% টাইফয়েট ১% লোকের জন্ডিস ৫% লোকের ডায়েরিয়া জনিত এবং ৩% লোক চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্বাভবনা রয়েছে ।

বিপদাপন্নতা সামাজিক উপাদান	বিপদাপন্নতা নিরসনের উপায়					
	শৈত প্রবাহ	খরা	কালবৈশাখী ঝড়	বন্যা	নদী ভাঙ্গন	ঘুর্নিঝর
ফসল	এলাকার সকল রাস্তার দুই পাশ্বে গাছ লাগাতে হবে।	রাস্তার দুই পার্শ্বে এবং বাড়ির আঙ্গিনায় ও আবাদী জমির আইল দিয়ে বেশী করে গাছ লাগাতে হবে।	রাস্তার দুই পাশ্বে এবং বাড়ির আঙ্গিনায় ও আবাদী জমির আইল দিয়ে বেশী করে গাছ লাগাতে হবে।	বন্যা কবলিত এলাকার নদীর পাশ দিয়ে উচু বাঁধ তৈরী করতে হবে। এবং প্রতিটি নদী খনন করে নদীর গভীরতা বৃদ্বি করতে	পাইলিং এর মাধ্যমে নদীর গতি পথ ঠিক রাখা।	এলাকার সকল রাস্তার দুই পাশ্বে গাছ লাগাতে হবে।

				হবে।		
গাছপালা	অধিক শীত সহনীয় জাতের চারা লাগাতে হবে।	খরা সহনীয় জাতের চারা বপন করতে হবে।	শক্ত মজবুত এবং ঝড় সহনশীল জাতের গাছ লাগাতে হবে।	বন্যা সহনীয় চারাগাছ লাগাতে হবে।	নদী ভাঙ্গন রোধে নদীন শাসণ ও নদী ড্রেজিং অব্যহত রাখতে হবে।	শক্ত মজবুত এবং ঝড় সহনশীল জাতের গাছ লাগাতে হবে।
পশু সম্পদ	পশুদের আশ্রয় কেন্দ্র গুলি শক্ত মজবুত এবং চারপাস দিয়ে বেড়া থাকতে হবে। ঘরের ভিতরে তাপের ব্যবস্থা করতে হবে।	অধিক তাপ/ খরা সহনীয় জাত নির্বাচন করতে হবে।	ঝড়ের সময় পশু সম্পদ নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে রাখতে হবে।	বন্যার সময় উচু স্থানে পশু সম্পদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।	নদী ভাঙ্গানের সময় পশুসম্পদ নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে।	ঝড়ের সময় পশু সম্পদ নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে রাখতে হবে।
মৎস সম্পদ	পুকুরের চারপাশে অধিক পরিমানে গাছ লাগাতে হবে।	খরার সময় প্রতিটি পুকুরে সেচের মাধ্যমে পানি দিতে হবে।	ঝড় মৎস সম্পদের তেমন কোন ক্ষতি করে না।	বন্যার সময় পুকুরের চার পাশের পার উচু রাখতে হবে ।	নদী ভাঙ্গন এলাকায় কোন স্থায়ী ভাবে মৎস ক্ষেত্র করা যাবে না।	ঝর মৎস সম্পদের তেমন কোন ক্ষতি করে না।
ঘড় বাড়ী	শৈত প্রবাহ শুরুর পুর্বে ঘরবাড়ী ঠিক করতে হবে। এবং বাড়ির চারপাশে বেড়া দিতে হবে।	বাড়িব আসে পাসে অধিক পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে।	ঝড়ের পুর্বে ঘর বাড়ি মেরামত করতে হবে।	বন্যা প্রবন এলাকায় বসত ভিটা উচু করে ঘর বাড়ি বানাতে হব।	নদী ভাঙ্গন এলাকায় স্থয়ী বসত বাড়ি করা যাবে না।	ঝড়ের পুর্বে ঘর বাড়ি মেরামত করতে হবে।
রাস্তা ঘাট	শৈত প্রবাহে রাস্তা ঘাটের তেমন কোন ক্ষতি হয়না।	খরায় রাস্তা ঘাটের তেমন কোন ক্ষতি হয়না।	ঝড়ে রাস্তা ঘাটের তেমন কোন ক্ষতি হয়না।	বন্যার পুর্বে রাস্তা ঘাট উচু করতে হবে।	পাইলিং এর মাধ্যমে নদীর গতি পথ ঠিক রাখা।	ঝড়ে রাস্তা ঘাটের তেমন কোন ক্ষতি হয়না।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভব্য প্রভাব

জলবায়ু পরিবতনের ফলে নিম্ন লিখিত খাতসমুহ কি ভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হয় তা নিম্নে দেখানো হলঃ

খাত সমুহ	বণনা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বন্যা, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড়, খরা, শৈত্য প্রবাহ, **ইত্যাদি আঘাত হানতে** পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে কৃষিখাতের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসময় গো-খাদ্যের ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে **ভবিষ্যৎতে উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ** ● ফুলছড়ি উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে **বন্যা** হলে মোট ৭ টি ইউনিয়নের ২৬১৬১ একর ফসলী জমির মধ্যে ৮৪০ একর জমির আমন ধান, ২১০ একর জমির পাট, ৬৫ একর জমির সবজি বাগান, ২৯০ একর জমির ভুট্টা, বীজতলা, ৯৪৫ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৭৫০ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। ২৬০ টি পশু পাখি মারা যেতে পারে, ৮ টি পুকুরের মাছ ভেসে যেতে পারে। এবং শৈত প্রবাহের কারনে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দিতে পারে তার মধে উল্লেখ করা যেতে পারে ডায়রিয়া ৩ % লোক অন্য রোগে আক্রান্ত হতে পারে । চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে **নদী ভাঙ্গন** হলে গজাড়িয়া, উড়িয়া, কঞ্চিপাড়া, ইউনিয়নের মোট ১০৯৮৪ একর ফসলী জমির মধ্যে ৬২০ একর জমির আমন চাষের এবং ৩৯০ একর জমির পাট, ১২০ একর জমির অন্য শস্য চাষে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ফুলছড়ি উপজেলায় ২০১১সালের মত **কালবৈশাখী ঝড়** হলে ৭ টি ইউনিয়নের ৫২৯ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ১২৪০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ , ২১৯ কাচা ঘর, ৯৫ পাকা ঘর , এবং ২৯০ টি গবাদী পশু পাখি মারা যেতে পারে। ঝরের কারনে মানুষের প্রান হানি ঘটতে পারে। ● জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ফুলছড়ি উপজেলায় খরা হলে ৯ টি ইউনিয়নের মোট ফসলী জমির মধ্যে ২৬৭১

	একর জমির ইরি ধান, ৯০ একর জমির সবজি বাগান, বীজতলা, ৫২০ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ১২০ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। ২৭৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে
মৎস	• জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা খরা ও শৈত্যপ্রবাহ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে ও তীব্ররুপ ধারণ করছে। পুকুরের পার ভেঙ্গে বা বন্যার পানিতে পুকুর তলিয়ে গিয়ে চাষ কৃত মাছ অন্যত্র চলে যায়। যার ফলে কৃষক ক্ষতি গ্রস্থ হয়। এবং প্রয়োজনীয় সময়ে মাছ পাওয়া যায় না। • জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিরিক্ত খরা হলে নদী ও পুকুরের পানি শুকিয়ে যাওয়ায় মাছ চাষ করা যায় না।
গাছপালা	• জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যার কারণে চারা গাছ এবং বিভিন্ন ফলের গাছ ব্যপক ভাবে নষ্ট হয়। • জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদী ভাঙ্গনে বিভিন্ন গাছপালা নদী গর্ভে চলে যায়। • জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিরিক্ত খরায় চারাগাছ এবং অন্যন্য পানির অভাবে মারা যায়। • জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কালবৈশাখী ঝড়ে গাছপালা ভেঙ্গে লন্ডভন্ড হয়ে যায়।
স্বাস্থ্য	• জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা হলে বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দেয়। অশোধিত পানি পান করার ফলে মানুষের ডাইরিয়া সহ বিভিন্নরোগ দেখা দেয়। ময়লা যুক্ত পানিতে গোসল করার ফলে শরীরে বিভিন্ন চর্ম রোগ দেখা দেখা দেয়। • জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিরিক্ত খরার হলে উষ্ণ আবহওয়ার কারনে শরীরে পাসন সল্পতা দেখা দেয়, এবং মাত্রারিক্ত গরমে বিভিন্ন রোগের উদ্ভাব ঘটে।
জীবিকা	• জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা , অতিবৃষ্টি , শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জেলেরা নদীতে মাছ ধরতে পারে না, দিন মজুর মানুষ ক্ষেতে কাজ করতে পারে না। এসব কারণে সাধারণ মানুষের জীবিকার বিভিন্ন সমস্যা হয়।
পানি	• জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানি স্তর নিচে চলে যাচ্ছে, ফলে খরা মৌসুমে সুপেয় পানির অভাব দেখাদেয়।
অবোকাঠাম	• জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সকল ধরনের ঝড়ের প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে, ফলে রাস্তা ঘাট, মানুষের ঘরবাড়ী , ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালতের ব্যপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস

৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

ঝুকিঁর বর্ননা		কারণ		
		তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তি	চুড়ামন্ত্ব
বন্যা	ফুলছড়ি উপজেলাতে ১৯৮৮ বন্যা হলে উরিয়া , ফুলছড়ি, ফজলুপুর ইউনিয়নের মোট ১০৭৪৭ একর আবাদী জমির মধ্যে ৫৯৪ একর জমির আমন ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৬০ একর জমির পাট চাষ, ৭৮ একর জসমর সবজি চাষ, ৩৪ একর জমির আলু , ব্যহত হবে। ৭৫০ ফলজগাছ এবং ১৬৪ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, অবোকাঠামো যেমন, (ব্রীজ ২টি, কালভাট ১২ টি, কাচা রাস্তা ৩ কিমি.) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৬ টি, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ২৬৬ টি গবাদী পশু, ১২২ টি বসত বাড়ি, ৮০ নলকুপ ডুবে যেতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে।	• আতি বৃষ্টির কারণে । • পানি নিস্কাষনের ব্যবস্থানা কারণে। • খাল গুলো ভরাট হয়ে যাওয়ায়। • নদীর পাশ্বে বেড়ী বাঁধ না থাকার কারনে। • দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা কর তে হবে। • হঠাৎ বৃষ্টির পানিতে জমি তলিয়ে যাওয়ার কারণে।	• উজান থেকে পানি নেমে আসার কারনে। • নদী বা খালের সংযোগ স্থলে সুইচ গেট না থাকার কারনে।	• নদীর তলদেশ ভরাট হওয়ার কারনে • পানি উন্নয়ন বোডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকার কারনে। • দাতা গোষ্টীর সহযোগীতা না থাকার কারনে। • এলাকার জনগন সচেতন না থাকার কারনে।
নদী ভাঙ্গন	ফুলছড়ি উপজেলাতে নদীভাঙ্গনের কারনে গজাড়িয়া, উড়িয়া, কঞ্চিপাড়া, ইউনিয়নের মোট মোট আবাদী জমির মধ্যে ৬৬ একর জমির আমন ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৮৫ একর জমির পাট চাষ, ৪০ একর জমির সবজি চাষ, ৩১ একর জমির আলু ব্যহত হবে। ৯৫০ ফলজগাছ এবং ২১১ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ৭৫ টি গবাদী পশু, ৯ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, অবোকাঠামো যেমন, (ব্রীজ ১ টি, কালভাট ৬ টি, কাচা রাস্তা ৪ কিমি. পাকারাস্তা ২ কিমি,) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৭ টি, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ৬৪ টি বসত বাড়ি, ৪০ নলকুপ ডুবে যেতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ২১৫ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে।	• অতিবৃষিষ্ট, পানির প্রবল স্রোত • নদী ডেজিং ব্যবস্থা না থাকান। • উজান থেকে পাহাড়ী ঢল। • নদীর সংযোগ স্থলে বাঁধ দেওয়া।	• খর স্রোত • বর্ষা মৌসমে হটাৎ করে পানি বেড়ে যায়।	• নদীর তলদেশ ভরাট • নদীর গভীরতা কম থাকায় স্রোত বেড়ে যায় ফলে নদী ভাঙ্গন বেরে যায়।
কালবৈশাখী ঝড়	ফুলছড়ি উপজেলায় ঝড়ের **কারণে** কিংবা ২০১১ সালের মত ঝড় হলে ৭৫ একর জমির ইরি ধান ২০ একর জমির সবজি চাষ চাষ ব্যাহত হবে। ২১০ টি কাঁচা ১৫ পাকা ঘর ২প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি মসজিদ ৫ টি মুরগীর খামার, ২১৫৪ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ধবংস হয়ে যেতে পারে ।	• প্রাকৃতিক	• পর্যাপ্ত গাছ পালা না থাকা	• জলবায়ু পরিবর্তন।
খরা	ফুলছড়ি উপজেলাতে খরার **কারণে** কিংবা ২০১০, সালের মত খরা হলে ফুলছড়ি উপজেলায় মোট ২৬১৬১ একর আবাদী জমির মধ্যে ১২৩৪ একর জমির ইরি ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৭৫ একর জমির পাট চাষ, ৩০ একর জসমর সবজি চাষ, ৬০ একর জমির আলু , ব্যহত হবে। ৬৭৫ ফলজ গাছ এবং ২১৪ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ৩৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, এবং প্রচন্ড খরার **কারণে** সমস্ত উপজেলাতে ৩ % লোকের ডায়রিয়া, ২% জন্ডিস, ৭% লোকের জ্বর এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ৩৪৫২ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে।	• অনাবৃষ্টি। • ভূ-গভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া।	• সামাজিক বনায়নের অভাব	• জলবায়ু পরিবর্তন
শৈত	ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **শৈত**	• অনাবৃষ্টি।	• সামাজিক	• জলবায়ু পরিবর্তন

প্রবাহ	**প্রবাহ** হলে মোট আবাদী জমির মধ্যে ৩৫২১ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। শৈত প্রবাহের কারণে সকল ইউনিয়নের ছোট, বড় ৮২৫ টি পুকুরের প্রায় ২০,০০০০০/- টাকার মাছ মারা যেতে পারে । ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের মত শৈতপ্রবাহ হলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়েরিয়া, ২% লোক আমাশয় ১% টাইফয়েট ১% লোকের জন্ডিস ৫% লোকের ডায়েরিয়া জনিত এবং ৩% লোক চর্ম রোগে আক্রামন্ত হওয়ার সম্বাভবনা রয়েছে ।	• ভূ-গভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া।	বনায়নের অভাব	

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

ঝুকির বিবরন		ঝুকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
		স্বল্প মেয়াদী (১-২)	মধ্যমেয়াদী (৩-৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (৫+)
বন্যা	ফুলছড়ি উপজেলাতে ১৯৮৮ বন্যা হলে উরিয়া , ফুলছরি, ফজলুপুর ইউনিয়নের মোট ১০৭৪৭ একর আবাদী জমির মধ্যে ৫৯৪ একর জমির আমন ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৬০ একর জমির পাট চাষ, ৭৮ একর জমির সবজি চাষ, ৩৪ একর জমির আলু চাষ ব্যহত হবে। ৭৫০ ফলজগাছ এবং ১৬৪ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, অবোকাঠামো যেমন, (ব্রীজ ২টি, কালভাট ১২ টি, কাচা রাস্তা ৩ কিমি.) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৬ টি, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ২৬৬ টি গবাদী পশু, ১২২ টি বসত বাড়ি, ৮০ নলকুপ ডুবে যেতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে।	• রাস্তাঘাট মেরামত। • বাড়িঘর উচু করন । • পানিনিস্কাষনের ব্যবস্থা করা। • নদীর পাশ্বে বেড়ী বাধ নির্মান করা।	• উচু করে বাঁদ ও রাস্তা নিমান। • নদী বা খালর সংযোগ স্থলে সুইচ গেচটর ব্যবস্থা করা।	• নদী খনন করে নদীর গভরিতা বৃদ্ধি করা। • পানি উন্নয়ন বোডের যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া। • এলাকার জনগনকে সচেতন করা।
নদী ভাঙ্গন	ফুলছড়ি উপজেলাতে নদীভাঙ্গনের কারণে গজাড়িয়া, উড়িয়া, কঞ্চিপাড়া, ইউনিয়নের মোট মোট আবাদী জমির মধ্যে ৬৬ একর জমির আমন ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৮৫ একর জমির পাট চাষ, ৪০ একর জমির সবজি চাষ, ৩১ একর জমির আলু ব্যহত হবে। ৯৫০ ফলজগাছ এবং ২১১ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ৭৫ টি গবাদী পশু, ৯ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, অবোকাঠামো যেমন, (ব্রীজ ১ টি, কালভাট ৬ টি, কাচা রাস্তা ৪ কিমি. পাকারাস্তা ২ কিমি,) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৭ টি, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ৬৪ টি বসত বাড়ি, ৪০ নলকুপ ডুবে যেতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ২১৫ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে।	• রাস্তাঘাট মেরামত। • বাড়িঘর উচু করন । • পানিনিস্কাষনের ব্যবস্থা করা। • নদীর পাশ্বে বেড়ী বাধ নির্মান করা।	• উচু করে বাঁদ ও রাস্তা নিমান। • নদী বা খালর সংযোগ স্থলে সুইচ গেচটর ব্যবস্থা করা।	• নদী খনন করে নদীর গভরিতা বৃদ্ধি করা। • পাসন উন্নয়ন বোডের যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া। • এলাকার জনগনকে সচেতন করা।
কালবৈ শাখী ঝড়	ফুলছড়ি উপজেলায় ঝড়ের কারণে কিংবা ২০১১ সালের মত ঝড় হলে ৭৫ একর জমির ইরি ধান ২০ একর জমির সবজি চাষ চাষ ব্যাহত হবে। ২১০টি কাঁচা ১৫ পাকা ঘর ২ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মসজিদ ৫টি মুরগীর খামার, ২১৫৪টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ধবংস হয়ে যেতে পারে ।	• ঘরবাড়ী মেরামত , প্রচার ও পূর্ব প্রস্তুতী গ্রহন্	• সচেতনতার মাধমে বৃক্ষ রোপন করা ।	• খাল ও নদী খনন এবং বনায়ন।
খরা	ফুলছড়ি উপজেলাতে খরার কারণ কিংবা ২০১০, সালের মত খরা হলে ফুলছড়ি উপজেলায় মোট ২৬১৬১ একর আবাদী জমিরমধ্যে ১২৩৪ একর জমির ইরি ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৭৫ একর জমির পাট চাষ, ৩০ একর জসমর সবজি চাষ, ৬০ একর জমির আলু , ব্যহত হবে। ৬৭৫ ফলজ গাছ	• বৃক্ষ রোপন করা ।	• ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার কম করা।	• খাল, নদী খনন ও বনায়ন করা

	এবং ২১৪ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ৩৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, এবং প্রচন্ড খরার কারনে সমস্ত উপজেলাতে ৩ % লোকের ডায়রিয়া, ২% জন্ডিস, ৭% লোকের জ্বর এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ৩৪৫২ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে।			
শৈত প্রবাহ	ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **শৈত প্রবাহ** হলে মোট আবাদী জমির মধ্যে ৩৫২১ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। শৈত প্রবাহের কারণে সকল ইউনিয়নের ছোট, বড় ৮২৫ টি পুকুরের প্রায় ২০,০০০০/- টাকার মাছ মারা যেতে পারে । ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের মত শৈতপ্রবাহ হলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়েরিয়া, ২% লোক আমাশয় ১% টাইফয়েট ১% লোকের জন্ডিস ৫% লোকের ডায়েরিয়া জনিত এবং ৩% লোক চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্বাভবনা রয়েছে ।	• অনাবৃষ্টি। • ভূ-গভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া।	• সামাজিক বনায়নের অভাব	• জলবায়ু পরিবর্তন

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১	গ্রাম বিকাশ কেন্দ	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৬৮৯০	০১ টি	১/১/০৯ হতে ৩১/১২/১৫
২	গন উনড়বয়ন কেন্দ	মঙ্গা নিরসনের জন্য	৭৮৪৫	০১ টি	১/১/১০ হতে ৩১/১২/১৬
৩	ইউ এস টি	বিপদাপনড়ব জনগোষ্ঠি চিহ্নিত করন	১১৫২০	০১ টি	১/৬/১১ হতে ৩১/১২/১৪
৪	আর ডি আর এস	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৯৫৪০	০১ টি	১/১/১০ হতে ৩১/১২/১৭
৫	সি সি ডি বি	মঙ্গা নিরসনের জন্য	৮৩২১	০১ টি	১/১/১১ হতে ৩১/১২/১৪
৬	ব্র্যাক	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৭৫৪০	০১ টি	১/১/১০ হতে ৩১/১২/১৫
৭	এস,কে,এস	দুর্যোগ ঝুকি ও সম্পদ চিহ্নিতকরন আপদকালীন পরিকল্পনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতা উন্নয়ন দুর্যোগের আগাম সর্তকীকরন বাতা সঞ্চালন দুর্যোগ সেচ্ছাসেবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সক্রিয়করণ দুর্যোগের ঝুকি হ্রাসের জন্য অবকাঠামো তৈরি ও উন্নয়ন করা দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বিকল্প জীবিকা উন্নয়ন দুর্যোগ কালীন শিক্ষা	৮৭৫২	০১ টি	১/১/০৮ হতে ১/১/১৭

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা :

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্প-নার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১	ওয়ার্ড বা গ্রাম পর্যায়ে দল গঠন	৭০ টি দল	২,০০,০০০/-	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
২	স্থানীয় পর্যায়ে বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ	৬৩ টি	৪০,০০০/-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৩	বন্যা/ ঘটিত আপদের আগাম বার্তা প্রচারে পতাকা ব্যবস্থা উন্নয়ন	৬৩ টি	২০,০০০/-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৪	স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা/ ঘটিত আপদের আগাম সংবাদ প্রচারে লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন	৬৩ টি	১,০০,০০০/-	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৫	আশ্রয় কেন্দ্র মেরামত	৫ টি	২,৫০,০০০/	ইউপি, পৌরসভ	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৬	মোবাইল স্বাস্থ্য ক্লিনিক পরিচালনা	৭ টি	১০,০০,০০০/-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৭	মহড়ার আয়োজন	১৪টি	১,৪০,০০০/-	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৮	দুযোর্গ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭ ইউনিয়নে ৭ টি	৩৬,০০০/-	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৯	শুকনা খাবার, জীবনরক্ষা কারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তত রাখা	শুকনো -৪ টন চাল/ডাল-৫ টন	৪,৫০,০০০/-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
১০	দুর্যোগ বিষয়ে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৮০ টি স্কুলে	১,৭০,০০০/	স্কুলে	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
১১	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ফোন নং সংরক্ষণ করা	UzDMC ,UDMC এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার		ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায়	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
১২	• দুযোর্গে পূর্বে সর্তকবার্তা ও জরুরী সর্তক বার্তা প্রচার, পাকা ধান কর্তন, মাড়ায় করতে বলা, খাড়া ধান মাটির সাথে পাড়িয়ে শুয়ে	৬৩ টি	১,০০,০০০/-	ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে	দুর্যোগের ঠিক পুর্ব মুহুর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্প-নার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
	দেওয়া। • পশুদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসতে বলা । • খাবার পানির টিবওলের মুখ ভালো ভাবে বেধে রাখা। • শুকনা খাবার সহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (দলিল, গহনা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি) মাটির নিচে পুতে রাখতে বলা • গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী নিরাপদ স্থানে নিতে বলা • গর্ভবতী মহিলা, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যেতে বলা • বিশুদ্ধ খাবার পানি সংগ্রহ করে রাখতে বলা • সতর্ক সংকেত অনুযায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে বলা)									

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১.	নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধির জন্য জরুরীভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়ার ব্যবস্থা করা।	৬৩	৫০,০০০/-	পুরো উপজেলার ইউনিয়রে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে	দুর্যোগ মুহুর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	কার্যক্রমগুলো এলাকার দুর্যোগ কালীন সময়ে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে।
২.	আক্রান্তদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্রে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেয়া	২৫০০০ পরিবার	১০০০০০/	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৩.	উজানে নিকটস্থ নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে অথবা ঝড়ের পূর্বাভাস আসার সাথে সাথেই জরুরী সভা আয়োজন এবং বার্তা প্রচার করা।	৬৩	-	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৪.	বিশুদ্ধ পানি ও পায়খানার ব্যবস্থা করা।	২৫০০০ পরিবার	-	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৫.	শুকনো খাবার বিতরন করা	৬৩	-	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৬.	আইন শৃঙ্খলা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা	চুরি ডাকাতি করতে না দেওয়া	-	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৭.	আহত ব্যাক্তিদের ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	৬৩	-	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
	প্রতিদিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ	৬৩	-	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
					দুর্যোগ মুহুর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১.	উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা যত দ্রুত সম্ভব	৬৩ টি	১,০০,০০০/-		দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। দ্রুত পুণর্বাসন ও জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে।
২.	আহত মানুষ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রয়োজন হলো ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।	৬৩ টি	১,০০,০০০/	ইউপি,	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৩.	মৃত মানুষ দাফন ও গবাদি পশু অপসারণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা	৬০০	১,০০,০০০/-	ইউপি,	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৪.	৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপন ও চাহিদা পুরণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা	৬৩ টি	---	ইউপি,	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৫.	অধিক ক্ষতি গ্রস্থদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা	৯০০০ টি	১,২০,০০০০০	ইউপি,	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৬.	ধবংসাবশেষ পরিষ্কার করা	৬৩ টি	১,৮৫,০০০	ইউপি,	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৭.	প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা	৬৩ টি	-	ইউপি,	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৮.	জরুরী পূণর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা করা	৬৩ টি	-	ইউপি,	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৯.	ঋনের কিস্তি বন্ধ ও সুদ মুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা	১৫০০ পরিবার			দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝঁকিহ্রাস সময়ে

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
Hardware Intervention										
১	আশ্রয় কেন্দ্র	১০ টি	প্রতি টি এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা।	**কঞ্চিপাড়া ইউনিয়ন** ৪ নং ওয়াডে ১ টি, ৪ নং ওয়াডে ১ টি। **উড়িয়া ইউনিয়ন** ৩ নং ওয়াডে ১ টি, ৯ নং ওয়াডে ১ টি । **ফজলুপুর ইউনিয়ন** ৫ নং ওয়াডে ১ টি , ৬নং ওয়াডে ১ টি। **গজারিয়া ইউনিয়ন** ২ নং ওয়াডে ১ টি, ৫ নংওয়াডে ১ টি। **ফুলছড়ি ইউনিয়ন** ৪ নং ওয়াডে ১ টি , ৬ নং ওয়াডে ১ টি।	অক্টোবর-মে মাস	৫০%	-	-	৫০%	উপজেলা ও ইউপি সাথে সমম্বয় করে।
২	স্যানিটেশন	৬৭১২টি	প্রতিটি আটাশ হাজার টাকা করে।	**উড়িয়া ইউনিয়ন** ১ নং **ওয়ার্ডে**-১১০টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৮৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১২৪টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৭৮টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৪০টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৯০টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৭০টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১২৫টি, ৯ নং ওয়ার্ডে-১৪০টি। **মোট** ৮৬২**টি।** **উদাখালী ইউনিয়ন** **১ নং ওয়ার্ডে- ১০০ টি । ২ নং ওয়ার্ডে - ৯৫ টি । ৩ নং ওয়ার্ডে - ৯৫ টি। ৪ নং ওয়ার্ডে- ৭০ টি । ৫ নং ওয়ার্ডে -১০০ টি। ৬ নং ওয়ার্ডে- ১১৫ টি। ৭ নং ওয়ার্ডে -৮৫ টি। ৮ নং ওয়ার্ডে- ১১১ টি। ৯ নং ওয়ার্ডে- ১২০ টি। মোট-৮৯১ টি।** **গজারিয়া ইউনিয়ন** **১ নং ওয়ার্ডে-১০৯টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৯৮টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৯৯টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৭৮টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১২০ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৯৫টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৮০টি, ৮ নং**	ডিসেম্বর - এপ্রিল	৪০%	১০%	১০%	৪০%	উপজেলা, ইউপি, কিমিউনিটি ও এনজিওদের বাষিক উন্নয়ন পরিক্লপনার সাথে সমন্বয় করে।

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
				ওয়ার্ডে-১৪৫টি, ৯ নং ওয়ার্ডে-১২৫টি। মোট-৯৪৯টি। **ফুলছড়ি ইউনিয়ন** ১ নং ওয়ার্ডে-১১৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৯৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৯৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৭০টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১০০টি, ৬নং ওয়ার্ডে-১১২টি, ৭নং ওয়ার্ডে-৮৯টি, ৮নং ওয়ার্ডে-১২০টি, ৯নং ওয়ার্ডে-১১৪টি।মোট-৯১০ টি। **এরেন্ডাবাড়ী ইউনিয়ন** ১ নং ওয়ার্ডে-১২০টি, ২ নং ওয়ার্ডে-১০০টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৮৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৯০টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১২০ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১১৫টি।, ৭ নং ওয়ার্ডে-১০০টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১২৫টি, ৯ নং ওয়ার্ডে-১২৮টি। মোট-৯৮৩ টি। **ফজলুপুর ইউনিয়ন** ১ নং ওয়ার্ডে-৯৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে-১২৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১৩৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১২৪টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১৩৪টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১৩৩টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১২৫টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১২৫টি, ৯ নং ওয়ার্ডে-১৩০টি। মোট-১১২৫ টি। **কঞ্চিপাড়া ইউনিয়ন** ১নং ওয়ার্ডে-৯৫টি, ২নং ওয়ার্ডে-১০০টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১২৫টি, ৪নং ওয়ার্ডে-১১৫টি, ৫নং ওয়ার্ডে-১৩২টি, ৬নং ওয়ার্ডে-১১০টি, ৭নং ওয়ার্ডে-১০৫টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১০০টি, ৯নং ওয়ার্ডে-১১০টি। মোট-৯৯২ টি।						
৩	কালভার্ট	৮৮ টি	প্রতিটি ২.৫ লক্ষ টাকা মাত্র	**কঞ্চিপাড়া ইউনিয়ন** ১ নং ওয়ার্ডে- ১ টি ,৩ নং ওয়ার্ডে- ২ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে -২ টি , ৫ নং ওয়ার্ডে- ১ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে- ১ টি, মোট = ৭ টি। **উড়িয়া ইউনিয়ন**	নভেম্বর-এপ্রিল	৫০%	-	১০%	৪০%	উপজেলা, ইউপি, কিমিউনিটি ও এনজিওদের বার্ষিক

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				১ নং ওয়ার্ডে-২টি , ২ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি, মোট = ১০ টি। **উদাখালী ইউনিয়ন** **১ নং ওয়ার্ডে-২টি , ২ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৯ নং ওয়ার্ডে-২ মোট = ১১ টি।** **গজারিয়া ইউনিয়ন** **১ নং ওয়ার্ডে-২টি , ২ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৯ নং ওয়ার্ডে-১ মোট=১২ টি।** **ফুলছড়ি ইউনিয়ন** **১ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে-১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৯ নং ওয়ার্ডে-২ মোট=১৩ টি।** **এরেন্ডাবাড়ী ইউনিয়ন** **১ নং ওয়ার্ডে- ৩ টি , ২ নং ওয়ার্ডে-৩ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে -২ টি , ৫ নং ওয়ার্ডে- ২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে- ২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে-২ মোট=১৬ টি।** **ফজলুপুর ইউনিয়ন** **১ নং ওয়ার্ডে-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৯ নং ওয়ার্ডে-১ মোট = ১১টি।**						উন্নয়ন পরিক্লপনার সাথে সমন্বয় করে।
৪	মাঠ উচুকরণ	২২৫ টি	প্রতিটি মাঠভরাট তিন লক্ষ টাকার উপরে।	**কঞ্চিপাড়া ইউনিয়ন** **মসজিদের মাঠ উচুকরণ-** পূর্ব মদনের পাড়া, পশ্চিম মদনের পাড়া, হোসেনপুর, দক্ষিণ হোসেনপুর, ধনারপাড়া, পূর্ব কঞ্চিপাড়া খলাইহারা, পূর্ব কঞ্চিপাড়া রেইল গেট, কাইয়ার হাট মধ্য কঞ্চিপাড়া দারগার বাড়ী, মোট ১২টি	ডিসেম্বর-এপ্রিল	৩০%	১০%	২০%	৪০%	উপজেলা, ইউপি, কিমিউনিটি ও এনজিওদের বাষিক

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				খেলার মাঠ উচুকরণ ঃ-একাডেমী স্কুল মাঠ- ১ টি। **স্কুলের মাঠ উচুকরন ঃ** কঞ্চিপাড় এম এ ইউ একাডেমী, মানিক কোড় জোর উচ্চ, কঞ্চিপাড় খবিরিয়া আলিম মাদ্রাসা, কঞ্চিপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, মদনের পাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃগৌরিপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, কঞ্চিপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, মোট-৬ টি। **উড়িয়া ইউনিয়ন** **মসজিদের মাঠ উচুকরণ-** কাবিলপুরে , নয়ান, সাত আনা, মোট- ২ টি **স্কুলের মাঠ উচুকরন ঃ** গুনভূরী দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, উড়িয়া চিকির পটল রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা, পূর্ব কাবিরপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ দঃ রতনপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, মোট-৪ টি। **উদাখালী ইউনিয়ন** **মসজিদের মাঠ উচুকরণ-** বরাইল, ছালুয়া, হরিপুর, সিংড়িয়া, উদাখালী, বটের ভিটা, সারিয়াকান্দি, দ: কাঠুর, সারিয়াকান্দি, জোর ভিটা, বটের ভিটা জামে মসজিদ। মোট-১১ টি। **খেলার মাঠ উচুকরণ** ঃ- উদাখালী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ। **স্কুলের মাঠ উচুকরন ঃ** উদাখালী হাইস্কুল, উদাখালী আর্দশ বালিকা উচ্চ বিদ্যাঃ গলাকাটি দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, নিলের ভিটা সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, মোট-৪ টি। **গজারিয়া ইউনিয়ন** **মসজিদের মাঠ উচুকরণ-** গলনা, জিয়াডাঙ্গা, কাতলামারী, বাড়াইকান্দি, মোট-৪ টি। **খেলার মাঠ উচুকরণ** ঃ-পাইলট স্কুল মাঠ। মোট-১ টি। **স্কুলের মাঠ উচুকরন ঃ** কাতলামারী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, জিয়াডাঙ্গা সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ						উন্নয়ন পরিক্লপনার সাথে সমন্বয় করে।

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
				ঝানঝাইর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, মোট-৩ টি। ফুলছড়ি **ইউনিয়ন** **মসজিদের মাঠ উচুকরণ-** টেংরাকান্দি, সবুর নগর, পেপুলিয়া, পারুল, গাবগাছি, খঞ্চাপড়া, **মোট-৬ টি।** **স্কুলের মাঠ উচুকরন ঃ** কালুর পাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, মিংরিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ দেলুয়াবাড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, বাজে ফুলছুড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, মোট-৪ টি। **এরেন্ডাবাড়ী ইউনিয়ন** **স্কুলের মাঠ উচুকরন ঃ** দঃ হরিচন্ডি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ,ভাটিয়াপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ পাগলারচর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, দঃ স্যামিরচর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, উঃ চরমোহন সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, মোট- ৫ টি। **ফজলুপুর ইউনিয়ন** **মসজিদের মাঠ উচুকরণ-** খাটিয়ামারি মসজিদ, কোচখালী, উজালের ডাঙ্গা, ইয়াবাধা, চৌমহন, প: নিশ্চিন্তপুর, কৃষ্ণমনি, খাটিয়ামারী, নিশ্চিন্তপুর, চন্দনস্বর, চৌমহন, প্রভৃতি এলাকায় অবস্থি মোট-১১ টি মসজিদ। **স্কুলের মাঠ উচুকরন ঃ** দঃ কৃষ্ণমনি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, মোকাবিলপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, কৃষ্ণমনি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, নহরপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, মোট- ৪ টি।						

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাঃ শাহারুল ইসলাম মোঃ আবু হেনা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমকর্তা- ০১৭১৯৪৩১০৪৫

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশনসেন্টার (EOC):

উপজেলায় দুর্যোগকালে একটি জরুরী অপারেশন সেন্টার গঠিত হয়। উক্ত সেন্টার দুর্যোগকালে সাড়া প্রদানের কার্যকরী ভূমিকা পালনকরে ও সাথে সাথে সমন্বয় প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্যযে, জরুরী অপারেশন সেন্টার ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। উক্ত সময়ে ঐ সেন্টার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ পরীক্ষন, পরিদর্শন ও সম্পরদর ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

জরুরী অপারেশন সেন্টার টি উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার এর রুমে খোলা হয়। ঐ সেন্টারে একটি টেলিফোন ব্যবহার করা হয়| ঐ সেন্টারে একটি অপারেশন সেন্টার, ১টি একটি কন্টলরুম ও ১টি যোগাযোগ সেল থাকে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবী ও মোবাইলন স্বরের তালিকা প্রদান করা হলোঃ-

ক্রমিকনং		পদবী	মোবাইল নম্বর
১.	মোঃ হাবিবুর রহমান	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১২৫১৬১৬৭
২.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১৭১৬০২৫৬৭৮
৩.	শাহারুল উসলাম মোঃ আবু হেনা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১২২৩৩৬৭৫
৪.	মোঃ সাইদুর রহমান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১৭১৪৬৭৬৬৯৮

৪ ১.১.জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

দুর্যোগ সংগঠনের পরপরই উপজেলা কার্যালয়ে কন্টোল রুম পালাক্রমে ৪জন করে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য বৃন্দ উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করে। সাথে সাথে উক্ত সেন্টারে একজন পুলিশও উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্যযে উপজেলা দায়িত্বশীল ব্যক্তি বর্গ কন্টোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকে প্রতি রুমে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালা ক্রমে দিবা রত্রি (২৪ ঘন্টা) কন্টোল রুমের দায়িত্ব পালন করে। যোগাযোগ রুম থেকে সার্বক্ষনিক জেলা ও ইউনিয়নে পর্যায়ে ফোন , মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়।

দুর্যোগ কালে থানা নির্বাহি অফিসার এর কার্যলয়ে কন্টোল রুম গঠন করা হয়। যেখানে একটি রেজিষ্টার থাকে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব পালন / গ্রহন করবে তা উল্লেখ থাকে এবং দায়িত্ব সময়ে কি কি সংবাদ পাওয়া গেল ও কি কি সংবাদ কোথায় , কার নিকট প্রেরন করা হলো তা লিপি বদ্ধ করা হয়। উক্ত কন্টোল রুমে একটি ইউনিয়ন ভিত্তিক (এলজিইডি) ম্যাপ থাকে। উক্ত ম্যাপে ইউনিয়নের অবস্থান বিভিন্ন জায়গায়, যাতায়াতের রাস্তা,খাল, বাধ ইত্যাদি লিপি বদ্ধ আছে। উল্লেখ্যযে উক্ত রুমে কোন ঝুকি ম্যাপ নাই।

দুর্যোগের পরপরই ঐ ম্যাপে বেশী ক্ষতি গ্রস্থ এলাকা চিহিত করা হয়। বিশেষ উল্লেখ্য যে, কন্টোল রুমে দায়িত্ব পালনের সুবিদার্থে তেমন কোন সরজ্জাম নাই। যেমনঃ- বড় টর্চলাইট, গামবুট, লাইফজেকেট, ব্যাটারী, রেইনকোট ইত্যাদি নাই।

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা

ক্র. নং	কাজ	একক	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্য করবে	কি ভাবে করবে	যোগাযোগ
১	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	জন	৭ টি ইউনিয়নে মোট ৮৪০	ফেব্রুয়ারী -মার্চ মাসে	ইউপিচেয়ারম্যান	UzDM C ও বেসরকারী সংস্থা এবং জনগোষ্টি	প্রশিক্ষনপ্রদান,সরঞ্জামসরবরাহ,ব্যক্তিগতযোগাযোগ	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
২	সতর্ক বার্তা প্রচার	জনসংখ্যা	৭ টি ইউনিয়নে ১০০%	সতর্ক বাঁতা পাওয়ার সাথে সাথে	দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক	গ্রামপুলিশ	মাইক্রোফোন,মেগাফোন, সাইরেনওড্রামবাজিয়ে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
৩	নৌকা / গাড়ী / ভ্যান প্রস্তুতরাখা	সংখ্যা	৭ টি ইউনিয়নে ৭০ টি	দুর্যোগেরপূর্বে / সম্ভব্যফেব্রুয়ারী -মার্চ মাসে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	UP সদস্য	নৌকা, গাড়ী ও ভ্যান চালকের সাথে আলোচনা করে তাদে ফোন নং সংরক্ষণ করা	ঐ
৪	উদ্ধার কাজ ব্যবস্থাপনা	জন সংখ্যা	১০,০০০	ঐ	ঐ	বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির	উদ্ধার কাজ করতে পারে এমন কিছু স্বেচ্ছাসেবক	UzDM Cও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত

ক্র. নং	কাজ	একক	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্য করবে	কি ভাবে করবে	যোগাযোগ
						জনগণ	নির্ধারণ করে ওরিয়েন্টেশন প্রদানএবংজীবনরক্ষাকারীসরঞ্জামসহযাত্রিকনৌকাব্যবহারকরে	প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৫	প্রাথমিক চিকিৎসা / স্বাস্থ্য	সংখ্যা	৭ টি ইউনিয়নে৭ টি	ঐ	ঐ	ঐ	নিকটের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগাযোগ ও ফোন নং সংরক্ষণ করা	উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৬	সৎকার মাটিতেপোতা	সংখ্যা	১৫০ জন	ঐ	ঐ			UzDM Cও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৭	শুকনা খাবার, ডাল/চাল, গৃহ নির্মান উপকরণ ও জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত	শুকনাখাবার	৪ টন	দুর্যোগেরপূর্বে	UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।	স্থানীয়ব্যবসায়ীও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	কমিউনিটি ও সংস্থা যারা খাবার ও ঔষধ দিতে পারে তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা ও ফোন নং সংগ্রহ করে	UzDMCও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
		ডাল/চাল	৬ টন					
		ওষুধ	২৫০ জন					
৮	গবাদীপশুর চিকিৎসা / টিকা	ঔষধ (জন)	৭০০ টি	দুর্যোগেরপূর্বেওপরে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	কমিউনিটির জনগণ	ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে	UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা
৯	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ (মেরামত)	সংখ্যা	২৫ টি	দুর্যোগেরপূর্বে / সম্ভব্যফেব্রূয়ারী - মার্চ মাসে	ঐ	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	সরাসরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধান করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১০	ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়করা	দল	২১ টি	ঐ	ঐ	ঐ	যে সব প্রতিষ্ঠান / ব্যাক্তি ত্রাণ দিবে তাদের সাথে যোগাযোগ করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১১	মহড়ার আয়োজন করা (সতর্কবার্তা, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রা. চিকিৎসা)	সংখ্যা	১৪	ঐ	ঐ	ঐ	যে সব এলাকায় বেশী দুর্যোগ প্রবন সে সব এলাকায় সরাসরি স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটির জনগণকে সাথে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন আপদের	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।

ক্র. নং	কাজ	একক	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্য করবে	কি ভাবে করবে	যোগাযোগ
							উপর মহড়া করা	
১২	জরুরীকন্ট্রোলরুম পরিচালনাকরা (অপারেশন,ক ন্টোলওযোগাযো গরুম)	রুম	৫	দুর্যোগেরপূর্বে			কন্ট্রোল রুমের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করা	জেলাদুর্যোগব্যবস্তা পনাকমিটিরসাথে যোগাযোগ

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দলগঠন করা ।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরন বার্তা প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা উদ্ধার ও অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে সর্তক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিশ্চিত করবেন।
- ৫নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষনা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল মাদ্রাসার ঘন্টা বিপদ সংকেত হিসেবে একটানা ভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
- ৮নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুকিপূর্ণ এলাকার জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দিবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়নিবে তা জানিয়ে দিবেন।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান

- অত্যাধিক ঝুকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য জেলা/উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- অস্হায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্হাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধ শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতেহাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃত দেহ সৎকার ও গবাদী পশু মাটি দেওয়ার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবক সহায়তায় ওয়ার্ড ভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন

- দুর্যোগপ্রবন মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্র গুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্হানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ।
- আশ্রয়কেন্দ্রেনিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা।
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরুরী খাদ্য, ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তা করণ।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিইউনিয়নেকতগুলো ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোন গুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকা মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা প্রদান করবেন।

- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নাম্বার সংরক্ষিত থাকবে।

৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ

- দূর্যোগ অব্যাহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে “এস ও এস ফরম” ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে ‘‘ড’’ ফরমে ইউনিয়ন পরিষদচেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরেথেকে ত্রাণ বিতরণকারীদল আসলে তারা কি পরিমান বা কোন ধরণের ত্রাণ সামগ্রী পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।
- ইউনিয়ন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দর পরিমান ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমান/ সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষনিকভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার যেমন- চিড়া, মুড়ি, ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মানের উপকরণ যথা- ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহকরবে।
- ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও ত্রাণ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সী ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ে দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা

- উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউপি ভবন/ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংরক্ষন করতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণি চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যাক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণি চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্তকরনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগমহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবর্তী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়া যাওয়াকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রের যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুকিপূর্ণ গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় জরুরী কন্ট্রোলরুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রী কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদ সচিব সার্বক্ষনিকভাবে তত্তাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/ নিরাপদ স্থান সমুহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থানআশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র,স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা,বাঁধআশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে
- প্রতিটির বিস্তারিতবর্ননালিখতে হবে।
- নিম্নের টেবিলের মাধ্যমেওদেখাতে হবে

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা

ক্রঃ	আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
০১	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	ওয়াপদা বাধ	কাঞ্চিপাড়া	৩০ পরিবার	
০২	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	কাবিলপুর বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	উড়িয়া	৪০ পরিবার	রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে আশ্রয় কেন্দ্র গুলো প্রয় ব্যবহারের অনুপযোগী।
০৩	স্কুল কাম শেলটার	কাটিয়ার ভিটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়		২০ পরিবার	
০৪	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	কাবিরপুর নাকিব গুচ্ছ গ্রাম মাঠ		৩৫ পরিবার	
০৫	স্কুল কাম শেলটার	কাবিলপুর মোল্লাবাজার সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়		২৫ পরিবার	
০৬	স্কুল কাম শেলটার	কাবিলপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়		২০ পরিবার	
০৭	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	ওয়াপদা বাঁধ		৪০ পরিবার	
০৮	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	ওয়াপদা বাঁধ	উদাখালী	২৫ পরিবার	
০৯	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	গলনা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	গজারিয়া	২০ পরিবার	
১০	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	পুব গলনা এস কে এস বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র		৫০ পরিবার	
১১	স্কুল কাম শেলটার	আংগারিদহ সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ		২০ পরিবার	
১২	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	ঝানঝাইর এস কে এস বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র		৫০ পরিবার	
১৩	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	গলনা আদশ গ্রাম		২০ পরিবার	
১৪	স্কুল কাম শেলটার	গজারিয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ		২০ পরিবার	
১৫	কলেজ কাম শেলটার	ফুলছড়ি ডিগ্রী কলেজ		৫০ পরিবার	
১৬	স্কুল কাম শেলটার	ফুলছড়ি মডেল সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ		২৫ পরিবার	
১৭	স্কুল কাম শেলটার	দক্ষিন পুলার সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	ফুলছড়ি	২৫ পরিবার	
১৮	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	দেলুয়াবাড়ি এস, কে, এস বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র		৫০ পরিবার	
১৯	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	র্পুব পারুল বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র		৩৫ পরিবার	
২০	স্কুল কাম শেলটার	টেংরাকান্দি এস এ সবুর দাখিল মাদ্রাসা		৫০ পরিবার	
২১	স্কুল কাম শেলটার	জামিরা সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ		২০ পরিবার	
২২	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	বাজে ফুলছড়ি গুচ্ছ গ্রাম		৫০ পরিবার	
২৩	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	দেলুয়া বাড়ি গুচ্ছ গ্রাম		৫০ পরিবার	
২৪	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	পুব গাবগাছি শাপলা বাজার বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র		৫০ পরিবার	
২৫	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	ফুলছরি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র		৪৫ পরিবার	
২৬	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	হরিচন্ডি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	এরেন্ডাবাড়ি	৫৫ পরিবার	
২৭	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	ডাকাতিয়ার চর বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র		৫০ পরিবার	
২৮	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	আনন্দ বাড়ি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র		২৫ পরিবার	
২৯	স্কুল কাম শেলটার	এরেন্ডাবাড়ি সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ		২০ পরিবার	
৩০	স্কুল কাম শেলটার	জিগাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়		২০ পরিবার	
৩১	স্কুল কাম শেলটার	আলগারচর বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র		৫০ পরিবার	
৩২	স্কুল কাম শেলটার	ভাটিয়া পাড়া বাজার		৪০পরিবার	
৩৩	স্কুল কাম শেলটার	হরি চন্ডি সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ		২০ পরিবার	
৩৪	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	কোচখালী বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	ফজলুপুর	২৫ পরিবার	
৩৫	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	উজাল ডাংগা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র		৪০ পরিবার	
৩৬	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	কাউয়াবাধা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র		২০ পরিবার	
৩৭	স্কুল কাম শেলটার	কৃষ্ণমনি সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ		২৫ পরিবার	
৩৮	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	র্পুব খাটিয়ামারী বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র		৪০ পরিবার	
৩৯	স্কুল কাম শেলটার	চন্দনস্বর হাইস্কুল		৬০ পরিবার	
৪০	স্কুল কাম শেলটার	উত্তর খাটিয়ামারী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ		৩০পরিবার	
৪১	স্কুল কাম শেলটার	দক্ষিন খাটিয়ামারী এবতেদায়ী মাদ্রাসা		২৫ পরিবার	

প্রতিটা আশ্রয়কেন্দ্র ১৯৮৯ সালে এবং ১৯৯০ সালে তৈরী হয়েছে। যা প্রতি বছরই ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে মেরামত করা হয়ে থাকে। প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে একটি করে টিউবওয়েল ২টি ল্যাট্রিন ও একটি করে আধাপাকা টিনসেট ঘর আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে সুরক্ষিত আছে। এই সব আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং স্কুল কাম সেল্টার গুলো স্কুল ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয় । আশ্রয়কেন্দ্রে ও স্কুল কাম সেল্টার গুলোতে স্বেচ্ছাসেবকদের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নাই। আশ্রয়কেন্দ্রগুলি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সংস্কার/ মেরামতের প্রয়োজন। বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্রের সাথে বসতির সংযোগ রাস্তা ব্যবহার অনুপোযোগী। বিধায় রাস্তাগুলো পুণ:সংস্কার ও উঁচু করার প্রয়োজন। এছাড়া বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে আলোর ও খাবার পানের কোন ব্যাবস্থা নাই।

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনঃ

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দ্যুগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ অংশ। সঠিক ও সময়োগযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দ্যুগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে অন্তর্ক্ত করা হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন :

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদি পশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা

আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি :

- আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন।
- ইউপিচেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিওস্টাফ,জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতি সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা।
- এলাকা বাসির সম্মতি ক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়ীত্ব পালন করতে পারে।
- কমিটির কম পক্ষে অর্ সদস্য নারী হতে হবে।
- কমিটির দায় (আশ্রয়কেন্দ্র বিষয়ে) দায়িত্ব সম্পর্ ধারনা দেয়া-
- এলাকাবাসির সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।
- কমিটি নির্ষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবেসবার সিদ্ধান্ত খতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব , বন্টন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুরোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেবন :

- নির্রিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয়স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উচুরাস্তা

আশ্রয়কেন্দ্রে কি কি লক্ষ রাখতে হবে :

- আশ্রয় কেন্দ্রেতাবু/পলিথিন/ওআরএস/ফিটকিরি/কিছু জরুরী ঔষধ (প্যারাসিটামল, ফ্লাজিল ইত্যাদি)/পানিশোধন বড়ি/ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- খাবা রপানি ফুটানোর ব্যবস্থা রাখা
- পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা রাখা
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্না সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয় কেন্দ্রটি স্বাস্থ্য সম্মত হতে হবে
- আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরী ও ষ্টোরিং করা এবং চলে যাবার সময় তা ঠিক মত ফেরত দেয়া
- আশ্রয় কেন্দ্রে ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট ব্যাক্তি ও স্বেচ্ছাসেবকের দায়ীত্ব গ্রহণ করা।
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- গর্তবীনারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধীওশিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া

আশ্রয় কেন্দ্রে ব্যবহার :

- আশ্রয় কেন্দ্র মূলত: দুর্যোগের সময় জনসাধারণের নিরাপদ আশ্রয় এর জন্য ব্যবহৃত হয়
- দুরোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়ন মূলক কার্ক্রমে আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিকচিকিৎসার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়ারলেস ষ্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ :

- প্রতিটি আশ্রয় কেন্দ্র সুষ্ঠভাবে রক্ষণা বেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আশ্রয় কেন্দ্রে দরজা –জানালা বিণষ্টের হাত থেকে রক্ষা করে স্থানীয় ভাবে উদ্দোগ নিতে হবে।
- আশ্রয় কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিত ভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে।
- আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালা বদ্ধ রাখতে হবে।
- গাইডলাইন অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুরোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
স্কুল কাম শেলটার	চন্দনশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ জয়নাল আবেদীন জালাল	০১৭১৮৯০৮৫৮৪	
বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	গলনা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ হাসেন আলী	০১৭১৬৩৩৯৪৩১	
বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	বুড়াইল বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ আবু বাকী সরকার	০১৭৭২৮৫১৫৩১	
স্কুল কাম শেলটার	ফুলছুড়ি নিম্নমাদ্যমিক উচ্চ বিঃ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ সবুর সরকার	০১৭১৬২৮৯৯৪৭	

আশ্রয়কেন্দ্রে ব্যবস্থপনা কমিটি ঃ

গলনা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল নং
০১	শ্রী মনোতোষ রায়	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১৫২৩৪৬০৩
০২	মোছাঃ সাহেরা বেগম	মহিলা সদস্য	সদস্য	০১১৯৫১৯১০২৬
০৩	মোঃ গোলজার রহমান	সদস্য	সদস্য	০১৭৩৫৪৯৫৬৯৯
০৪	মোঃ হাসেন আলী	সদস্য	সদস্য	০১৭১৬৩৩৯৪৩১
০৫	মোঃ আঃ সাত্তার সরকার	সদস্য	সদস্য	০১৯৩৬৩৬২৯০৮
০৬	মোঃ সামসুল হক সরকার	সমাজ সেবক	সদস্য	-
০৭	মোঃ আজিজল হক (ডিলার)	সমাজ সেবক	সদস্য	-

বুড়াইল বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল নং
০১	মোঃ আঃ বাকী সরকার	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭৭২৮৫১৫৩১
০২	মোছাঃ সাজেদা বেগম	মহিলা সদস্য	সদস্য	০১৯৪৮৮২০৪৮২
০৩	মোঃ রাজ্জাক মিয়া	সদস্য	সদস্য	০১৭১০৪৫৪৮৫৩
০৪	মোঃ নুরুন্নবী সরকার	সদস্য	সদস্য	০১৯৪৭৬১৬৫৩৮
০৫	মোঃ আলম মিয়া	সদস্য	সদস্য	০১৭৫৪২০৮৮৩৪
০৬	মোছাঃ বিউটি বেগম	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭৬৭৩০৫২১১
০৭	মোঃ আঃ সোবহান মিয়া	কৃষক প্রতিনিধি	সদস্য	-

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, মো: শাহাবুল ইসলাম আবু হেনা, মোবাইল নং- ০১৭১২২৩৩৬৭৫

৪.৫ উপজেলা সম্পদের তালিকা ঃ

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
আশ্রয়কেন্দ্র	০৮ টি	ইউপি চেয়ারম্যান	আশ্রয়কেন্দ্র যথাযথ আছে। প্রতিটি ইউনিয়নের আশ্রয় কেন্দ্র গুলো সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের আওতায়।
গোডাউন	-		উপজেলায় দুর্যোগ কালে ব্যবহার উপযোগী কোন গোডাউন নাই।
নৌকা	১৪ টি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	দুর্যোগ কালে ব্যবহৃত নৌকা গুলো দুর্যোগ কমিটির পরিচালনায় ব্যবহৃত হয়।
মাটির কিল্লা	-		উপজেলায় কোন মাটির কিল্লা নাই।
গাড়ী	-		উপজেলায় দুর্যোগ কালে ব্যবহার উপযোগী কোন গাড়ী নাই।
স্পীড বোট	-		উপজেলায় দুর্যোগ কালে ব্যবহার উপযোগী কোন স্পীড বোট নাই।

৪.৬ অর্থায়ন:

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার, ইজারা, খাল-বিল ইজারার মাধ্যমে এবং কিছু ব্যবসা বানিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে। কিন্তু ইদানিং বড়হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারার ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই। যাতে আয় এর মূল উৎস্য করেগেছে। তবে সরকার বর্মানে ভূমি রেজিষ্ট্রেশনের থেকে ১% অর্ ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন। পূর্পুরোপুরি ছিল এখন আবার সেই অ র্দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবদের বেতন/ ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকি টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানিংসরকার বাৎসরিক ভাবে ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন।

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

উৎস্য / ধরণ	বাৎসরিক আয়							
	কঞ্চিপাড়া	উড়িয়া	উদাখালী	গজারিয়া	ফুলছড়ি	এরেন্ডাবাড়ী	**ফজলুপুর**	**ইউনিয়নের মোট**
বসত বাড়ীর বাৎসরিক ট্যাক্স	২১২৩২০/-	৩০৮৭১৪/-	৩৮৭৪৬২/-	৩৭৫৪৬২/-	৫০,০০০/-	৪০,০০০/	৪০,০০০/-	১৪১৩৯৫৮/-
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স পারমিট ফি	৪৫০০/-	৩৮০০/-	১১০০০/-	৯৫৬৪/-	১০,০০০/-	৮৩৫২/-	৪৬৩২/-	৫১৮৪৮/-
ইজারা বাবদ (হাট, বাজার, ঘাট, পুকুর, খোয়াড় উজারা ইত্যাদি)	১৫০০০০/-	১৪০০০০/-	১৩৫৪৬১/-	১৪২১২/-	১৫,০০০/-	১৫০০০/-	২০০০০/-	৪৮৯৬৭৩/-
সম্পত্তি হতে আয়	২০০/-	-	৪০০/-	৬৪২/-	৭৫১/-	-	-	১৯৯৩/-
ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল	১৫০৩২০/-	১৪৫৩২১/-	১৮০২৩১/-	১৫৪৩২০/-	১২০৩১০/-	৯০৮৫২/-	৮৯৬৫২/-	৯৩১০০৬/-
অন্যান্য	১২৪৫/-							

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

উন্নয়ন খাত: তথ্য পাওয়া যায়নি।

সংস্থাপন:
ইউনিয়ন পরিষদ

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা:
চেয়ারম্যান (৭জন) প্রতি: সরকারী: ১৪৭৫ এবং পরিষদ থেকে: ১৫২৫/-
এম ইউ পি (৪৯ জন) প্রতি: সরকারী: ৯৫০/-,পরিষদ থেকে: ১২০০/-
সচিব (স্কেল) ৭ জন: ৭২০৬২/-
দফাদার (৭টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: ২১০০/-
গ্রাম পুলিশ (৭টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: ১৯০০/-

গ) স্থানীয় সরকার:

স্থানীয় সরকার	বাৎসরিক অনুদান							
	গজারীয়া	উড়িয়া	কঞ্চিপাড়া	ফুলছরী	ফজলুপুর	এজেন্দাবাড়ী	উদাখালী	ইউনিয়নে মোট
উপজেলা পরিষদ	৫২০৪৯৬	৪৭৪৬৭৯	৬৪৫৮৮৫	৬৫২৭৩৬	৬৪৪৭৫২	৭৭৪৫৩৯	৬০৭৪১৮	৪৩২০৫০৫
উপজেলা পরিষদ	৬২৭১০৬	৫৭২১৬১	৭৭৭৯৩৪	৭৮৫৪৪৯	৭৭৫৩১৫	৯৩০৯৯৯	৭৩১৮৪২	৫২০০৮০৬
জেলা পরিষদ								

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার নাম	বাৎসরিক অনুদান টাকা								
	গজারীয়া	উড়িয়া	কঞ্চিপাড়া	ফুলছরী	ফজলুপুর	এজেন্দাবাড়ী	উদাখালী		ইউনিয়নে মোট
সিডিএমপি									
এডিপি								-	

বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পরিষদেকে সরাসরি অর্থায়ন করছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে ইউনিয়ন পরিষদের স্বক্ষমতা, স্বচ্ছতা সর্বপরি সুশ্বাসনের উপর । ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগ গুলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে । প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুরোগ ঝুঁকি হ্রাসকে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরী, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে ।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ হাবিবুর রহমান	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১২৫১৬১৬৭
০২	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১৭১৬০২৫৬৭৮
০৩	মোঃ মেহেদিউল শহিদ	সহকারী কমিশনার ভূমি	০১৭১২৭০৮৯২৪
০৪	মোঃ আসাদুজ্জামান	উপজেলা মৎস কর্মকর্তা	০১৭১১০১৬০৭৯
০৫	মোঃ সাইদুর রহমান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১৭১৪৬৭৬৬৯৮
০৬	মোঃ আব্দুর রব	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	০১৭১২৬৩৭০৪৪
০৭	শাহারুল উসলাম মোঃ আবু হেনা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১২২৩৩৬৭৫

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ হাবিবুর রহমান	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১২৫১৬১৬৭
০২	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১৭১৬০২৫৬৭৮
০৩	শাহারুল উসলাম মোঃ আবু হেনা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১২২৩৩৬৭৫
০৪	মোঃ সাইদুর রহমান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১৭১৪৬৭৬৬৯৮
০৫	আ, ফ,ম হাসান	সহঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	০১৭১২০০৯১৫

কর্মপরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবইল নম্বর
০১	শাহারুল উসলাম মোঃ আবু হেনা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১২২৩৩৬৭৫
০২	মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭২৮৯০৭৬৩৭
০৩	এ,কে,এম আকতারুল আহসান	উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডি	০১৭১২২২৬৭৩৩
০৪	এস,এম আকরাম হোসেন	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	০১৭১১০৬৫৫৩২
০৫	শ্রীমতি রনজিতা রানী	সদস্য এনজিও প্রতিনিধি	০১৭২৫৪৪৮৫২৬

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবইল নম্বর
০১	মোঃ হাবিবুর রহমান	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১২৫১৬১৬৭
০২	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১৭১৬০২৫৬৭৮
০৩	মোছা: রাশেদা বেগম	ইউপি সদস্য	০১৭৩৫১০১২১২
০৪	মোছা: আরফিন সুলতানা	সদস্য এনজিও প্রতিনিধি	০১৭৩১৯৮২০৯২
০৫	মো: মকবুল হোসেন	সদস্য সাধারন কমিটি	০১৯৪৯১২৫১২৬
০৬	মো: আব্দুল হামিদ	সদস্য সাধারন কমিটি	০১৭২৫৮৫৩৮৫১
০৭	মো: আনোয়ার হোসেন	সদস্য সরকারী প্রতিনিধি	০১১৯৭১২৫৭০৪

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা : প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শাহারুল ইসলাম মো: আবু হেনা, মোবাইল নং- ০১৭১২২৩৩৬৭৫, ইউপি সচিব : মো: মোয়াজ্জেম হোসেন ,মোবাইল নং- ০১৭১৬৬৯৭৭৬৫

পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধার ও পূর্নবাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন :

খাতসমূহ	বর্ণনা
কৃষি	• ফুলছড়ি উপজেলায় ১৯৮৮ সালের **বন্যায় উরিয়া ইউনিয়নের** মোট ৩২৪৭ একর ফসলী জমির মধ্যে ৮৫০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং ৮০ একর জমির পাট, ৪৫ একর জমির অন্য শস্য, বীজতলা, ৫০০ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ, (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ২০০ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যপক ক্ষতি হয়েছে । **ফুলছড়ি ইউনিয়নেরঃ** আবাদী মোট ৩৮১৯ একর ফসলী জমির মধ্যে ৫৬০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ২৫০ টি গবাদী পশু , ৫৪০ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ২৫০ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যপক ক্ষতি হয়েছে । ৩৬৮১ একর জমির মধ্যে ৯৫ একর আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । ৩২০টি গবাদী পশু , ৫২২ বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ১৫০ টি ঔষধি গাছসহ ব্যপক ক্ষতি হয়েছে । ভবিষ্যৎতে ১৯৮৮ এর মত বন্যা হলে বা এর চেয়ে বেমী বন্যা হলো এই ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। • **নদী ভাঙ্গনঃ ফুলছুড়ি উপজেলায়** ২০১২ **নদী ভাঙ্গানের কারণে কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের ৪১২১ উরিয়া আবাদী জমির মধ্যে** ২৯০ **একর জমির, গজারিয়া ইউনিয়নের মোট** ৩৬৮১ **একর আবাদী জমির মধ্যে** ২১০ **একর জমির ও উড়িয়া ইউনিয়নের মোট** ৩২৪৭ **একর আবাদী জমির মধ্যে** ২১০ **একর জমির ফসলের ক্ষতি হয় । জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন আপদের মাত্রা বেড়ে গেলে নদী ভাঙ্গান আরো বেশী হবে । এতে ক্ষয়-ক্ষতি বর্তমান কালের চেয়ে বেশী হবে।** • কালবৈশা**খী ঝড়**ঃ ফুলছড়ি উপজেলায় কারবৈশাখী ঝড়ের কারণে ২০১১ সালে ৭৫ একর জমির ইরি ধান ২০ একর জমির সবজি চাষ চাষ ব্যাহত হয়। **ভবিষ্যৎতে** ২০১১ **সালের মত কালবৈশাখী ঝড় হলে ক্ষতির পরিমান আরো বেড়ে যাবে।** • ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **খরা** হলে ৯ টি ইউনিয়নের মোট ফসলী জমির মধ্যে ২৬৭১ একর জমির ইরি ধান, ৯০ একর জমির সবজি বাগান, বীজতলা, ভবিষ্যৎতে এর চেয়ে বেশী খরা হলে ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। • ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **শৈত্যপ্রবাহে** ৯টি ইউনিয়নের মোট ১৮০০ একর জমির ফসলের ক্ষতি হয়।
মৎস	ফুলছড়ি উপজেলায় ১৯৮৮ সালের **বন্যায়** এরেন্ডাবাড়ি, ফজলুপুর ও ফুলছুড়ি ইউনিয়নের ৪৩ টি পুকুরের ৯০% মাছ বন্যার পানিতে ভেসে যায়। উরিয়া ফুলছড়ি উপজেলার মোট ৮২৫ পুকুরে মধ্যে প্রায় ৬৫ টি পুকুরের মাছ পানিতে ভেসে যায়। মাছ চাষ পেশায় প্রায় ১০০ পরিবার মারাত্নকভাবে ক্ষতি-গ্রস্থ হয়। ভবিষ্যতে এর চেয়ে বেশী বন্যা হলে ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। **ফুলছড়ি উপজেলায়** ২০১২ **সালের নদী ভাঙ্গানের কঞ্চিপাড়া, গজারিয়া উড়িয়া ইউনিয়নের মোট** ৮ **টি পুকুর নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায়** ফুলছড়ি উপজেলাতে ২০১০, সালের খরা**য়** ৩৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হয় । জলবায়ু পরিবর্তনে দিন দিন খরা বেড়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎতে খরা সমস্ত অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলবে। ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের **শৈত্যপ্রবাহে** ৯ টি ইউনিয়নের মোট ছোট, বড় ৮২৫ টি পুকুরের প্রায় ২০,০০০০০/- টাকার মাছ মারা যায়। আগামী দিনে ২০০৯ সালের **শৈত্যপ্রবাহের** চেয়ে বেশী শৈত্যপ্রবাহ হলে মৎসচাষীরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। মাছের অবাব দেখা দিবে ।
গাছপালা	ফুলছড়ি উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত **বন্যায়** মোট ৭ টি ইউনিয়নে ৯৪৫ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৭৫০ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যপক ক্ষতি হয় । ফুলছড়িতে ভবিষ্যৎতে এর চেয়ে বেশী বন্যা হলে ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। ২০১২ **নদী ভাঙ্গানের কারণে উরিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রজাতির** ৪১০**টি গাছ, কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের** ৪১০**টি,** গজারিয়া ইউনিয়নের **মোট** ৩৪০ **গাছ নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যৎতে নদী ভাঙ্গানের পরিধি বেড়ে যেচে পারে । এতে সব ধরনের ক্ষয়-ক্ষতিও বেড়ে যাবে।** ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **খরা** হলে ৯ টি ইউনিয়নের মোট ৫২০ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ১২০ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যপক ক্ষতি হয় । ভবিষ্যৎতে এর চেয়ে বেশী খরা হলে ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে।

	ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের **শৈত্যপ্রবাহে** ৯ টি ইউনিয়নের ছোট, বড় ২৫% গাছপালার ক্ষতি সাধিত হয় । শৈত্য প্রবাহে ছোট গাছের ক্ষতি হয় বেশী বিশেষ করে নার্সারীর মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
স্বাস্থ্য	ফুলছড়ি উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত **বন্যায়** মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়েরিয়া, ১০% লোক আমাশয় ২% টাইফয়েট ৪% লোকের জন্ডিস এবং ৬% লোক চর্ম রোগে আক্রামন্ত হয় । যার ফলে উপজেলার পতিটি পরিবার আর্থিক অস্বচ্ছলতা সহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফুলছড়িতে ভবিষ্যৎতে এর চেয়ে বেশী বন্যা হলে ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। ফুলছড়ি উপজেলায় বিগত সালের **শৈত্য প্রবাহে** হলে মোট জন সংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়েরিয়া, ২% লোক আমাশয় ১% টাইফয়েট ১% লোকের জন্ডিস ৫% লোকের ডায়েরিয়া জনিত এবং ৩% লোক চর্ম রোগে আক্রান্ত হয়। ফুলছড়িতে ভবিষ্যৎতে এর চেয়ে বেশী শৈত্য প্রবাহ হলে ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **খরা** হলে ৯ টি ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার ২% বিভিন্ন রোগে আত্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যগত ক্ষতির শিকার হয়। এভাবে বছর বছর খরা বেড়ে গেলে আরো বেশী সংখ্যাক জনগণ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবে।
জীবিকা	বিগত সালের **শৈত্য প্রবাহ** দেখা গেছে কৃষিজীবী ১০%-৩০%, ক্ষুদ্র ও মাঝাড়ী ব্যবসায়ী ০৫% শ্রমিক ও চাকুরীজীবী ১০ % প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । ভবিষ্যৎতে এই সকল আপদের মাত্রা আরো বেড়ে গেলে বিভিন্ন পেশাজীবির লোকজনের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে। বিগত সালের **খরায়** দেখা গেছে কৃষিজীবী ২০%-৪০% মৎস্যজীবী ১০-৩০% ক্ষুদ্র ও মাঝাড়ী ব্যবসায়ী ০৫% শ্রমিক ও চাকুরীজীবী ১০ % প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । ফুলছড়ি উপজেলায় মোটামুটি ৫ ধরনের জীবিকার লোক আছে। যথা-কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, ক্ষুদ্র ও মাঝাড়ী ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও চাকুরীজীবী। বিগত সালের **বন্যায়** দেখা গেছে কৃষিজীবী ৪০%-৯০% মৎস্যজীবী ৬০-৮০% ক্ষুদ্র ও মাঝাড়ী ব্যবসায়ী ৮০% শ্রমিক ও চাকুরীজীবী ১০ % প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ।
পয়ঃনিষ্কাশন	ফুলছড়ি উপজেলায় বিগত সালের **বন্যা** ১৩০০ টি কাঁচা ২০০ টি আধাপাকা পায়খানা এবং ৪০ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি আংশিক কিংবা সম্পুর্ন বিনষ্ট হয়েছে । ফুলছড়িতে ভবিষ্যৎতে এর চেয়ে বেশী বন্যা হলে ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। ৭৫০ টি নলকুপ পানিতে তলিয়ে গিয়েছে । ৫৬০ টি স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নষ্ট হয়েছে । **ফুলছড়ি উপজেলায় ২০১২ নদী ভাঙ্গনের কারণে উরিয়া ইউনিয়নের ৮০ টি নলকুব ৬০ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নদী গর্ভে বিলিন হয়েছে ।** **ফুলছড়ি উপজেলায় ২০১২ নদী ভাঙ্গনের কারণে কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের ৮০ টি নলকুব ৬০ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নদী গর্ভে বিলিন হয়েছে।** **ফুলছড়ি উপজেলায় ২০১২ নদী ভাঙ্গনের কারণে গজারিয়া ইউনিয়নের , ৬৫ টি নলকুব ৭৫ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নদী গর্ভে বিলিন হয়েছে ।** ফুলছড়ি উপজেলায় বিগত সালের **কালবৈশাখী ঝড়ে** কাচঁ ও আধাপাকা পায়খান প্রায় ৭০-৯০% ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
অবকাঠামো	ফুলছড়ি উপজেলায় বিগত সালের **কালবৈশাখী ঝড়ে** ২৩৪ টি কাচান ঘর , ৪৫ টি কাকা ঘর , ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৩টি মসজিদ, ৬ টি সরকারী ও বেসরকারী অফিস, ২ টি ক্লিনিক , ঝড়ের আঘাতে আংশিক বা সম্পুর্ন বিনষ্ট হয়েছে। ফুলছড়িতে ভবিষ্যৎতে এর চেয়ে বেশী কালবৈশাখী ঝড় হলে ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। ১৯৮৮ সালের **বন্যায়** ৫২০ টি বসত বাড়ি , ৪৫ টি অবোকাঠাম ৫ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ৭কিলোমিটার কাচা রাস্তা, ৩ টি ব্রীজ, ৬ টি কালভাড, ৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় , ১ টি মাদ্রাসা, ২ টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় **ফুলছড়ি উপজেলায় ২০১২ নদী ভাঙ্গনের কারণে উরিয়া ইউনিয়নের ২৬০ টি কাচা ঘর , ১৩ টি পাকা ঘর , ৩ কিলোমিটার কাচা রাস্তা, .২ কিলমিটার পাকা রাস্তা, ৬ টি কালভাট ,১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ মাদ্রাসা, ৮০ টি নলকুব ৬০ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নদী গর্ভে বিলিন হয়েছে যার ফলে ২৬৯ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ।** **ফুলছড়ি উপজেলায় ২০১২ নদী ভাঙ্গনের কারণে কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের ১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১ টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় , ১ মাদ্রাসা, ১কিলোমিটার পাকা ২কিলোমিটার পাকা রাস্তা , ১১০ টি কাচা ঘর , ৬০ টি পাকা ঘর নদী গর্ভে বিলিন হয়েছে ।** **ফুলছড়ি উপজেলায় ২০১২ নদী ভাঙ্গনের কারণে গজারিয়া ইউনিয়নের , ১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২কিলোমিটার কাচা রাস্তা , ২৫০ টি কাচা ঘর নদী গর্ভে বিলিন হয়েছে ।**

৫.২ দ্রুত/আগাম পুনরুদ্ধার :

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা :

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ হাবিবুর রহমান	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১২৫১৬১৬৭
০২	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১৭১৬০২৫৬৭৮
০৩	মোঃ মেহেদিউল শহিদ	সহকারী কমিশনার ভূমি	০১৭১২৭০৮৯২৪
০৪	মো: জালাল উদ্দিন	ইউপি চেয়ারম্যান	০১৭১৮৯০৮৫৮৪
০৫	শাহারুল ইসলাম মো: আবু হেনা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১২২৩৩৬৭৫

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ ইউসুফ রানা মন্ডল	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	০১৭১২২০২৭৪৯
০২	মোঃ আঃ হামিদ সরকার	ইউপি চেয়ারম্যান	০১৭১৬৫২৯১১৪
০৩	মো: আ: বাকী সরকার	ইউপি চেয়ারম্যান	০১৭৭২৮৫১৫৩১
০৪	শ্রী মনতোষ রায় মিন্টু	চেয়ারম্যান গজারিয়া ইউপি	০১৭১৫২৩৪৬০৩
০৫	শাহারুল ইসলাম মো: আবু হেনা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১২২৩৩৬৭৫

৫.২.৩ জন সেবা পুনরাম্ভ :

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ হাবিবুর রহমান	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১২৫১৬১৬৭
০২	মো: মোস্তাফিজুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৬০২৫৬৭৮
০৩	খন্দকার মাক্কামাম মাহামুদা	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা	০১৯৬৬৫২৫১০১
	শাহারুল ইসলাম মো: আবু হেনা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১২২৩৩৬৭৫

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা :

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ হাবিবুর রহমান	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১২৫১৬১৬৭
০২	মো: মোস্তাফিজুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৬০২৫৬৭৮
০৩	শাহারুল ইসলাম মো: আবু হেনা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১২২৩৩৬৭৫

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা : প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শাহারুল ইসলাম মো: আবু হেনা, মোবাইল নং- ০১৭১২২৩৩৬৭৫

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেক লিষ্ট

রেডিও টিভি মারফত ৫নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সংগে সংগে নিম্নবর্ণিত “ছ” চেক লিষ্ট পরীক্ষা করে দেখতে এবং তাৎক্ষনিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যা/না
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্মন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরী করা আছে কিনা।	
৩.	২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নীচে পুতিয়া রাখার জন্য প্রচার করা হইয়াছে।	
৪.	সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষনিক ভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	
৬.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম/ ত্রান গুদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	
৭.	অন্যান্য	

বিঃ দ্রঃ

- চেক লিষ্ট পরীক্ষা করে যেই ক্ষেত্রে নানারুপ ত্রুটি দেখা যাবে সেই ক্ষেত্রে জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল দ্বারা বা কোন উৎস/ সংস্থা হইতে সেচ্ছাসেবক দলের সদদস্যদের জন্য লাইফ জ্যাকেট সংগ্রহ বিশেষ প্রয়োজন।

চেকলিষ্ট

প্রতি বৎসর এপ্রিল/ মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছক চেক লিস্ট পুরণ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার েও জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করবেন।

ক্রঃ নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে চিহ্ন
১	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমান খাদ্য মজুদ আছে।	
২	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে।	
৩	১-৬ বৎসরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে।	
৪	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে।	
৫	সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের কে বাৎসরিক প্রশিক্ণ দেয়া হয়েছে।	
৬	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে।ক এলাকায় উপস্থিত আছেন।নির্বাচিত	
৭	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	
৮	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে নলকূপ আছে।	
৯	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে	
১০	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ার টেকার উপস্থিত আছে	
১১	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	
১২	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে	
১৩	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উচু স্থান কিল্লা নির্ধারিত হয়েছে।	
১৪	সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্মন্ধে সচেতন করা হয়েছে।	
১৫	আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আছে	
১৬	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালূ আছে।	
১৭	কমপক্ষে ২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে সজাগ করা হয়েছে।	
১৮	অন্যান্য	

সংযুক্তি-২

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল নং
০১	মোঃ হাবিবুর রহমান	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১২৫১৬১৬৭
০২	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ-সভাপতি	০১৭১৬০২৫৬৭৮
০৩	মোঃ শহিদুল ইসলাম	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭২৬১৩২০৬৫
০৪	মোছাঃ রাসেদ বেগম	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭৩৯২৮৯৯৩৮
০৫	মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক মুন্না	চেয়ারম্যান কঞ্চিপাড়া ইউপি	সদস্য	০১৭৪০৯২৩৪৫৮
০৬	মোঃ আঃ হামিদ সরকার	চেয়ারম্যান উড়িয়া ইউপি	সদস্য	০১৭১৬৫২৯১১৪
০৭	মোঃ আঃ বাকি সরকার	চেয়ারম্যান উদাখালী ইউপি	সদস্য	০১৭৩৮৯২২১৯৪
০৮	শ্রী মনতোষ রায় মিন্টু	চেয়ারম্যান গজারিয়া ইউপি	সদস্য	০১৭১৫২৩৪৬০৩
০৯	এম,এ সবুর সরকার	চেয়ারম্যান ফুলছড়ি ইউপি	সদস্য	০১৭১৬২৮৯৯৪৭
১০	মোঃ আঃ মতিন মন্ডল	চেয়ারম্যান এরেন্ডাবাড়ী ইউপি	সদস্য	০১৭১৮৯০৮৫৯০
১১	মোঃ জয়নাল আবেদীন জালাল	চেয়ারম্যান ফজলুপুর ইউপি	সদস্য	০১৭১৮৯০৮৫৮৪
১২	মোঃ ইউসুফ রানা মন্ডল	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২২০২৭৪৯
১৩	অমল চন্দ্র সাহা	উপজেলা **স্বাস্থ্য** ও পঃ পঃ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২৬৪৭৬২১
১৪	ডা. মোঃ হাদিউজ্জামান	উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২৮০৩৮১২
১৫	মোঃ মেহেদিউল শহিদ	সহকারী কমিশনার ভূমি	সদস্য	০১৭১২৭০৮৯২৪
১৬	মোঃ আসাদুজ্জামান	উপজেলা মৎস কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১০১৬০৭৯
১৭	মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭২৮৯০৭৬৩৭
১৮	এ,কে,এম আকতারুল আহসান	উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডি	সদস্য	০১৭১২২২৬৭৩৩
১৯	এস,এম আকরাম হোসেন	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১০৬৫৫৩২
২০	মোঃ আবুল হোসেন	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য	০১৯২৫৭২১১১৭
২১	মোঃ মশিউর রহমান	অফিসার ইনচার্জ ফুলছড়ি থানা	সদস্য	০১৮২২৮৩২৪০০
২২	মোঃ এনছার আলী	উপসহকারী প্রকৌশলী জন**স্বাস্থ্য**	সদস্য	০১৭১২২৪৭৩৫২
২৩	মোঃ তাজুল ইসলাম আল বেরুনী	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭৬৭৪৫৮৪৮০
২৪	মোঃ আঃ কাফী সরকার	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৩১৪৯০৮৫
২৫	আ, ফ,ম হাসান	সহঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৭১২০০৯১৫
২৬	মোঃ আঃ রব	উপজেলা মাধ্যমিক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২৬৩৭০৪৪
২৭	খন্দকার মাক্কামাম মাহামুদা	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা	সদস্য	০১৯৬৬৫২৫১০১
২৮	মোঃ আঃ শহিদ	আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭২১৭৬৮০৬৬
২৯	মোছাঃ সাজেদা বেগম	ইউপি সদস্য	সদস্য	০১৯৪৮৮২০৪৮২
৩০	মানসীদাস	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭৩০৭২৯২০৬
৩১	মোঃ মোস্তফিজুর রহমান	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭১১১৮৯০০৯
৩২	মোঃ জুলফিকার আলী	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭১৯৪২২৭৩৩
৩৩	মোঃ ইব্রাহীম আকন্দ সেলিম	অধ্যক্ষ	সদস্য	০১৭১২০৯৩২৫৮
৩৪	শাহারুল ইসলাম মোঃ আবু হেনা	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব	০১৭১২২৩৩৬৭৫

সকল তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাঃ শাহারুল ইসলাম মোঃ আবু হেনা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকতা, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা, ০১৭১২২৩৩৬৭৫

সংযুক্তি ৩

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

উদাখালী ইউনিয়ন ঃ

ক্রমিক নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	রঞ্জু মিয়া	সমশের আলী	উদাখালি	নাই	০১৭২৬৯৭৭৪২০
০২	জেন্দী বেগম	মজিবর রহমান	উদাখালি		০১৯৩৯৭৮০৭৫৩
০৩	আজাদুল ইসলাম	খাদেম হোসেন	উত্তর বড়াইল		০১৭২৯৯১৩৮৫০
০৪	ছাইদূর রহমান	বদিয়ার জামান	হরিপুর		০১৭১৩৬৩৬৫৪৭
০৫	ফরহাদ মিয়া	নজরুল ইসলাম	দঃ বড়াইল		০১৯১৩১১৯৪৬৪
০৬	আখী মোহন	মাখন চন্দ্র	উত্তর কাঠুর		০১৯৬২৪১৭০৩২
০৭	মোনতোষ	রাইচরন	দঃ কাঠুর		০১৭৪৭২৩৫২০৬
০৮	ফিরোজ কবির	আ: গনি	পশ্চিম ছালুয়া		০১৭২৫৩৪২১২৪
০৯	জাহিদুল মিয়া	জুনু মিয়া	পূঃ উদাখালি		-
১০	সবুজ মিয়া	আইজার রহমান	দঃ উদাখালি		০১৭৭৭০৮৯০১৭
১১	রফিকুল ইসলাম	ছদরুল হোসেন	সিংরিয়া		-
১২	বাবু মিয়া	মেহের আলী	পূঃ উদাখালি		০১৯১৬৪৫১৬৩৫

তথ্য প্রদানকারী ঃ মো: আবদুল বাকী সরকার, চেয়ারম্যান, ৩ নং উদখালী ইউনিয় পরিষদ, ফুলছুড়ি-গাইবান্ধা,

ফুলছুড়ি ইউনিয়নঃ

ক্রঃ	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
১	মোঃ লিটন মিয়া	অব্দুল রাজ্জাক	চন্দিয়া	নাই	০১৭১২৯৭২৬৬৫
২	মইনুল ইসলাম	মৃতঃ মোহাসিন আলা	”		
৩	মোঃ মোর্শদ আলম	মজিবুর রহমান	”		
৪	মাছুদ রানা	আজিতুত্যা	ভায়ারপাড়া		
৫	জীবন চন্দ্র	মৃতঃ হরিমাধব	”		
৬	লাল বাবু	আকালু চন্দ্র	”		
৭	হারুন অর রশিদ	বখস উদ্দিন	”		
৮	সাগর সরকার	মৃত জহরুল ইসলাম	হোসেনপুর		
৯	সাজেদুল ইসলাম	ছামছুল ইসলাম	”		
১০	আবু সাইদ	আবদুল কাশেম	”		
১১	নূরুল আমিন	আফাজ উদ্দিন	ভায়ারপাড়া		
১২	মোজাফ্ফর	তরি শেখ	চন্দিয়া		

সংযুক্তি ৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটির কিল্লা ঃ এই উপজেলায় কোন মাটির কিল্লা নাই।

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
-			
-			
-			

স্কুল কাম শেল্টার ঃ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
চন্দনসর স্কুল	জয়নাল আবেদীন সরকার	০১৭১৮৯০৮৫৮৪	
ফুলছরি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	আব্দুর সবুর সরকার	০১৭১৬২৮৯৯৪৭	
দক্ষিন খাটিয়ামারি মাদ্রাসা	জয়নাল আবেদীন সরকার	০১৭১৮৯০৮৫৮৪	

সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানঃ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ ঃ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
নাই			
-			
-			
-			
-			

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উপজেলা **স্বাস্থ্য ফুলছড়ি**	অমল চন্দ্র সাহা	০১৭১২৬৪৭৬২১	উপজেলা **স্বাস্থ্য** ও পঃ পঃ কর্মকর্তা
	ডা. দেবাশিষ মন্ডল অংকুর	01715516261	(আর এম ও)
	মোঃ হাবিবুল্লা	০১৭১৫৭০৩০২৭	উপজেলা মৎস কর্মকর্তা

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফুলছুড়ি উপজেলায় কোন ফায়ার স্টেশন নেই।

ফায়ার স্টেশনেরনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
নাই			
-			
-			
-			

ইঞ্জিন চালিত নৌকা

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডেরনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
ফজলুপুর ইউনিয়ন	মোঃ বাশার মিয়া	০১৭৫১০০৩৫৫২	
ফুলছুড়ি ইউনিয়ন	মোঃ সোনা উল্যা	০১৭৫৮০৯৯৮০৪	
ফুলছুড়ি ইউনিয়ন	মোঃ রিপন মিয়া	০১৮৬০২৬৯৫০৫	
ফুলছুড়ি ইউনিয়ন	মোঃ আবু জজিদ	০১৭১০৯২৯৮২৭	
ফুলছুড়ি ইউনিয়ন	মোঃ মঞ্জু	০১৭১৭১৫০৩৪৩	
উড়িয়া ইউনিয়ন	আমজাদ হোসেন	০১৭৭০৮৯১৫৯	
উড়িয়া ইউনিয়ন	আনোয়ার হোসেন	০১৭৪৩২১৮০৮৮	
উড়িয়া ইউনিয়ন	কুতুব উদ্দিন	০১৭৬৩১৪৬৮৯৮	
উড়িয়া ইউনিয়ন	ইউসুফ আলী	০১৭২৭৪০০২৮৪	
উড়িয়া ইউনিয়ন	সাত্তার মিয়া	০১৯৬৩৩২৩২৭৫	
গজারিয়া ইউনিয়ন	মোঃ হাসান আলী	০১৭১৬৩৩৯৪৩১	
গজারিয়া ইউনিয়ন	মোঃ ছোবহান আলী	০১৭২৮৬৫৮১৯০	
গজারিয়া ইউনিয়ন	মোঃ ময়াজ আলী	০১৯২৩০৪৮২৭৫	
ফজলুপুর ইউনিয়ন	মোঃ বাদশা মিয়া	০১৭৫১০০৩৫৫২	

স্থানীয় ব্যবসায়ী

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডেরনাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
ফজলুপুর ইউনিয়ন	মোঃ আলমগীর হোসেন	০১৭১৮৭৩৮৪৬৭	
”	মোঃ জহুরুল ইসলাম	০১৭৭৮৮০০১৭২	
”	মোঃ জাবেদ মিয়া	০১৮২০৬৩৮৫২১	
”	মোঃ ফরিদ মিয়া	০১৭২১১০৫৫১২	
উদাখালী	শ্রীঃ তপন কুমার রায়	০১৭১৪৯২৮২৩৭	
গজারিয়া ইউনিয়ন	মোঃ নরুল ইসলাম	০১৭১৬৯১৮৫৮৯	
”	শ্রীঃ রিংকু বণিক		
”	মোঃ শাহ গোলাম মহি উদ্দিন	০১৭২৬২৫৭৫১৫	
”	মোঃ হাবিবুর রহমান হবি	০১৭১৫১৩৭৮৬৭	
”	মোঃ সাদেকুল ইসলাম তারা	০১৭১৩৭৩৩৯৭৩	
”	মোঃ আব্দুল হক বাবু	০১৭১৫২৩৪৬২৮	
”	মোঃ আবু আউয়াল	০১৭১৯১২৯০৪১	
কঞ্চিপাড়া	মোঃ মোর্শেদ আলম		
ফুলছুড়ি ইউনিয়ন	মোঃ হায়দার আলী	০১৭১০৯০৬৪৭২	
”	মোঃ আনারুল	০১৭২১৫৪৩৮১১	
”	মোঃ নুরুল ইসলাম		
কঞ্চিপাড়া ইউনিয়ন	মোঃ সরিফুল ইসলাম সাজু	০১৭৭০৩৮৫৯০৬	
”	মোঃ সহিদুল ইসলাম ভুট্টু	০১৭২১৫৬৫১৮৪	
”	মোঃ আরিফুল ইসলাম	০১৭৬৫০৭০০০০	
উড়িয়া ইউনিয়ন	মোঃ হায়দার আলী	০১৯২৫৮৩০৭৬৯	
”	মোঃ ছায়দার রহমান	০১৯৩৬৩৬৪২৫১	
”	মোঃ আহসান হাবিব	০১৮৩৪৩৬২০৯০	
”	মোঃ মকবুল হোসেন	০১৭৮৩১৯৯৫৩৫	
”	মোঃ মোসলেম উদ্দিন	০১৯৩৮৩৫১১৯৪	

যানবাহনের ব্যবস্থা ঃ

এরেন্ডাবাড়ী ইউপি	ঃ	ভ্যান-১৫ টি , ঘোড়ার গাড়ি-০৭ টি, নৌকা-১০ টি মোট ঃ ৩৮ টি।
ফজলুপুর	ঃ	ভ্যান-৫টি, ঘোড়ার গাড়ি-৫টি, নৌকা -৬ টি মোট ঃ ১৬ টি।
ফুলছড়ি	ঃ	ভ্যান-১০টি, ঘোড়ার গাড়ি ৬ টি, নৌকা-১০ টি মোট ঃ ২৬ টি।
উদাখালী ঃ	ঃ	ভ্যান-৫০ টি, কাঠবডি (স্যালোমেশিন চালিত)-৪০ টি, অটোরিক্সা ঃ ৩৫ সি,এন,জি ঃ ০৮ টি মোট ১৩৩ টি।
উড়িয়া	ঃ	ভ্যান-২০টি কাঠবডি (স্যালোমেশিন চালিত)-১৫ টি, অটোরিক্সা ঃ ৫ , নৌকা-০৩ টি মোট ঃ ৪৩ টি।
কঞ্চিপাড়া	ঃ	ভ্যান-৪৫ টি, কাঠবডি (স্যালোমেশিন চালিত)-২০ টি, অটোরিক্সা ঃ ২০, মোট ঃ ৮৫ টি।
গজারিয়া	ঃ	ভ্যান-৪৮ টি কাঠবডি (স্যালোমেশিন চালিত)-১০ টি, অটোরিক্সা ঃ ১৫ , নৌকা-০৫ টি মোট ঃ ৭৮ টি।

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ঃ

- ইউপি সচিব গজারিয়াঃ ০১৭১৩৭১০৪০৬
- ইউপি সচিব উড়িয়াঃ ০১৭৪০২৬৮২৫৪
- ইউপি সচিব ফজলুপুরঃ ০১৭২০১৫৫৮৩৩

সংযুক্তি ৫

এক নজরে ফুলছড়ি উপজেলা

আয়তন	৩১৪ বর্গ কিমি.	গীর্জা	-
ইউনিয়ন/ উপজেলা	৭টি	ঈদগাঁহ্	৬
মৌজা	৮২টি	ব্যাংক	৬
গ্রাম	১০২	পোস্ট অফিস	৬
পরিবার	৪০৪৫৪	ক্লাব	৫২
মোট জনসংখ্যা	১,৬৫,৩৩৪ জন	হাট বাজার	২২
পুরুষ	৮৯২৮৯ জন	কবরস্থান	৮৭
মহিলা	৭৯৬৪৪ জন	শ্মশান ঘাট	৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৯১	মুরগির খামার	-
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৯	তাঁত শিল্প কারখানা	-
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫	গভীর নলকূপ	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৭	অগভীর নলকূপ	২৩২
কলেজ	৪	হস্ত চালিত নলকূপ	-
মাদ্রাসা(দাখিল, ফাজিল, এবতেদায়ী)	২৫		
ব্র্যাক স্কুল	৪৩	নদী	২
কিন্টার গার্ডেন স্কুল	৮	খাল	-
শিক্ষার হার	৩৮.৬৮%	বিল	-
কমিউনিটি ক্লিনিক	৯	হাওড়	-
বাঁধ	১	পুকুর	৮২৫
স্লুইচ গেট	৫	জলাশয়	৬
ব্রীজ	২৫	কাঁচা রাস্তা	২২০.৬৫ কিমি
কালভার্ট	১৭৭	পাকা রাস্তা	৩৬.৯৫ কিমি
মসজিদ	২৮০	মোবাইল টাওয়ার	৫
মন্দির	১৫	খেলার মাঠ	২

তথ্য সোর্সঃ জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ঃ মোঃ ছাইদুর রহমান, ০১৭১৪-৬৭ ৬৬ ৯৮

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

*** সন্ধ্যা ৬.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।**

প্রত্যায়ন পত্র

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের "কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম" (সিডিএমপি) এর আওতায় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসাবে **"সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস"** (সিডিএস), বাংলাদেশ, স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থা কমিটি ও স্থানীয় সরকারের সহায়তায় স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে গাইবান্ধা জেলার, পলাশবাড়ী উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা তৈরী করেছে। **"সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস"** (সিডিএস), ভ্যালিডেশন কর্মশালার মাধ্যমে উক্ত পরিকল্পনার জন্য সিডিএমপি কর্তৃক প্রদত্ত ছক ও গাইড লাইনের উপর ভিত্তি করে সংগৃহিত যাবতীয় সংকলিত তথ্য যাচাই বাছাই করে পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত করেছে। এই কার্যক্রমটি সফল ভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংস্থাটিকে ধন্যবাদ সেই সাথে তাদের ভবিষ্যৎ সফলতা কামনা করছি।

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
উপজেলা চেয়ারম্যান ও
সভাপতি, উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।

প্রত্যয়ন পত্র

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের **Comprehensive Disaster Management programme (CDMP)** এর আওতায় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসাবে **"সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস"** (সিডিএস) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যাবস্থা কমিটি ও স্থানীয় সরকারের সহায়তায় স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে সম্প্রিক্ত করে গাইবান্ধা জেলার, ফুলছড়ি উপজেলার দুর্যোগ ব্যাবস্থা পরিকল্পনা তৈরী করেছে। **"সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস"** (সিডিএস) ভ্যালিডেশন কর্মশালার মাধ্যমে উক্ত পরিকল্পনার জন্য সিডিএমপি কতৃক প্রদত্ত ছক ও গাইড লাইনের উপর ভিত্তি করে সংগ্রিহিত যাবতীয় সংকলিত তথ্য যাচাই বাছাই করে পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত করেছে। এই কার্যক্রমটি সফল ভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংস্থাটিকে ধন্যবাদ সেই সাথে তাদের ভবিষ্যৎ সফলতা কামনা করছি।

৯/৩/১৪

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
ফুলছড়ি উপজেলা,
গাইবান্ধা।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণ

ভ্যালিডেশন কর্মশালা

অংশগ্রহনকারীদের উপস্থিতি ছক

মেয়াদঃ ১ দিন

স্থান: ফুলছড়ি উপজেলা সভা কক্ষ উপজেলা ঃ ফুলছড়ি জেলা ঃ গাইবান্ধা তারিখঃ ০৯০৯২০১৪

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	প্রতিষ্ঠান / ঠিকানা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১	মো: মোস্তাফিজুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	ফুলছড়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়	01316025638	[illegible]
২.	মো: রেজাউল রহমান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	এল. জি. ইডি.	01723020174	[illegible]
৩.	মো: ইনছার আলী	SAE, DPHE,	ফুলছড়ি উপজেলা	01712-247352	[illegible]
৪.	মো: মাহিদুর রহমান চৌ:	প্র, কা, অ	ফুলছড়ি, উপজেলা	01714-676698	[illegible]
৫.	মো: মেহেদী হাসান	W.G.O প্রতিনিধি	" "	01197166682	[illegible]
৬.	মো: মাহমুদুন্নবী	নির্বাহক	" "	017209084 (83)	[illegible]
৭	মো: সুজন মিয়া	"	" "	01711413474	[illegible]
৮	মো: আব্দুল বাকী সংবাদ	উপজেলা সমন্বয় সেক্রেটারি	[illegible]	01786901084	[illegible]

সমন্বয়কারীর নাম: মো: আহাদ হোসেন

সমন্বয়কারীর স্বাক্ষর [illegible]

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণ

ভ্যালিডেশন কর্মশালা

অংশগ্রহনকারীদের উপস্থিতি ছক

মেয়াদঃ ১ দিন

স্থান ঃ ফুলছড়ি উপজেলা সভা কক্ষ উপজেলা ঃ ফুলছড়ি জেলা ঃ গাইবান্ধা তারিখঃ ০ ৯ ০ ৯ ২ ০ ১ ৪

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	প্রতিষ্ঠান / ঠিকানা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১৭	মো: [illegible] রহমান	অফিস সহকারী	ইউ.এন.ও অফিস	01728-249676	[signature]
১৮	সৈয়দ [illegible]	অ/ সহকারী	ঐ	01716-008103	[signature]
১৯	মো: [illegible] ইসলাম	CPP	ঐ	01719827330	[signature]
২০	মো: আসাদুল কবীর	উপজেলা LCBCE অফিসার	ঐ	01721883555	[signature]
২১	মো: [illegible] হোসেন চৌধুরী	Steno	ঐ	01912-739597	[signature]
২২	মোহাম্মদ [illegible] ইসলাম	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	উপজেলা শিক্ষা অফিস ফুলছড়ি	01724672772	[signature]
২৩	মো: [illegible]	সুপার [illegible]	[illegible]	01917124151	[signature]
২৪	মো: [illegible]	প্রধান শিক্ষক	[illegible]	—	[signature]

আয়োজনকারীর নামঃ মোঃ কায়ছার হোসেন

সমন্বয়কারীর স্বাক্ষরঃ [signature]

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণ
ভ্যালিডেশন কর্মশালা
অংশগ্রহনকারীদের উপস্থিতি ছক

মেয়াদঃ ১ দিন

স্থান ঃ ফুলছড়ি উপজেলা সভা কক্ষ উপজেলা ঃ ফুলছড়ি জেলা ঃ গাইবান্ধা তারিখঃ ০৯ ০৯ ২০১৮

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	প্রতিষ্ঠান / ঠিকানা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
২৫	মো: [illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[signature]
২৬	মো: [illegible]	[illegible]	[illegible] —		[signature]
২৭	মো: [illegible] রহমান	[illegible]	[illegible]	01918125126	[signature]

সমন্বয়কারীর নামঃ মো: [illegible] হোসেন সমন্বয়কারীর স্বাক্ষরঃ [signature]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।

স্মারক নং ৬৬ তারিখঃ ০৬/০৯/২০১৪ইং

বিষয় ঃ ভ্যালিডেশন কর্মশালায় অংশ গ্রহন।

উপযুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, Comprehensive Disaster Management programme (CDMP) "সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস" (সিডিএস) সংশ্লিষ্ট উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সহ সরকারী বিভিন্ন কর্মকর্তা ও স্থানীয় সরকারী তথ্য ও উৎস থেকে সিডিএমপি কর্তৃক প্রদত্ত ছক ও গাইডলাইন এর ভিত্তিতে "সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস" (সিডিএস) মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা তথ্য সংগ্রহ করেছে। সম্মিলিত তথ্য সমূহঃ সন্নিবেশিত করে একটি খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। যার কপি সকলের কাছে প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। খসড়া পরিকল্পনাটি চুরান্ত করার লক্ষে প্রদত্ত তথ্যসমূহ পূনরায় যাচাই বাচাই করে চুরান্ত পরিকল্পনা তৈরীর উদ্দেশে উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহনে ০১ (এক) দিনের একটি ভ্যালিডেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত কর্মশালাটি আগামী ০৯/০৯/২০১৪ ইং তারিখ রোজ মঙ্গলবার ১০.৩০ মিনিটে উপজেলা পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত হবে।

নির্ধারিত তারিখ মোতাবেক ১০.৩০ ঘটিকার সময় উপস্থিত হয়ে কর্মশালায় সক্রিয় অংশগ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।

অবগতি ও যথাসময়ে অংশগ্রহনের জন্য ঃ

১। উপজেলা...কর্মকর্তা, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।
২। চেয়ারম্যান.. ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।
৩। .... ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।